রহস্য-লহরী

উপন্যাস-মালার ত্রৈমাসিক সংস্করণ

মশুমাকের্র দপ্তরের

ষষ্ঠ গ্রন্থ

পীতাতঙ্কের প্রতিকার

(বিপ্লববাদের বিলোপ-কাহিনী)

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

(প্রথম সংস্করণ)

মূল্য এক টাকা আট আনা

৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট হইতে
দীপক প্রিণ্টিং মেসিন প্রেসে
শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার বসু কর্ত্তৃক মুদ্রিত

রহস্য-লহরী পাবলিসিং হাউস
৪৪।১ গ্রে ষ্ট্রীট (দোতালা) হইতে
শ্রীঅখিলচন্দ্র সাহা দ্বারা প্রকাশিত

পীতাতঙ্কের প্রতিকার

প্রথম তরঙ্গ

সবুজ ত্রিভুজ

লণ্ডন পুলিশের সহকারী কমিশনর ডানিয়েল ডি পিয়ারসনকে সকল পুলিশ-কর্ম্মচারী 'ডি ডি' বলিত। সুপ্রসিদ্ধ 'স্বর্ণলতা'র নারীবেশ-ধারী শ্রীমান গদাধর চন্দ্র ছদ্মবেশে ধরা পড়ায় যখন "ডিডি, ঐ চড়লে" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল, তখন তাহার বদনকমল-নিঃসৃত 'ডিডি' কথাটির অর্থ বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় নাই; কিন্তু এই বিলাতী 'ডি ডি' অক্ষর দুইটি পিয়ারসনের নামের আদ্যাক্ষর। ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত কোন বন্ধুকে উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, উহার অর্থ "ড্যাম ডেভিল!" পুলিশের ছোটকর্ত্তার বিরুদ্ধে এরূপ সম্মানহানিকর ভাষা প্রয়োগ করিতে আমাদের জিহ্বা অসাড় হইয়া যায়; কিন্তু লণ্ডনের পুলিশ মহলে 'ডি ডি' বলিতে তাঁহাকেই বুঝাইত।

এক দিন তিনি তাঁহার আফিসে বসিয়া আফিসের দৈনিক কার্য্যা-রম্ভের পর হাত বাড়াইয়া তাঁহার টেবিলস্থিত বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতামে আঙ্গুলের একটা খোঁচা দিলেন। মুহূর্ত্ত পরে গম্ভীরমূর্ত্তি ক্ষীণকায় একটি কেরানী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। কেরানীটার মুখের দিকে চাহিলে মনে হইত যেন সে ফাঁসির আসামী, প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিতে আসিয়াছে!

ডেস্কের উপর একরাশি কাগজ ছিল। সেই সকল কাগজ দেখিয়া তিনি তাহাতে মন্তব্য লিখিবেন, এই উদ্দেশ্যেই সেগুলি তাঁহার নিকট পেশ করা হইয়াছিল। যে কাগজখানি সেই কাগজগুলির উপরে ছিল, তাহা তিনি তুলিয়া লইয়া কেরানীটির সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন,"একি ব্যাপার জোন্‌স্! দেখিয়া মনে হইতেছে ইহা কোন জুতা-পালিশের বিজ্ঞাপন্ ইহা, আমার ডেস্কের উপর কেন ?"

জোন্‌স বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের আদেশে উহা আপনার ডেস্কে রাখা হইয়াছে। আপনি ছুটী লইয়া স্থানান্তরে না যাইলে উহার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে পারিতেন।"

জোন্‌সের কথা শুনিয়া ডি ডি ভ্রূভঙ্গি করিলেন; তাহার পর ম্যাচ জ্বালিয়া চুরুট ধরাইরা লইয়া জোন্‌সকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ডাক ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারকে।"

অতঃপর তিনি সেই কাগজখানি হাতে তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাগজখানি মসৃণ, কিন্তু খড়্‌মড়ে। তিনি তাহার এক প্রান্তে জিহ্বা স্পর্শ করিলেন, এবং সেই রসনারসসিক্ত অংশে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ইহা প্রায় ব্লটিং কাগজের মত।"

কিন্তু কাগজখানির মধ্যস্থলে সবুজ বর্ণের একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত ছিল। তিনি পকেট হইতে মাপের ফিতা বাহির করিয়া ত্রিভুজের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য মাপিয়া দেখিলেন। তিনি ফিতাটি পকেটে রাখিতেছিলেন সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর জন ওয়াকারের আকার প্রকার দেখিলে যে কেহ বলিতে পারিত এ ব্যক্তি পুলিশ। তাহার জুতার আগা হইতে গোঁফের ডগা পর্য্যন্ত পুলিশের বৈশিষ্টে পূর্ণ, নাকিস্ম্‌। দেহ সুদীর্ঘ, কিন্তু দাঁড়াইবার সময় ঈষৎ কুব্জ দেখায়। মুখ ফজলি আমের মত লম্বাটে; কিন্তু মুখের ভাব শান্ত,

সংযত। লোকটি যেন গাম্ভীর্য্যের সজীব মূর্ত্তি, কেহ কোন দিন তাহাকে হাসিতে দেখে নাই।

সে সহকারী কমিশনরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল,"গুড্ মর্ণিং কমিশনর, আপনি কি জানিতে চাহেন? জোন্স বলিল; আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন।"

ডি ডি জোন্সকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া, সেই কাগজখানির ত্রিভুজের উপর অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া বলিলেন, "ইহার প্রকৃত অর্থ কি, আর কেনই বা আমার ডেস্কের উপর ইহার আবির্ভাব?"

ওয়াকার বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "লোকে বলে আমি না কি লণ্ডনের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী চতুর! তাহাদের কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও অসঙ্কোচে আপনাকে বলিতেছি ইহার ঠিক অর্থ আমি আবিষ্কার করিতে পারি নাই। এই সবুজ ত্রিভুজটি সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা?"

ডি ডি বলিলেন, "আমি কিছুই ধারণা করিতে পারি নাই; ইহা কি কোন বিজ্ঞাপন? ইহা কোথা হইতে আসিল? আমার ডেস্কের উপরেই বা কেন রাখা হইয়াছে?"

ওয়াকার একটা চুরুট ধরাইয়া বলিল, "আজ সকালে এইরকম একতাড়া বিজ্ঞাপন আনিয়াছিলাম; বিজ্ঞাপনটি দুই চারিখানি করিয়া গায়ে ফেলিয়া দিতেছিল। আপনার মনে হইতেছে ইহা নূতন কিছু; কারণ একমাস আপনি ছুটী লইয়া সহরের বাহিরে গিয়াছিলেন। শুনিলাম প্যারিসে ছিলেন। প্যারিস্ আপনার কেমন লাগিল?"—ওয়াকার কথাটা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় ছিল।

ডি ডি বলিলেন, "মন্দ কি? কিন্তু আব্-হাওয়া অতি জঘন্য।"

ওয়াকার বলিল, "ও আর নূতন কথা কি বলিলেন? প্যারিসের

আব-হাওয়া চিরদিনই আমাদের অসহ্য। আপনি ছুটী লইয়া যেদিন লণ্ডন ত্যাগ করেন—সেই দিন হইতেই ঐ কাগজগুলি চারি দিকে বিলি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।”

ডি ডি বলিলেন, “বটে! তাহা হইলে বল মাসাধিক কাল হইতে ইহার প্রচার চলিতেছে?”

ওয়াকার বলিল, “কেবল কি তাহাই? সমগ্র লণ্ডন ঐ ‘সবুজ ত্রিভুজ’ লইয়া পাগল! গত দুই সপ্তাহ হইতে লণ্ডনের প্রত্যেক সংবাদপত্রের এক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া এই ত্রিভুজের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইতেছে। আপনি ছুটী লইয়া স্থানান্তরে যাওয়ায় কোন কথা জানিতে পারেন নাই, কিন্তু আপনার লণ্ডন-ত্যাগের পর বোধ হয় এইরূপ বিজ্ঞাপন কুড়ি লক্ষ প্রচারিত হইয়াছে! সিনেমার চলচ্চিত্রের পটে সবুজ ত্রিভুজের চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। এরোপ্লেনে সবুজ ত্রিভুজের চিত্র আকাশে উড়িতেছে। নাচের মজলিসে সবুজ ত্রিভুজ। স্কেটিংক্লাবে সবুজ ত্রিভুজ। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সিগারেট, স্যাণ্ড-উইচের পর্য্যন্ত নাম হইয়াছে—সবুজ ত্রিভুজ! সেদিন এক বোতল ‘সবুজ ত্রিভুজ মদ’ দেখিলাম; গত সপ্তাহে লেডি মোনা কারষ্টেয়ার্স তাঁহার শিশু কন্যাটির নামকরণ করিয়াছেন—সবুজ ত্রিভুজ! আমার বিশ্বাস, লণ্ডন ও ইহার সন্নিহিত জেলা সমূহের প্রায় সত্তর লক্ষ অধিবাসী সবুজ ত্রিভুজের প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য ব্যাকুল।”

ডি ডি বলিলেন, “কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কি?”

ওয়াকার মাথা নাড়িয়া বলিল, “আমি তাহা জানিতে পারি নাই; কি করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিই?—আমার বিশ্বাস, কেহই ইহার প্রকৃত অর্থ ধারণা করিতে পারে নাই; সম্ভবতঃ ইহার কোন দুর্ভেদ্য গভীর অর্থ আছে। গত তিন সপ্তাহ হইতে আমাদের পঞ্চাশ

জন লোককে এই রহস্য ভেদের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে ; তাহারা দিবা-রাত্রি ইহার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।”

ডি ডি বলিলেন, “তাহাদের চেষ্টার কি ফল হইয়াছে ?”

ওয়াকার বলিল, “কিছুই না। আমরা সংবাদ পত্রেব স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি। বড় বড় সিনেমা-কোম্পানীর মহাজন, ম্যানেজার, সংযোজক প্রভৃতির সহিত আলাপ করিয়াছি। এরোপ্লেনের আড্ডায় আড্ডায় ঘুরিয়াছি ; কিন্তু কেহই ইহার রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই। সকলেই বলে বিজ্ঞাপনের টাকা পাইয়াছে, তাই বিজ্ঞাপনটা প্রকাশ করিতেছে। বিজ্ঞাপনটি যে অবৈধ, ইহার কোন প্রমাণ নাই ; কিন্তু যদি এই বিজ্ঞাপন প্রচারের কোন সরল উদ্দেশ্য থাকিত, ইহার কোন কূটার্থ না থাকিত, তাহা হইলে অনেক পূর্ব্বেই এই বিজ্ঞাপন প্রচারের কারণ আবিষ্কার করিতে পারিতাম। এ সম্বন্ধে আপনার যেরূপ ইচ্ছা ধারণা করিতে পারেন ; কিন্তু আমি জাতিতে স্কচ, আমাদের জন্মগত একটা সংস্কার আছে। আমি সেই সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকি।”

ডি ডি বলিলেন, “তোমার সংস্কার তোমারই থাক, তাহার আলোচনা আমি নিস্প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু কথা এই যে, যদি ইহা কোন ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপন হয় তাহা হইলে উহারা বিজ্ঞাপনে যত টাকা খরচ করিতেছে, ব্যবসায় চালাইয়া তত টাকা তুলিতে পারিবে না; এইজন্য আমার মনে হয় কোন পণ্য দ্রব্যের শ্রেষ্ঠতা জন সমাজে প্রচারিত করিয়া তাহা সর্ব্বজন সমাদৃত করা এই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য নহে ; ইহার অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, তুমিও বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবে ; কিন্তু এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি ? তুমি কিরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ ? তাহা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু বলিতে দোষ কি ?”

ওয়াকার মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, "আমার অনুমান ?—আমার অনুমান, ইহা কোন অবৈধ প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন। সম্ভবতঃ তাহা কোন অপরাধ-জনক কার্য্যের সমর্থন করে।"

ওয়াকারের কথা শুনিয়া ডি ডির মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না; তাহার কথা তিনি অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়াও দিলেন না। তিনি গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে তুমি আমার নিকট কোন কোন কথা গোপন করিতেছ। আমি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য তোমাকে পীড়াপীড়ি করিব না; তবে তুমি সন্দেহ করিয়াছ—সম্ভবতঃ উহা কোন অবৈধ সমিতির বিজ্ঞাপন। তোমার এরূপ সন্দেহের হেতু কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে তোমার কোন আপত্তি আছে ?"

ওয়াকার ধীরে ধীরে বলিল, "পল—জিওফ্রি পলের কথা আপনার স্মরণ হয় কি ? বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই; কারণ একবার মাত্র আমরা তাহাকে হাতে পাইয়াছিলাম; সে সময় আপনি পুলিসের চাকরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন কি না মনে পড়ে না। সে বহুদিন পূর্ব্বের কথা।"

ডি ডি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, সেই লোকটার কথা আমার স্মরণ নাই; তাহার প্রসঙ্গে পূর্ব্বে কোন কথা শুনিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না।"

এ কথায় ওয়াকার কেরানী জোন্সকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিল। জোন্স তাহার সম্মুখে আসিলে সে তাহাকে বলল, "তুমি এখনই মহাফেজখানায় (Record room) গিয়া মহাফেজের নিকট হইতে জিওফ্রি পলের অপরাধ-সংক্রান্ত নথিপত্রগুলি লইয়া এসো। ১৯১০ সালে যাহাদের অপরাধের বিচার হইয়াছিল, সেই সকল আসামীর নামের তালিকা হইতে ঐ সকল নথিপত্রের সন্ধান মিলিবে।"

জোন্স একটা পুরাতন 'ফাইল' লইয়া কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিলে ওয়াকার তাহা তাহার হাত হইতে লইয়া জিওফ্রি পলের অপরাধ-সংক্রান্ত কাগজ পত্র দেখিতে লাগিল। সেই সঙ্গে একখানি ফটো ছিল; ডি ডি সেই ফটোখানি পরীক্ষা করিয়া পলের চেহারার বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তাহার চুলগুলি কালো, কোঁকড়ান; নাকটা লম্বা; মুখে বসন্তের দাগ। ফটোখানির নীচে লেখা ছিল—"জন জিওফ্রি পল—এম্, টি, এস্,।"—এই 'এম্, টি, এস্' কারাগারের কয়েদীদের প্রতি প্রযুক্ত একটি সাঙ্কেতিক শব্দ। উহার অর্থ—'এই আসামী তিনবার জেল খাটিয়াছে।'

ডি ডি অপরাধীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিতে লাগিলেন।—পল রুসিয়ার মস্কৌ নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া যৌবনারম্ভেই ইংলণ্ডে আনীত হইয়াছিল। রসায়ন বিদ্যায় সে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, এবং মিড্ল্যাণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। দুইবার কারাদণ্ড ভোগের পর তৃতীয় বার অপরাধ করায় সে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তাহার পর সে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া চারি বৎসর পুলিশের অজ্ঞাতসারে নানা স্থানে লুকাইয়া বেড়াইয়াছিল। সেই চারি বৎসর তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া অবশেষে পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারিয়াছিল। তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায় পুনর্ব্বার তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল, এবং সেই দণ্ড ভোগের পর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মুক্তি লাভ করিবামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আবার নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। তাহার পর ইংলণ্ডে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারা যায় নাই।—নথি-পত্রে তাহার সম্বন্ধে আর কোন কথার উল্লেখ ছিল না।

আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় অনেকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড

ভোগের পর কারাগার হইতে বাহির হইবামাত্র অর্ডিনান্স অনুসারে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মনে হইতে পারে আমাদের পরাধীন দেশ বলিয়াই দেশীয় অপরাধীর প্রতি এরূপ ব্যবস্থা; কিন্তু স্বাধীন দেশেও এই ভাবে গ্রেপ্তারের নিদর্শনের অভাব নাই। সুতরাং এই নজীর দেখিয়া আমরা আশ্বস্ত হইতে পারি না?।

স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ম্মচারীরা পলের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চরিত্রগত বিশেষত্ব সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা উক্ত বিবরণটির পাদটীকায় তাঁহারা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। ডি ডি ও ওয়াকার একত্র সেই পাদটীকা পাঠ করিলেন; তাহা সঙ্ক্ষিপ্ত হইলেও উল্লেখের অযোগ্য নহে। তাহাতে লিখিত ছিল—

"দুর্দ্দান্ত স্বভাব। শত্রুর প্রাণসংহারের প্রবৃত্তি প্রবল। আগ্নেয়াস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে রাখে। স্ত্রীলোকের সহযোগিতা সযত্নে পরিহার করে; কোন অপকর্ম্মে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করে না। একাধিক পত্নী রাখে। বৃটীশ জাতির প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইংরাজের নামে যেন ক্ষেপিয়া উঠে। প্রকাণ্ড বিপ্লববাদী।" (anarchist)

"২৪২এ নং দণ্ডিত অপরাধীর" হুলিয়া বাদামী রঙের সরকারী ফরমে বিবৃত হইয়া ছিল। ডি ডি ও ওয়াকার তাহাও পাঠ করিলেন। তাহা এইরূপ—

জন জিওফ্রি পল—ওরফে (১) এডলফ লিষ্টনভ (২) পল ক্যাটরক (৩) হিউগো ষ্ট্রেয়স (এবং আরও পাঁচ ছয়টি উপনাম) বিপ্লববাদী, রাজদ্রোহ-প্রচারক, রুসিয়ান গুপ্তচর; (ভীষণ প্রকৃতি, সর্ব্বদা আগ্নেয়াস্ত্র বহন করে, এবং সামান্য কারণে তাহা ব্যবহার করে।) উচ্চতা, পাঁচ ফিট নয় ইঞ্চি, বুকের ছাতি ৩৬। চক্ষু, কালো। দাঁত (দুই পাটীই কৃত্রিম) সাদা ও সুগঠিত; তাহা সুবিধামত ব্যবহার করে। মুখ

বৃহৎ; বর্ণ ঈষৎ লোহিতাভ, নাসিকা দীর্ঘ—অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, মধ্যস্থল চাপা; গালে বসন্তের ক্ষতচিহ্ন; চুল ও গোঁফ কালো, কোঁকড়া; হাত পা স্বাভাবিক দীর্ঘ। ইংরাজী ভাষায় অনর্গল কথা বলিতে পারে। হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন। ধূমপায়ী নহে। রুষ. ফরাসী ও জর্ম্মান ভাষায় অসামান্য অধিকার। মদ্যপানে অনভ্যস্ত। আসামী রসায়ন বিদ্যায় সুনিপুণ। বারমিংহামে শিক্ষালাভ করিয়াছিল। এ দেশে কোন আত্মীয় নাই। বোমা প্রস্তুতে ওস্তাদ। একাধিক পত্নীর স্বামী বলিয়া খ্যাত। চুরি, ঘরে আগুন দেওয়া, একাধিক পত্নীর সহিত স্বামীভাবে বাস—ইত্যাদি অপরাধে কারাদণ্ড হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে নির্ব্বাসিত হইবার পর এদেশে ফিরিলে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার নির্ব্বাসন দণ্ড লাভ করে।"

ডি ডি নিঃশব্দে এই বিবরণ পাঠ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারকে বলিলেন, "এই পলের সঙ্গে সবুজ ত্রিভুজের কি সম্বন্ধ? আমি না হয় তর্কের অনুরোধ স্বীকার করিলাম—ইহা কোনও অবৈধ প্রতিষ্ঠানের সাঙ্কেতিক চিহ্ন; কিন্তু ইহার সহিত পলকে জড়াইতেছ কেন?"

ওয়াকার বলিল, "আমি কোন সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতে পারি নাই; কিন্তু লোকটা এখন লণ্ডনেই আছে, এই অবস্থায় বিজ্ঞাপনটি এদেশে প্রচারিত হইতেছে। এই কার্য্যকারণ যথেষ্ট বলিয়াই মনে হয়। হয় ত পল এখন এরূপ কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে—এই হ্যাণ্ডবিলগুলি যাহার পূর্ব্ব-সূচনা মাত্র।"

ডি ডি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হয় ত? কিন্তু অনুমান প্রমাণ নহে। একটা নির্ব্বাসিত অপরাধী মুক্তিলাভ করিয়া লণ্ডনে আসিয়াছে, অতএব এই রহস্যের সহিত সে বিজড়িত—এরূপ সন্দেহ কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুলিশ-কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য-পথ নির্ণয়ের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবার যোগ্য নহে।"

ওয়াকার ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, "মনে করুন সে পুনর্ব্বার সাত বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডভোগের জন্য প্রস্তুত আছে। আমি এ প্রমাণও পাইয়াছি যে, সে মণ্টি কার্লোতে একটি বহুমূল্য, সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত বাগানবাড়ী ক্রয় করিয়া কয়েক বৎসর সেখানে নবাবের মত বাস করিয়াছে।—সেখানে সে পরম সুখে সচ্ছন্দে বাস করিবার সুযোগ ত্যাগ করিয়া বিপদসঙ্কুল লণ্ডনে আসিয়া নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেছে—ইহা কি সম্পূর্ণ অকারণ ?"

ডি ডি বলিলেন, "তাহার যথেষ্ট কারণ থাকাই সম্ভব; কিন্তু তুমি যে কারণ অনুমান করিতেছ তাহা সত্য না হইতেও পারে। তবে তুমি যে অবৈধ সমিতির কথা বলিলে, তাহার সম্বন্ধে কতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছ তাহাই জানিতে চাই। তোমার মাথায় ও-রকম খেয়াল কেন প্রবেশ করিল ? তাহার নিশ্চিতই কোন সঙ্গত কারণ আছে।"

ওয়াকার বলিল, "ঐ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইবার সাত দিন পরে আমি বণ্ড ষ্ট্রীটে পলকে দেখিয়াছিলাম। তাহার দেহ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হইয়াছে, তাহার ফূর্ত্তিও অনেক বেশী দেখিলাম! হাঁ সে পল, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি।

"আমি যখন তাহাকে দেখিতে পাইলাম—সেই সময় 'সবুজ ত্রিভুজে'র কথাটা আমার মাথার ভিতর ঘুরিতেছিল, সেই জন্য উহাদের পরস্পরের যোগসূত্রের কথাই আমার মনে হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, আমার এই ধারণা মিথ্যা নহে। বিশেষ কোন জরুরি কার্য্য উপলক্ষেই পল বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও লণ্ডনে আসিয়াছে—ইহা আমি অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। সে কি এদেশে সাম্যবাদ প্রচার করিতে আসিয়াছে ? আমার ত তাহা মনে হয় না।"

ডি ডি বলিলেন, "তুমি বলিতে চাও সে কোন অপরাধজনক কায আরম্ভ করিবার দুরভিসন্ধিতে লণ্ডনে আসিয়াছে?"

ওয়াকার বলিল, "হাঁ; সবুজ ত্রিভুজের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আবিষ্কার করা প্রয়োজন।"

সেই সময় টেলিফোন ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল; ডি ডি টেলি-ফোনে সাড়া দিয়া বলিলেন, "হাঁ, আমি সহকারী কমিশনার পিয়ারসন।—তুমি কে? তোমার কি বলিবার আছে?"

পিয়ারসন উত্তর পাইলেন, "মিঃ পিয়ারসন, আমার কথা মন দিয়া শুনুন। আমি কোন কথা একবারের বেশী দুইবার বলিব না। আমি সবুজ ত্রিভুজ সমিতির পক্ষ হইতে কথা বলিতেছি।"

মিঃ পিয়ারসন ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারকে ইঙ্গিত করিতেই ওয়াকার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল; সে রুদ্ধদ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দ্বার খুলিতে পারিল না; তাহা বাহির হইতে বন্ধ হইয়াছিল!

যে অপরিচিত ব্যক্তি মিঃ পিয়ারসনের সহিত টেলিফোনে কথা বলিতেছিল—তাহার কণ্ঠস্বর মৃদু, অত্যন্ত মোলায়েম।

সে বলিতে লাগিল, "শুনুন মিঃ পিয়ারসন, আপনি চারি মিনিট পর্য্যন্ত আমার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিবেন না; আমি কোথা হইতে কথা বলিতেছি তাহাও জানিবার চেষ্টা করিবেন না। আপনি বোধ হয় জানিতে পারিয়াছেন আমাদের বিজ্ঞাপনের বিপুল প্রচারে সবুজ ত্রিভুজ এদেশে সর্ব্বজন-পরিচিত হইয়াছে। আমরা নিজেদের সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য এই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে যে সঙ্ঘ সংগঠিত করিয়াছি, তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হইবার নহে। সেই চেষ্টার ফল আপনি অবিলম্বেই দেখিতে পাইবেন। আমি আপনাকে জানাইয়া রাখিলাম, আজ বেলা বারটার সময় হোম-সেক্রেটারী সার রিউপার্ট ফ্যাল্-

কোনারকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। আপনি তাঁহাকে সতর্ক করিতে পারেন; কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হইবে না। আমাদের কার্য্য-প্রণালী নিখুঁত, এবং তাহার ফল অব্যর্থ।"

মিঃ পিয়ারসন রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার বলিলেন, "এই কক্ষের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ! আপনি সাহায্য-প্রার্থনায় ঘণ্টাধ্বনি করুন।"

ডি ডি ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, কিন্তু কোন সাড়া পাইলেন না! অনন্তর তিনি টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইয়া টেলিফোনের অপরেটারকে ডাকিয়া বলিলেন;"অপারেটার, আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে তোমাকে কথা বলিতেছি। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে লোকটা আমার সঙ্গে কথা বলিল, সে কোথা হইতে কথা বলিয়াছে সন্ধান লও। সুপারভাইসারের আফিসের টেলিফোনে আমার কথা চালাইবার ব্যবস্থা কর।"

মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার আদেশ পালিত হইল; তিনি সুপারভাইসারের নিকট জানিতে পারিলেন, কে তাঁহাকে কি কথা বলিয়াছিল, তাহার কোন অনুলিপি নাই! (no record of a call.)

মিঃ পিয়ারসন অসহিষ্ণু ভাবে রিসিভার নামাইয়া রাখিলেন।

ওয়াকার বলিল, "নীচের তালার সুইচ্‌বোর্ড-অপারেটারকে ডাকুন, নতুবা আমরা ঘর হইতে বাহিরে যাইতে পারিব না।"

ডি ডি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুইচ-বোর্ড-অপারেটারকে ডাকিয়া যে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার উত্তরে সে বলিল, "হাঁ মহাশয়! এক-জন ভদ্রলোক হঠাৎ এখানে আসিয়া, আমার ডেস্ক হইতে ফোনটা লইয়া আপনার সহিত দুই একটি জরুরি কথা বলিবার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল। আমি তাহাতে কোন আপত্তি করি নাই। আমার ঘরে আসিয়া আপনাকে জরুরি কথা বলিবে, তাহাতে আপত্তি

করা অনাবশ্যক বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। এ জন্ত আপনার সম্মতি গ্রহণও উচিত বলিয়া মনে করি নাই। ইহা দুই তিন মিনিট পূর্ব্বের ঘটনা। সে যখন আপনার সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বেই আমি কোন কাযে দুই এক মিনিটের জন্ত অন্য কক্ষে গিয়াছিলাম।"

মুহূর্ত্ত পরে কেরানী জোন্স আসিয়া চাবী দিয়া সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিল। সে দ্বার উদ্ঘাটিত করিলে ডি ডি দেখিলেন, তাহার মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছে!

ডি ডি বলিলেন, "এ কি ব্যাপার! কেহ কি তোমার মাথায় আঘাত করিয়াছিল?"

জোন্স বলিল, "হাঁ, প্রায় দুই মিনিট পূর্ব্বে।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আফিসের নীচের তলা হইতে যেন বোমা ফাটিবার শব্দের মত একটা শব্দ উঠিল!

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "জোন্স, তুমি কি জিওফ্রি পলের অপরাধ-সংক্রান্ত কাগজপত্রের ফাইল মহাফেজখানায় ফেরত দিয়া আসিয়াছ?"

জোন্স মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, আমি তাহা নীচের তালায় আমাদের দপ্তরখানায় রাখিয়া দিয়াছিলাম; কারণ আমার মনে হইয়াছিল, হয় ত আপনারা তাহা পুনর্ব্বার দেখিতে চাহিবেন। এই জন্ত আপনাদের কায শেষ হইলে তাহা মহাফেজখানায় ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার জোন্সকে সঙ্গে লইয়া নীচে চলিল। দপ্তর-খানায় তখন বিশৃঙ্খলার সীমা ছিল না। সেই কক্ষের কপাট, চৌকাঠের কব্জা হইতে খুলিয়া বাহিরের দিকে ঝুলিতেছিল! শার্শির কাচগুলি

সমস্তই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল। বাহিরের দিকের দালানে অগ্নি-ভীতি নিবারক 'এলার্মবেল' হইতে ঢং-ঢং শব্দ হইতেছিল; সেই শব্দ শুনিয়া অগ্নিনির্ব্বাপক শকটও হাজির হইয়াছিল। (the fire-squad made their appearance.) অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হইলে ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সহকারী কমিশনার পিয়ারসন নামিয়া আসিয়া তখন তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

ডি ডি বলিলেন, "জিওফ্রি পল তাহার কায শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। নথি-পত্রগুলি মহাফেজখানায় ফেরত না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। এখন এই ভ্রম সংশোধনের উপায় নাই।"

তাঁহারা দ্বিতলে ফিরিবার সময় টেলিফোনের সংবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে চলিলেন। সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার ডি ডিকে বলিল, "লোকটা টেলিফোনে যে কথা বলিয়াছিল তাহা কি সত্য, না বাজে হুম্‌কী মাত্র?"

ডি ডি বলিলেন, "এখন সময় কত?"

ওয়াকার পকেট হইতে একটা প্রকাণ্ড রূপার ঘড়ি বাহির করিয়া বলিল, "বারটা বাজিয়া দু' মিনিট হইয়াছে।"

তাঁহারা নিস্তব্ধভাবে আফিস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। জোন্স সেই সময় টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া ব্যগ্রভাবে ডি ডির সম্মুখে আসিয়া বলিল, "টেলিফোনে এইমাত্র একটা দুঃসংবাদ পাইলাম মহাশয়! সার রিউপার্ট ফ্র্যাল্‌কোনার বেলা ঠিক বারটার সময় মারা গিয়াছেন। জেনিংসের নিকট ইহা জানিতে পারিলাম। উঃ, কি ভীষণ শোচনীয় দুর্ঘটনা!"

জোন্স প্রস্থান করিলে ডি ডি ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল! ইহার শেষ

কোথায় জানি না। সেই নথি-পত্রগুলি সাবধানে না রাখা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে, ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার তাহার কোটের ভিতরের পকেট হইতে কতকগুলি কাগজপত্র বাহির করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল, "আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম আমরা স্কচ, আমাদের কতকগুলি পূর্ব্ব-সংস্কার আছে। সেই সংস্কারবলে আমার ধারণা হইয়াছিল জিওফ্রি পল-সংক্রান্ত যে সকল কাগজপত্র মহাফেজখানা হইতে আপনার আফিস-কামরায় আনীত হইয়াছিল তাহা সাবধানে না রাখিলে সেগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, তাহাদের চিহ্নমাত্র বর্ত্তমান থাকিবে না। এই জন্য জরুরী কাগজগুলি আমি পূর্ব্বেই সরাইয়া রাখিয়াছিলাম।"

দ্বিতীয় তরঙ্গ

বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠক

অট্টালিকাটির একটি কক্ষের প্রত্যেক দ্রব্যই কৃষ্ণবর্ণ। সেই কক্ষটির কড়ি বরগা হইতে দ্বার জানালা পর্য্যন্ত সব কালো। ভিতরের দেওয়াল-গুলি কৃষ্ণবর্ণ রেশমী বস্ত্রে আবৃত। দ্বার ও জানালার সম্মুখে প্রসারিত পর্দ্দাগুলির রঙ্ কালো। বিপ্লবী সমিতির সভ্যগণ যে দীর্ঘ টেবিলের ধারে বসিয়া মন্ত্রণা করিত, তাহা মসিকৃষ্ণ আবলুস্ কাষ্ঠে নির্ম্মিত; যে টেবিলের চতুর্দ্দিকে নয়খানি কৃষ্ণবর্ণ চেয়ার ছিল, কাজল-কালো আচ্ছাদন-বস্ত্রে সেই টেবিলখানি আবৃত। সেই কক্ষে একটিমাত্র ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। প্রকাণ্ড ল্যাম্প; তাহাই পীতবর্ণ ফানুসে আচ্ছাদিত। পীত আবরণে প্রতিফলিত যে পীতাভ আলোক সেই কক্ষটি আলোকিত করিতেছিল সেই আলোক-প্রভায় যেন কোন গভীর রহস্যের কুহেলিকা ঘনীভূত হইতেছিল, এবং তাহা নিরানন্দময় কক্ষটির গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত করিতেছিল।

টেবিলের চারি-দিকে যে নয়খানি চেয়ার ছিল, তাহাদের আট খানিতে আটজন চীনাম্যান বসিয়া ছিল; তাহারা সকলেই যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। সকলেরই মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর এবং ভাব-সংস্পর্শবিহীন; মুখ দেখিয়া কাহারও মনের ভাব বুঝিবার উপায় ছিল না। নবম চেয়ারে যে ব্যক্তি বসিয়া ছিল, সে শ্বেতাঙ্গ, ইয়ুরোপীয়। সে কৌতূহল ভরে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল। হো-মিং সম্প্রদায়ভুক্ত বিপ্লবীদের বৈঠকে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া সেই

দিন সে সর্ব্বপ্রথম সেখানে আসিয়াছিল। সে দলপতি ডাক্তার লুর বিশ্বস্ত সহযোগী এবং ভয়ঙ্কর বৃটিশ-বিদ্বেষী।

ডাক্তার লু এই সভারই সভাপতি। তাহারই আহ্বানে পূর্ব্বোক্ত আটজন চীনাম্যান সেখানে সম্মিলিত হইয়াছিল। দলপতির আদেশ তাহারা অলঙ্ঘনীয় মনে করিত। কাহারও তাহা অগ্রাহ্য করিবার শক্তি ছিল না। ডাক্তার লু-ই গৃহস্বামী। তাহার অচঞ্চল গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাহিলে মনে হইত তাহা প্রাচীন যুগের পীতাভ গজদন্ত-ক্ষোদিত কোন নরপিশাচের মূর্ত্তি।

ডাক্তার লু সমিতির সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে গম্ভীর স্বরে চীনা ভাষায় বলিতে লাগিল,—

"প্রাচ্য মহাদেশের স্বর্গীয় রাজ্যনিবাসী মাননীয় ভদ্র মহোদয়গণ, আমি আজ সায়ংকালে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে আপনাদিগকে এখানে আহ্বান করিয়াছি। মাসের পর মাস ধরিয়া বহু চিন্তার পর আমার কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা একটি নূতন যুগের প্রবেশ-দ্বারে দণ্ডায়মান। আমরা বৃটেনবাসীর হৃদয়ে কঠোর আঘাত করিতে সমর্থ হইয়াছি। আজ মধ্যাহ্নে আমারই অমোঘ দণ্ডে তাহাদের শীর্ষস্থানীয় এক ব্যক্তির পতন হইয়াছে। সবুজ ত্রিভুজ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত বিরাট রাষ্ট্রীয় কল্যাণের যূপমূলে প্রথম বলি—আমাদের মহাশত্রু হোম-সেক্রেটারী সার রিউপার্ট ফ্যাল্‌কোনার।"

ডাক্তার লু নীরব হইলে সভ্যেরা করতালিদ্বারা তাহার উক্তির সমর্থন করিল। এইভাবে পৈশাচিক গুপ্তহত্যার সমর্থন করিতে কেহই কুণ্ঠা বোধ করিল না!

ডাক্তার লু ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল,—

"মাননীয় মহোদয়গণ, আমরা আমাদের সঙ্কল্পিত কার্য্য আরম্ভ

করিয়াছি। এই ককেশিয়ানের মৃত্যু আমাদের কার্য্যারম্ভের সূচনা-মাত্র। লণ্ডনে আমাদের আরব্ধ কার্য্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের ইহা অব্যর্থ উপায় হইলেও আমাদের একটি ত্রুটি হইয়াছে, এবং তুচ্ছ হইলেও তাহা উল্লেখের অযোগ্য নহে। আমাদের এই শক্তিশালী শ্বেতাঙ্গ সহযোগীর অনুষ্ঠিত কার্য্য সমূহের যে সকল বিবরণ পুলিশের নথি-পত্রে সন্নিবিষ্ট আছে, সেই সকল নথিপত্র নষ্ট করিবার জন্য আজ আমরা যে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহা বিফল হইয়াছে। আমাদের সতর্কতার অভাবে আমরা এবিষয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছি—এরূপ মনে করিবেন না; বরং এই কথাই বলা সঙ্গত যে, ঐসকল ককেশিয় ডিটেক্‌টিভগুলার একজনের চাতুর্য্য বশতঃ আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই জন্য আমি স্থির করিয়াছি, তাহাকে মরিতেই হইবে। [Accordingly, I have decided that he must die) কিন্তু যে ভাবে অন্য ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, সে ভাবে নহে; আমাদেরই সম্প্রদায়স্থ কাহারও হস্তে তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ভদ্র মহোদয়গণ, হো-সিং সম্প্রদায়ের বিপ্লবীগণের মধ্যে আপনারাই সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী। আপনাদের পক্ষে এই কাযটি আদৌ কঠিন হইবে না।”

ডাক্তার লু পুনর্ব্বার নীরব হইল। সে নিঃশব্দে একটি সিগারেট পাকাইতে লাগিল। পাতলা কাগজে তামাকচূর্ণ ঢালিয়া সে কাগজ-খানি জড়াইতে জড়াইতে প্রত্যেক সভ্যের মুখভাব লক্ষ্য করিতে লাগিল; কিন্তু সে কাহারও মুখে নির্ব্বিকার ভাবের কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না; সকলেই নির্ব্বাক। সে তাহাদিগকে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করিলে তাহারা যেরূপ নির্ব্বিকার চিত্তে তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত, সেইরূপ অবিচল ঔদাস্যভরেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের একজন সুদক্ষ কর্ম্মচারীর হত্যার আদেশ শ্রবণ করিল—যেন কাযটি

অত্যন্ত সহজসাধ্য, অতি তুচ্ছ, এবং তাহাতে যেন বিন্দুমাত্র বিঘ্ন বিপত্তির আশঙ্কা ছিল না।

ডাক্তার লু সভ্যগণকে নীরব দেখিয়া পকেট হইতে একখানি ফটো-চিত্র বাহির করিল; সে তাহা টেবিলের উপর এভাবে হেলাইয়া বসাইল যে, সেই কক্ষের ল্যাম্পের আলোক সেই ছবিখানির সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইল। ডাক্তার লু সেই ছবিখানির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া বলিল, "মাননীয় সহকর্ম্মী মহোদয়গণ, এই ফটোতে যাহার মূর্ত্তি দেখিতেছেন, এই ব্যক্তিকে আপনারা হত্যা করিবেন। আপনাদের প্রত্যেকে উঠিয়া আসিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এই ফটোখানি লক্ষ্য করুন।"

ডাক্তার লুর আদেশে সেই আটজন চীনাম্যান সভ্যের প্রত্যেকে পর পর উঠিয়া ফটোখানি হাতে লইয়া গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল,—যেন তাহারা সেই মূর্ত্তি তাহাদের হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া লইল।

বলা বাহুল্য, উহা ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের ফটো।

সভ্যগণের প্রত্যেকে সেই ফটোখানি দেখিয়া টেবিলের উপর রাখিলে ডাক্তার লু তাহা তুলিয়া লইয়া তাহার সান্ধ্যপরিচ্ছদের একটি ভিতরের পকেটে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সে গভীর আগ্রহ ভরে বলিতে লাগিল,—"ভদ্র মহোদয়গণ, আমাদের হো-মিং সম্প্রদায়ের নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে স্থির করিব—কাহার প্রতি এই হত্যাকাণ্ডের ভার প্রদত্ত হইবে। আমার, এবং নির্দ্দিষ্ট হত্যাকারীর প্রাণরক্ষার জন্য তাহার আত্মগোপন একান্ত অপরিহার্য্য। আমার এই থলির ভিতর সাধারণ শিমের (ordinary Soya beans) আটটি বীজ আছে। এই আটটি বীজের মধ্যে সাতটি বীজের বর্ণ সাদা, একটি কালো।

প্রত্যেক বীজ চতুষ্কোণ কাপড়ের মোড়কের ভিতর সংরক্ষিত। উহাদের বর্ণ কাহারও দৃষ্টিগোচর না হয়, এই উদ্দেশ্যেই এইরূপ সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। আপনাদের প্রত্যেকেই এই থলি হইতে এক একটি বীজের মোড়ক তুলিয়া লইবেন, এবং অন্যের অজ্ঞাতসারে তাহা খুলিয়া পরীক্ষা করিবেন। যে সম্মানিত বন্ধু সৌভাগ্যক্রমে কালো বীজটি পাইবেন, তিনি সেই মোড়কের মধ্যেই তাঁহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ সংরক্ষিত দেখিতে পাইবেন। সেই উপদেশ পাঠে তিনি জানিতে পারিবেন কখন আমার সহিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে অর্থব্যয় হইবে, সেই অর্থ তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিবেন—তাহাও জানিতে পারিবেন। এই প্রণালীতে কার্য্য করিলে হত্যাকারী কে, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। (the identity of the killer will remain unknown.) অতএব ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা একে একে নিজের ইচ্ছামত বীজের এক একটি মোড়ক তুলিয়া লউন; তু-চিন্-কুই (ভাগ্যদেবী) আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হউন।"

সমাগত আটজন সভ্যের প্রত্যেকেই থলি হইতে বীজপূর্ণ এক একটি মোড়ক তুলিয়া লইল। সকলেই নিস্তব্ধ। তাহারা উপদেশ পাইয়াছিল বীজটির বর্ণ গোপনে পরীক্ষা করিবে, এবং সেই কালো বীজটি যাহার হস্তগত হইবে সে সেই সংবাদ এরূপ কৌশলে ডাক্তার লুর গোচর করিবে যে, অন্য কোন সভ্য তাহা জানিতে পারিবে না। সভ্যগণ বীজপূর্ণ মোড়কগুলি থলি হইতে তুলিয়া লইলে সভাপতি সেই খালি থলিটি পকেটে লুকাইয়া রাখিল। চীনা বিপ্লবীরা যে উদ্দেশ্যে এই বৈঠকে আহুত হইয়াছিল, এইভাবে তাহা সম্পন্ন হইল।

অতঃপর ডাক্তার লু বলিল, "আজ সায়ংকালে আমাদের যাহা

করিবার ছিল তাহা শেষ হইয়াছে। এখন আপনারা সভা ভঙ্গ করিয়া বিদায় লইতে পারেন।”

সেই কক্ষের মেঝেতে কালো রং-এর পুরু গালিচা প্রসারিত ছিল; সভ্যগণ তাহার উপর নিঃশব্দে পদবিক্ষেপ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সকলেই একে একে প্রস্থান করিলে ডাক্তার লু নবম ব্যক্তির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এই নবম ব্যক্তিই তাহার শ্বেতাঙ্গ (ককেশিয়) সহযোগী। সে তখনও সেখানে ডাক্তার লুর সহিত গুপ্ত পরামর্শের জন্য নিস্তব্ধভাবে বসিয়া ছিল।

ডাক্তার লু তাহার সেই শ্বেতাঙ্গ সহযোগীকে সম্বোধন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “প্রিয় সুহৃদ পল, এখন আমরা গোপনে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ করিব। তোমাকে নিরাপদ করিবার জন্যই বিপ্লবী সম্প্রদায়ভুক্ত কর্ম্মীরা ওয়াকারের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবে।”—কথাগুলি সে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল। সে চীনাম্যান হইলেও তাহার ভাষার কোন খুঁত বা উচ্চারণে বিদেশী-সুলভ টান ছিল না।

তাহার প্রধান সহযোগী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “আমি ঐরূপই আশা করি, কিন্তু ওয়াকার অত্যন্ত সতর্ক কর্ম্মচারী; অসাধারণ চতুর, এবং তাহাকে কায়দায় পাওয়া ভয়ঙ্কর কঠিন। আমার বিশ্বাস, কেহই তাহাকে হাতে পাইবে না।”

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার লুর মুখে হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু সেই হাসিতে আনন্দ বা স্ফূর্ত্তির কোন চিহ্ন প্রকাশিত হইল না। আমরা যাহাকে ‘কাষ্ঠহাসি’ বলি—তাহা সেই রকমের হাসি।

ডাক্তার লু মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া মৌখিক হর্ষ প্রকাশ করিয়া বলিল, “ইহা ভাগ্যের কথা! কিন্তু আমি আমার সম্প্রদায়ভুক্ত সভ্য-

গুলির সঙ্গে কি রকম চালাকি করিয়াছি তাহা তাহারা বুঝিতে পারে নাই; তাহারা একে একে থলি হইতে বীজপূর্ণ যে মোড়কগুলি তুলিয়া লইয়াছিল, সেই সকল মোড়কের মধ্যে সাতটি সাদা বীজ ও একটি কালো বীজ ছিল—ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা জানে কালো বীজটি যাহার হাতে পড়িবে—সে ভিন্ন অন্য কেহ সে কথা জানিতে পারিবে না; তাহার অস্তিত্ব অন্য সকলেরই অজ্ঞাত থাকিবে। কিন্তু আমি তাহাদিগকে যে ভাবে প্রতারিত করিয়াছি, আমার বিশ্বাস, সেই প্রতারণা সমর্থনযোগ্য। (I was justified in my deception.) আমি যে আটটি বীজ কাপড়ের মোড়কে পুরিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই আটটিই কালো বীজ; সাদা বীজ আমি একটিও রাখি নাই! আমি স্বীকার করি, এই কার্য্যে আমাদের সম্প্রদায়-নির্দ্দিষ্ট বিধি নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি; কিন্তু আমার চাতুর্য্যের ফলে এই সুবিধা হইয়াছে যে, একজনের পরিবর্ত্তে আমি আটজনকে ইন্স্পেক্টর ওয়াকারের হত্যায় নিযুক্ত করিতে পারিয়াছি; একজনের পরিবর্ত্তে আটজনের প্রত্যেকেই তাহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা বিফল হইবে না।”

পল মাথা ঝাঁকাইয়া ডাক্তার লুর এই উক্তির সমর্থন করিল; এই ব্যবস্থা তাহার মনের মত হইয়াছিল। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “কিন্তু কমিশনারটার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হইবে? পিয়ারসন ওয়াকারের সহিত একযোগে কায করিতেছে। ইন্স্পেক্টর যাহা জানে, পিয়ারসনও তাহা জানিতে পারিবে।”

ডাক্তার লু তাহাকে খুসী করিবার জন্য বলিল, “ওয়াকার এখন পর্য্যন্ত কিছুই জানিতে পারে নাই, জানিতে পারিবেও না; কারণ আগামী কল্যই সে নিহত হইবে। হো-মিং সম্প্রদায়ের সভ্যেরা এই সহজ কার্য্য সাধনে অসমর্থ হইবে না।”

*　　*　　*　　*

এবার ডি ডির আফিসের দৃশ্য।

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার পাইপের খোলে তামাক ঢালিয়া, তর্জ্জনীর সাহায্যে তাহা খোলের ভিতর চাপিয়া দিতে দিতে ডি ডিকে বলিল, "করোনারের কি রায় বাহির হইয়াছে ?"

ডি ডি বলিলেন, "স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যু।—আঃ, ও কি করিতেছ ? তোমার পাইপের ঐ নোংরা জিনিসটাতে আগুন ধরাইয়া টানিও না ; বরং একটা চুরুট টানো।"

ডি ডি ডেস্ক হইতে একবাক্স চুরুট বাহির করিয়া ওয়াকারের সম্মুখে ধরিলে ওয়াকার দুইটি চুরুট তুলিয়া লইল ; সেগুলি বাজে চুরুট নয়।

ওয়াকার বলিল, "তাহা হইলেও সবুজ ত্রিভুজ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে।"

ডি ডি নীরবে তাহার উক্তির সমর্থন করিলেন ; তাহার পর বলিলেন, "আজ সান্ধ্য সংস্করণের দৈনিক পড়িয়াছ কি ?"

ওয়াকার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, পড়ি নাই ; তাহাতে কি উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার বিবরণ আছে ?"

ডি ডি বলিলেন, "আছেই ত ! কাগজগুলা কিরূপে গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ করে তাহা আমার অজ্ঞাত ; আমার বিশ্বাস, কোন অদৃশ্য ছিদ্রপথে তাহা বাহির হইয়া যায়। সবুজ ত্রিভুজের দল যাহা চাহে—অর্থাৎ বে-পরোয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশের সুযোগ—তাহা তাহারা অবাধে পাইতেছে। তাহাদের স্পর্দ্ধার কথাও প্রচারিত হইতেছে। লণ্ডনের প্রত্যেক পুরুষ, নারী, এমন কি, বালক বালিকা পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছে—এই সবুজ ত্রিভুজের দলই আমাদের আফিসে বোমা ফাটাইয়া অনর্থ ঘটাইয়াছিল ; এবং সার রিউপার্টের হত্যাকাণ্ডও তাহাদেরই অনুষ্ঠিত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।"

ওয়াকার ডেস্কের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় আঙ্গুলের খোঁচা দিল। কেরানী কন্‌ষ্টেবল জোন্স মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ওয়াকার অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে জোন্সের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি কি খবরের কাগজের রিপোর্টারগুলার কাছে আফিস-সংক্রান্ত কোন সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলে?"

কন্‌ষ্টেবল জোন্স সবেগে মাথা নাড়িয়া ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের অভিযোগ অস্বীকার করিল।

ওয়াকার বলিল, "বেশ, তুমি এখন যাইতে পার।"—তাহার পর সে তাহার টুপিটা তুলিয়া লইল, এবং তাহার কোটের গলার বোতামগুলি আঁটিতে আঁটিতে বলিল, "আমি এখন বাহিরে চলিলাম। আবহাওয়া দেখিয়া গ্লাস্‌গোর কথা আমার মনে পড়িতেছে। বার্মিংহাম-পুলিশের যক ম্যাক্‌ডোগাল কখন আমার সঙ্গে ফ্রগেটের একটা বাড়ীতে তদন্ত করিতে গিয়াছিল, সে কথা কি পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছিলাম?"

ডি ডি বলিলেন, "হাঁ. বলিয়াছিলে বৈ কি!—একবার কেন, কয়েক বারই তাহা আমাকে বলিয়াছিলে। যাহা হউক, আমিও এখন বাড়ী চলিলাম। আজ রাত্রে একটা মুখরা যুবতীর সঙ্গে আমাকে বুঝা-পড়া করিতে হইবে; সেজন্য সময় নির্দ্দিষ্ট আছে।"

ওয়াকার ছাতি খুলিতে খুলিতে বলিল, "আপনার হাতের কায আর ফুরায় না! ইহার পর আপনি যখন কার্য্যান্তরে মনোনিবেশের সুযোগ পাইবেন তখন হেনরী ডিভটের নথি-পত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।"

ডি ডি বলিলেন, "তাহার নূতন কোন অপকর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছ না কি?

ওয়াকার বলিল, "তাহার দক্ষিণ কাণের নীচের পাতা কাটা গিয়াছে।"

ওয়াকার সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া নীচের তলায় চলিল।

রাত্রি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কুয়াসাবৃত। ওয়াকার আস্তে আস্তে শিষ দিতে দিতে যখন নদীর বাঁধের উপর দিয়া চলিতে লাগিল, তখন গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সে চলিতে চলিতে হঠাৎ থামিয়া বাঁধের প্রান্তবাহিনী টেম্‌স নদীর দিকে চাহিল। কৃষ্ণবর্ণ নদীস্রোতের কুলুধ্বনি শুনিতে শুনিতে তাহার মনে হইল কেহ লঘুপদবিক্ষেপে তাহার অনুসরণ করিতেছিল; পদধ্বনি মৃদু হইলেও তাহা সে সুস্পষ্ট শুনিতে পাইল। সে সেই মুহূর্ত্তে সতর্ক হইল। একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরী তাহার গলা লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু ওয়াকারের সতর্কতায় তাহার আততায়ীর চেষ্টা বিফল হইল। ছুরী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। পরমেশ্বর অনেক স্থলেই নরহন্তার আক্রমণ ব্যর্থ করেন; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। ওয়াকার বলবান ও চতুর পুলিশ কর্ম্মচারী। আততায়ী তাহার দৃষ্টির অগোচরে পলায়ন করিতে পারিল না। ওয়াকার চক্ষুর নিমেষে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া এক ধাক্কায় নদীর বাঁধের উপর চিত করিয়া ফেলিল এবং তাহার পেটে হাঁটু চাপাইয়া এরূপ জোরে চাপ দিল যে, নাড়িভূড়িগুলা নিস্পেষিত হইবার উপক্রম হইল।

ওয়াকারের আততায়ী যন্ত্রণায় মুখব্যাদান করিয়া খাবি খাইতে লাগিল; তাহার উভয় চক্ষু-তারকা উল্টাইয়া কপালে উঠিল।

ওয়াকার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল সে চীনাম্যান। ওয়াকার বিস্ময় দমন করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "চীনাম্যান দেখিতেছি যে!"—সে চীনাম্যানটাকে চুলের মুঠা ধরিয়াক টানিয়া তুলিল।

চীনাম্যানটা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বেকুবের মত তাহার মুখের দিকে

মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতে লাগিল। ওয়াকার অচঞ্চল স্বরে বলিল, "কি হে বাপু স্বর্গ-রাজ্যের লোক! এই নগণ্য ক্ষুদ্র মর্ত্তবাসীর প্রতি তোমার অনুগ্রহ-দৃষ্টি কেন পড়িল তাহা শুনিতে পাই না? তোমার স্বপক্ষে কি বলিবার আছে বল শুনি।"

চীনাম্যানটা কোন কথা না বলিয়া নতমস্তকে গো-বেচারার মত দাঁড়াইয়া রহিল; পলায়নের চেষ্টা করিল না, কারণ সে বুঝিয়াছিল ওয়াকারের বজ্রমুষ্টি শিথিল হইবে না।

ওয়াকার তাহাকে নীরব দেখিয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিল। অন্য কোন কর্ম্মচারীর 'হাতে পড়িলে চড়ে চড়ে তাহার গাল ফেঁশো হইয়া যাইত; কিন্তু ওয়াকার তাহাকে প্রথমে কেবল ভয় দেখাইল, কর্কশ স্বরে বলিল, "শীঘ্র আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে, নদীর জলে তোমাকে ডুবাইয়া মারিব।"

চীনাম্যানটা নিরুত্তর; তাহার মুখ হইতে একটা কথাও বাহির হইল না। সে স্তব্ধভাবে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার অবাধ্যতায় ওয়াকার ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। সে সক্রোধে বলিল, "তোমার আত্মসমর্থনের জন্য কি বলিবার আছে—তাহা বলিবে না? আমি মুখে যাহা বলিয়াছি কাযেও তাহাই করিব। আমি যে অন্যায় কায করিতেছি, পরমেশ্বর সে জন্য আমাকে যেন ক্ষমা করেন।"—সে চীনাম্যানটাকে শোলার পুতুলের মত দুই হাতে উর্দ্ধে তুলিল এবং নদীর বাঁধের উপর হইতে সবেগে নদীর গভীর জলে নিক্ষেপ করিল। চীনাম্যানটা জলে পড়িবার সময় 'ঝপাং' করিয়া শব্দ হইল; সেই শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইল না। সেই পথে তখন জনপ্রাণীরও সমাগম ছিল না; কেহই সেই শব্দ শুনিতে পাইল না এবং এই ব্যাপারে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না।

ওয়াকার আততায়ী-নিক্ষিপ্ত ছুরীখানি পকেটে ফেলিয়া তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। সে যাহা করিল সেজন্য বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিল না। সে ভাবিল, যে তাহাকে অসঙ্কোচে হত্যা করিত, তাহার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার অসঙ্গত হয় নাই। সে ধার্ম্মিক খৃষ্টান (a good Presbyterian) হইলেও ঘাতকের ছুরিকা উদ্যত দেখিয়া সেই দিকে গলা বাড়াইয়া দিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। এক গালে চড় খাইয়া আর এক গাল পাতিয়া দিতে হইলে পুলিশের চাকরী করা চলে না, এবং জীবন ধারণ করাও অনেক সময় দুষ্কর হইয়া উঠে। সংসারী খৃষ্ট-শিষ্যেরা ঐ সকল উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবার যোগ্য মনে করে; ওয়াকারও অন্য রকম মনে করিল না।

রাত্রি আটটার সময় সে বাসায় ফিরিল। সে তাড়াতাড়ি আহার শেষ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিল; তাহার পর সে বাহিরে যাইবার সময় আধুনিক প্রণালীতে নির্ম্মিত একটি অটোমেটিক পকেটে ফেলিল। ওয়াকারের নিক্ষিপ্ত গুলী কখন ব্যর্থ হইত না; এই জন্য টোটাভরা পিস্তল সঙ্গে থাকিলে সে আপনাকে সুরক্ষিত মনে করিত, এবং কাহারও তোয়াক্কা রাখিত না। ওয়াকারের মত চৌকস্ ও দূরদর্শী ইন্স্পেক্টর পুলিশ বিভাগে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

* * * * *

সুবিখ্যাত হো-লি মানুষের সুখ ও পরমায়ু বর্দ্ধিত করিতে পারিত, এ কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যাইত। এই দুইটি সামগ্রী সকল লোকেরই প্রার্থনীয়; এজন্য হো-লির ব্যবসায় মন্দ চলিতেছিল না; সে আসন-পিঁড়ি হইয়া গদীর উপর বসিয়া ছিল। তাহার সম্মুখে একটি বালিশ ছিল, তাহারই উপর তাহার উভয় কনুই আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। সে যে কক্ষে বসিয়া ছিল তাহা বহুমূল্য ও সুদৃশ্য আস-

বাব-পত্রে সুসজ্জিত। সে চারি দিকে চাহিয়া তাহার গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিং-পো হইতে আনীত কাঠের আসবাবগুলির শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। প্রসারিত গালিচাখানি প্রাচ্য ভূখণ্ডে প্রস্তুত। পর্দাগুলিতে কালো রেশম ও সোনালী জরী দিয়া যে সকল চিত্র গ্রথিত হইয়াছিল তাহা মধ্যযুগের কন্‌ফ্যুসির পারিবারিক জীবনের চিত্র। ধূপাধারে ধূপ জ্বলিয়া সেই কক্ষ মৃদু সৌরভে পূর্ণ করিতেছিল।

হো-লি নিস্তব্ধভাবে সেই ধূপাধারের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া ছিল; পার্শ্ববর্ত্তী একটি কক্ষে চীন দেশীয় ঐকতানিক বাদ্য ধ্বনিত হইতেছিল। একতারার ও ঢক্কার মিশ্রধ্বনি শ্রুতিমধুর না হইলেও তাহা সমান উৎসাহে বাজিতে লাগিল। কিছুকাল পরে একটি গায়িকা সেই বাদ্যের তালে তালে গান গাহিতে লাগিল; হো-লির মস্তকও সেই সঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

রমণী চীন দেশীয় কবি সিন-হুই-রচিত একটি বিরহ-সঙ্গীত গাহিতেছিল; তাহা শুনিয়া হো-লি মনে মনে বলিল, "আহা বেচারা পতি-বিরহে খেদের গান গাহিতেছে। উহার মনের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য উহার স্বামীর কোন ব্যবস্থা করিয়া যাওয়া উচিত ছিল। আমার তিনটি স্ত্রী, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহাদের কাহাকেও বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না। আমার প্রেমে তাহারা সকলেই সুখী।"—সে করতালি দিতেই তাহার কনিষ্ঠা পত্নী অন্য কক্ষ হইতে তাহার সম্মুখে আসিল। হো-লি তাহাকে বলিল, "আ-উই, আমার হুঁকাটি (water pipe) দিয়া যাও।" আ-উই তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ পালন করিল।

সেই সময় ওয়াকার কর্দ্দমাক্ত পরিচ্ছদে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া আ-উই লজ্জিত ভাবে অন্য কক্ষে পলায়ন করিল।

হো-লি পেটে হাত বুলাইয়া ওয়াকারের অভ্যর্থনা করিল। ওয়াকার তাহাকে কোন কথা না বলিয়া আততায়ীর হস্তচ্যুত ছোরাখানি তাহার সম্মুখে রাখিল।

হো-লি ছোরাখানি দেখিয়া বলিল, "ইহা তুমি কোথায় পাইলে? বাবা!"

ওয়াকার গম্ভীর স্বরে বলিল, "আজ রাত্রে উহা নদীর বাঁধের উপর পাইয়াছি। এই ছোরার সাহায্যে আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। যে ব্যক্তি এই ছোরা ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে তুমি কি জান? আমি তোমার নিকট তাহার পরিচয় জানিতে আসিয়াছি।"

বিজ্ঞ দার্শনিক হো-লি কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিল, তাহার পর মুখ হইতে হুঁকা নামাইয়া বলিল, "শোন বৎস, তোমার উদরটি ক্ষুদ্র হইলেও তাহা জ্ঞানে পরিপূর্ণ; বিশেষতঃ গুরুজনকে তুমি যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাক, এজন্য আমি তোমাকে সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কেমন, একথা তুমি বিশ্বাস কর ত?"

ওয়াকার কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই হো-লি হাততালি দিল। তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া একটি ভৃত্য এক পেয়ালা চা ও কয়েকখানি পিষ্টক আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিল। চায়ের সহিত পিষ্টকগুলি ভোজনে তৃপ্তিলাভ করিয়া সে ওয়াকারকে বলিল, "এখন বল ত বাবা, যে লোকটা তোমাকে আক্রমণ করিয়াছিল সে কি লম্বা?"

ওয়াকার বলিল, "হাঁ, লোকটা খুব লম্বা, ওরকম লম্বা লোক চীনাম্যানদের মধ্যে আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমরা যে সকল চীনাম্যান সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহারা সাধারণতঃ মোটা ও বেঁটে।"

হো-লি মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাহা হইলে সেই লোকটা

মঙ্গোলিয়ান। শারীরিক বলের তুলনায় মঙ্গোলিয়ানরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজাতি সমূহের অন্যতম। ক্যাণ্টনের এবং দক্ষিণ চীনের সকল চীনাম্যানের প্রকৃতি তোমার সুবিদিত; সুতরাং বুঝিতে পারিয়াছ—তোমার আততায়ী মঙ্গোলিয়ান ভিন্ন অন্য কেহ নহে। সে হো-সিং দলের বিপ্লববাদী। ভবিষ্যতে তুমি জীবনরক্ষার জন্য সতর্ক থাকিবে—ইহাই আমার উপদেশ। এই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। আমার ইচ্ছা, আমি আমাদের হুপ-সিং দলের অস্ত্রধারীদের সাহায্য গ্রহণ করি। আমাদের হুপ-সিংদলের অস্ত্রধারীদের শক্তি সামর্থ্যে আমরা নির্ভর করিতে পারি।"

ওয়াকার বলিল, "না, হো-লি! আমি তোমার এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারিলাম না। আমরা ঐরূপ সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছুক। আমরা নানা ভাবে বিপন্ন; তাহার উপর আর কোন নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে আমার ইচ্ছা নাই।"

ওয়াকার হো-লির মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, এজন্য সে টেবিলের পশ্চাতে লুক্কায়িত আ-উইকে দেখিতে পাইল না; এমন কি, তাহার মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শুনিতে পাইল না।

ওয়াকার বলিল, "দেখ হো-লি, আমার বিশ্বাস, এই নগরের কোন চীনাম্যান আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেবল আমাকেই নহে, সে আমার উপরওয়ালাকেও হত্যা করিবার জন্য উৎসুক।"

হো-লি অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল, "আমারও সেইরূপ ধারণা। আমরা চীনাম্যান, অনেক কথাই আমরা শুনিতে পাই; এই অঞ্চলে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাও তোমাকে বলিতে পারি।"

টেবিলের পশ্চাতে আ-উই লুকাইয়া ছিল, সে ধীরে ধীরে একখান

তীক্ষ্ণধার ছোরা কোষমুক্ত করিল। ছোরাখানি সে বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই জন্য কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। ছোরাখানি হাতে লইয়া সে ওয়াকারের ছয় ফিট তিন ইঞ্চি দীর্ঘ দেহের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, "সুবিখ্যাত হো-লি যেমন মোটা সেই রকম নিট্‌পিটে ; সে যে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইবে, সে শক্তিও উহার নাই। এ অবস্থায় যদি আমি উহাকে এবং এই সাদা বিদেশী ভূতটাকে হত্যা করি—তাহা হইলে কি আমি ধরা পড়িব ?"

কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার সুযোগ নষ্ট হইল ; কারণ ওয়াকার তাহার দিকে পিছন ফিরাইয়া বসিয়া থাকিলেও হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর সে হো-লির প্রদত্ত একখানি ক্ষুদ্র পত্র লইয়া পকেটে ফেলিল এবং নিঃশব্দে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল ; কিন্তু সে আ-উইকে দেখিতে পাইল না।

ওয়াকার প্রস্থান করিলে হো-লি চিন্তাকুল চিত্তে ধূমপান করিতে লাগিল। আ-উই ধরা পড়িবার ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে হো-লির অদৃশ্যভাবে পলায়নের সুযোগ পাইল না।

হো-লি গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "আ-উই !"

আ-উই সভয়ে তাহার সম্মুখে আসিলে সে বলিল, "আ-উই, তোমার কাছে ছোরা আছে ?"

আ-উই সঙ্কল্প স্থির করিয়া বলিল, "হাঁ আছে ; এই সেই ছোরা। আমি হো-মিং সম্প্রদায়ের আদেশে এই ছোরা দ্বারা আপনাদিগকে হত্যা করিতে আসিয়াছিলাম।"—সে ছোরাখানি হো-লির সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।"

সেই সময় হো-লি তাহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান হো-টিংকে আহ্বান করিবামাত্র হো-টিং ছুরিকা হস্তে তাহার বিমাতার পশ্চাতে

উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া হো-লি বলিল, "হো-টিং, তোমার বিমাতা আমাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, বিপ্লবীরা আমার শত্রুপক্ষ; তাহারা তাহাদের দুরভিসন্ধি সফল করিবার জন্য আমাকে হত্যা করিতে উৎসুক। তাহারা গোপনে আমার স্ত্রীকে বশীভূত করিয়া তাহাকে স্বামীহত্যার পরামর্শ দিয়াছে! আমার গৃহেও বিপ্লবীদের ষড়যন্ত্র চলিতেছে! হো-টিং, আমার আদেশে তুমি উহাকে হত্যা কর। আমার স্ত্রী হইয়া যে নারী অন্যের কুপরামর্শে স্বামীর বুকে ছুরি মারিতে পারে, মৃত্যুই তাহার প্রার্থনীয়।"

পুত্র তৎক্ষণাৎ পিতার এই আদেশ পালন করিল। সে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা পাইয়াছিল, পিতার আদেশ অবশ্যপালনীয়; সেই আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত, পুত্রের তাহা বিচার করিবার অধিকার নাই। আ-উইর মৃতদেহ তাহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

হো-লি তাহার বিশ্বাসঘাতিনী পত্নীর মৃতদেহের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুত্রকে বলিল, "হো-টিং, এই বিশ্বাসঘাতিনীর মৃতদেহ অবিলম্বে সমাহিত করিবার ব্যবস্থা কর।"

হো-টিং ছোরাখানি তাহার বিমাতার বক্ষঃস্থল হইতে অপসারিত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ পিতা, আপনার আদেশানুযায়ী সকল কায শেষ করিব। আমি আপনার আজ্ঞাবহ পুত্র। আমার এই বিমাতা আপনাকে ঘৃণা করিত; সে আপনার শত্রু ছিল। তাহার অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে। আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া ধন্য হইলাম। আমার কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। এখন বলুন, আমার মা কি আমার এই কঠোর কর্ত্তব্য পালনের কথা জানিতে পারিবেন?"

হো-লি বলিল, "সে কথা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার আদেশ পালন করিয়াছ, এজন্য তোমাকে কাহারও নিকট

জবাবদিহি করিতে হইবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এ সকল কথার আলোচনা করা যাইবে, এখন যাও।"

হো-টিং তাহার বিমাতার মৃতদেহ কাঁধে তুলিয়া লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে হো-লি সম্মুখস্থিত ধর্ম্মশাস্ত্র খুলিয়া তাহা পাঠে মনোনিবেশ করিল।

অভিজ্ঞ ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকার একজন বিজ্ঞ ও শাস্ত্রবিদ্ চীনাম্যানের পারিবারিক জীবনের এই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; এ সম্বন্ধে আমাদের মত অনভিজ্ঞ বিদেশীর কোন মন্তব্য প্রকাশ অনধিকার-চর্চ্চা।

তৃতীয় তরঙ্গ

ত্রিভুজের ভুজবল

ওয়াকার সতর্ক:লোক; সেই রাত্রে সে শয়ন করিবার সময় পিস্তলটি হাতের কাছে রাখিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সে প্রাতর্ভোজনের সময় হো-লিপ্রদত্ত ক্ষুদ্র পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিল। পত্রখানি বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষায় লিখিত, হস্তাক্ষরও পরিচ্ছন্ন; ওয়াকার পত্রখানি দুইবার মনে মনে পাঠ করিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করিল, তাহার পর দেশলাই জ্বালিয়া তাহার চিহ্ন বিলুপ্ত করিল এবং একটা চুরুট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। সে অন্যান্য দিন যে সময় আফিসে যাইত, সেদিন সেই সময়ের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিল! সে তাহার আফিসে পৌঁছিবার চারি মিনিট পরে একজন চীনাম্যান একটি পার্শেল সহ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ওয়াকারের সহিত সাক্ষাতের জন্য বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ওয়াকারের আফিসে আসিবার পূর্ব্বেই ডি ডি আফিসে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ডেস্কের উপর তখন একগাদা ফরম, নথি-পত্র, অপরাধীদিগকে সনাক্ত করিবার জন্য ব্যবহৃত সাদা ফরম প্রভৃতি সজ্জিত ছিল। ডি ডি ওয়াকারকে তাঁহার সম্মুখে আসিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমি তোমার সংগৃহীত পরিচয়-পত্রখানি পড়িতেছিলাম।"

ওয়াকার বলিল, "আপনার পাঠ শেষ হইলে আমি স্বয়ং উহা মহাফেজখানায় লইয়া যাইব।"

ওয়াকার মহাফেজখানা হইতে ফিরিতেছিল ; সেই সময় আফিসের কেরানী কনষ্টেবল জোন্সের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। জোন্স বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর, একজন চীনাম্যান আপনার সঙ্গে দেখা করিবার আশায় নীচে দাঁড়াইয়া আছে। আপনাকে তাহার কি কথা বলিবার আছে—তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; কিন্তু সে কোনও কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে সম্মত হইল না।"

জোন্সের কথা শুনিয়া ওয়াকার তৎক্ষণাৎ নীচে নামিয়া গেল, কিন্তু সে পূর্ব্বোক্ত চীনাম্যানকে দেখিতে পাইল না।

ওয়াকার সার্জেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলে সার্জেণ্ট বলিল, "হাঁ ইন্‌স্পেক্টর, কয়েক মিনিট পূর্ব্বে একজন চীনাম্যানকে এখানে দেখিয়াছিলাম বটে, সে জোন্সের সঙ্গে কথা কহিতেছিল। সে বলিল, সে আর অধিক কাল এখানে অপেক্ষা করিতে পারিবে না ; এইজন্য আমার কাছে একটি পার্শেল রাখিয়া তাহা আপনার হাতে দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছিল !"

সার্জেণ্ট তাহার ডেস্ক খুলিয়া ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও বস্ত্রাবৃত একটি বাঁশের চোঙা বাহির করিল, এবং তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের হাতে দিল।

ওয়াকার সেই চোঙাটি সতর্ক ভাবে হাতে লইল। সে এইভাবে প্রেরিত বিপদজনক পার্শেল পূর্ব্বেও পাইয়াছিল ; এইজন্য তাহার সন্দেহের যথেষ্ট কারণ ছিল। সে সেই চোঙাটি হাতে লইয়া নিজের আফিসে প্রবেশ করিল এবং তাহা ডেস্কের উপর রাখিয়া, ডেস্কস্থিত ফোনের সাহায্যে ডি ডিকে আহ্বান করিল। সহকারী কমিশনর পিয়ারসন তৎক্ষণাৎ তাহার আফিস-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

ওয়াকার বলিল, "দরজাটা বন্ধ করিয়া আসুন।"

ডি ডি দ্বার রুদ্ধ করিয়া ওয়াকারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন; তখন ওয়াকার তাহার ডেস্কের দেরাজ হইতে একটি দীর্ঘ বাতি বাহির করিয়া তাহা জ্বালিয়া লইল।

ডি ডি বাঁশের চোঙাটি দেখিয়া কৌতূহল ভরে বলিলেন, "ওটি কি জিনিস? আর তুমি বাতিই বা জ্বালিলে কেন?"

ওয়াকার বলিল, "আপনার কিরূপ অনুমান?"

ডি ডি বলিলেন, "ও রকম জিনিস আমি পূর্ব্বেও দেখিয়াছি; উহার ভিতর কি কোন গোপনীয় চিঠি পত্র আছে?"

সহকারী কমিশনার ডি ডি মালয় দ্বীপে কিছু দিন পুলিশ-কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন; এজন্য প্রাচ্যদেশ-প্রচলিত আচার ব্যবহারাদি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল।

ওয়াকার বলিল, "এই চোঙার ভিতর চিঠি-পত্র থাকিতেও পারে, কিন্তু ইহা সবুজ ত্রিভুজ সম্প্রদায়ের প্রেরিত কোন উপহার কি না—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই। আমার মত কর্ম্মচারীকে হারাইলে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কোনও ক্ষতি হইবে না, এ কথাই বা কিরূপে বলি? সুতরাং একটু সতর্ক থাকাই কর্ত্তব্য।"

বাঁশের চোঙাটির মুখ গালা গলাইয়া আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল; ওয়াকার বাতির জলন্ত পলিতাটি সেই গালার উপর ধরিয়া গালাটুকু গলাইতে আরম্ভ করিল। তাহা দেখিয়া ডি ডি বলিলেন, "উহার ভিতর কি কোনও সাংঘাতিক জিনিস আছে বলিয়া তোমার আশঙ্কা হইয়াছে?—সে কিরূপ জিনিস মনে করিতেছ?"

ওয়াকার বলিল, "যে-কোন রকম ভয়ঙ্কর জিনিস থাকিতে পারে; কি আছে না দেখিয়া কি করিয়া বলি? এখনই তাহা জানিতে পারিব।"

মুহূর্ত্ত পরে বাতির অগ্নিশিখার উত্তাপে চোঙার মুখের গালাটুকু

গলিয়া ঝরিয়া পড়িতেই চোঙার মুখ আল্‌গা হইল; সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল, এবং ক্ষুদ্র জোঁকের মত একটি সবুজ বর্ণ সরীসৃপ মেঝের উপর পড়িয়া ক্ষুদ্র লাঙ্গুলটি আস্ফালন করিতে লাগিল। (lashing its minute tail.)

ওয়াকার সেই সরীসৃপটির দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! এ যে সাপ!"—সে জুতার গোড়ালির আঘাতে সাপটাকে মারিয়া ফেলিয়া, তাহার লেজ ধরিয়া উচু করিয়া তুলিল; তাহার পর ডি ডিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "চার ইঞ্চি লম্বা সাপ! আমি মনে করিয়াছিলাম—চোঙার ভিতর না জানি কি ভয়ঙ্কর জিনিসই আছে! কিন্তু উহার ভিতর হইতে ছোট কেঁচোর মত একটা সাপ বাহির হইল! এটাকে ভয় করিবার তেমন কোন কারণ ছিল কি? দেখিয়া ত খুব ভয়ঙ্কর মনে হয় না।"

ডি ডি সেই সাপটার দিকে চাহিয়া আতঙ্কবিহ্বল স্বরে বলিলেন, "উলার পুলচোক! আমি মালয় দেশে এই জাতীয় সাপ দেখিয়াছি। উহারা জলে বাস করে। এই ক্ষুদ্র সবুজ সাপগুলি মালয়দেশে 'উলার পুলচোক' নামে প্রসিদ্ধ। ওয়াকার, সৌভাগ্যক্রমে তুমি অল্পের জন্য বাঁচিয়া গিয়াছ! (you have had a narrow escape!) যদি তুমি ঐ চোঙার মুখের গালা ওভাবে না গলাইয়া আঙ্গুলের খোঁচা দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, তাহা হইলে চোঙার মুখ আল্‌গা হইবামাত্র সাপটা তোমার আঙ্গুলে ছোঁ মারিত, এবং সেই মুহূর্ত্তেই তোমার মৃত্যু হইত। তোমার মৃতদেহ এতক্ষণ আমার সম্মুখে পড়িয়া থাকিতে দেখিতাম! অতটুকু সাপ, কিন্তু উহার বিষ র‍্যাটল্‌ সাপের বিষ অপেক্ষা অনেক অধিক তীব্র। এ সাংঘাতিক সাপ! উহার দংশনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অপরিহার্য্য!"

ওয়াকার বিস্মিত ভাবে বলিল, "সবুজ ত্রিভুজ সম্প্রদায়ের প্রচার-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে দেখিতেছি !"

তৎক্ষণাৎ রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত হইল ; ডি ডি দ্বার খুলিতেই তাঁহার কেরানী-কন্‌ষ্টেবলকে দ্বারপ্রান্তে দেখিতে পাইলেন।

কেরানী জোন্স বলিল, "মেজর নীচে আপনার প্রতীক্ষা করিতে-ছেন। আপনি এখানে আছেন মনে করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিলাম।"

জোন্স সাপটাকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিল, কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না।

কেরানী জোন্সের কথা শুনিয়া সহকারী কমিশনর পিয়ারসন ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারকে সঙ্গে লইয়া চীফ্‌ কমিশনার মেজর ওয়াটারসনের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

মেজর ওয়াটারসন বুঢ়োরস্ক, (with the shoulders of an ox) বিশালদেহ পুরুষ; সুগোল মুখখানিও সেইরূপ বৃহৎ। তিনি তখন একটি সুদীর্ঘ কালো চুরুটের ধূমপান করিতেছিলেন ; পিয়ারসন ও ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার ব্যগ্রভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

মেজর দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিয়া তাঁহার সহ-কারীকে বলিলেন, "শেষ সংবাদ শুনিয়াছ পিয়ারসন ? বোধ হয় তাহা শুনিতে পাও নাই। কিরূপেই-বা শুনিবে ? সংবাদটি এখনও প্রচারিত হয় নাই।—আজ বেলা দশটার সময় সার আর্ণল্ড ফেয়ারফক্স বিচারালয়ে যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে !"

এই সংবাদ শুনিয়া ডি ডি বিস্ময়ভরে অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সার আর্ণল্ড ফেয়ারফক্স সরকারের কৌন্সিলী ছিলেন ; তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ ব্যবহারাজীব ওদেশে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন কি না

সন্দেহের বিষয়। তিনি অসাধারণ কূটনীতিজ্ঞ, তার্কিক ও সুবক্তা ছিলেন। তিনি বিলাসী ছিলেন না ;তাঁহার কোন রকম আড়ম্বরও ছিল না। তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ, সুপণ্ডিত এবং চিন্তাশীল স্বদেশহিতৈষী ব্যবহারাজীবের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার স্বদেশের ক্ষতি অল্প হয় নাই; এই দুর্ঘটনা সমগ্র জাতীর পক্ষে নিদারুণ মনস্তাপ ও ক্ষোভের বিষয়।

ডি ডি ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ইহাও বোধ হয় সবুজ ত্রিভুজ নামক বিপ্লবীদলের অনুষ্ঠান ?"

ওয়াটারসন বলিলেন, "হাঁ, পিয়ারসন! উহারা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে; আর উহাদিগকে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। উহাদের এই সকল কুক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ করিতে হইবে। জনসাধারণ এখন পর্য্যন্ত এই অত্যাচারের সংবাদ জানিতে পারে নাই; কিন্তু দীর্ঘকাল এই দুঃসংবাদ গোপন থাকিবে না। উহা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে নগরে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইবে; তাহার ফল অনিষ্টকর হইবে, দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইবে। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সমাজের দুইজন প্রধান লোক এইভাবে নিহত হইলেন, ইহা কি উপেক্ষা করিবার বিষয় ? যদি অবিলম্বে এইরূপ গুপ্তহত্যার পথ রুদ্ধ না হয় তাহা হইলে লণ্ডনে ভীষণ অরাজকতা আরম্ভ হইবে। (there is going to be a Reign of Terror here in London.) যে কোনও লোকের প্রাণ যাইতে পারে। আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতেছি, এই মুহূর্ত্তে আমিও মরিতে পারি। এই নর-পিশাচগুলা অসাধারণ চতুর! গুপ্তহত্যার জন্য তাহারা অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতেছে! তাহারা নানা কৌশলে কত লোককে হত্যা করিবে—কে বলিতে পারে ? উহাদের নরহত্যার প্রণালী দেখিয়া আমাদের

দেশের ডাক্তার ও রসায়ন-বিদ্যাবিদ্গণকে পর্য্যন্ত ধাঁধায় পড়িতে হইয়াছে। তাঁহারা কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেছেন না। এখনও সকল লোক তাহাদের বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই; কাহারও জীবন আর যে নিরাপদ নহে, ইহা তাহারা এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। আমাদের দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তির জীবন কি ভাবে নষ্ট হইতেছে—তাহা শুনিয়া তাহারা আতঙ্কাভিভূত ও বিস্মিত হইবে মাত্র; কিন্তু এইরূপ গুপ্তহত্যার ফল কিরূপ বিষময় তাহা আমরাই বুঝিতে পারিতেছি। সাধারণের মৌখিক সহানুভূতিতে নির্ভর না করিয়া এই অপরাধের স্রোত আমাদিগকেই দৃঢ়হস্তে অবরুদ্ধ করিতে হইবে। যদি আরও পাঁচ সাত জন লোককে, দেশের যাঁহারা গৌরব, সমাজের যাঁহারা অলঙ্কার, যাঁহাদের পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায়, স্বদেশ-প্রেমে আজ সমগ্র সভ্য জগৎ মুগ্ধ, তাঁহাদিগকে যদি বিপ্লবীদের পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে এই ভাবে নিহত হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইবে—তাহা পরমেশ্বরই জানেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ইহার প্রতিকার করিতে চাই। রাজশক্তির প্রতি মুষ্টিমেয় বিভীষিকাবাদী বিদেশী প্রজার এই অবজ্ঞা, এইরূপ স্পর্দ্ধা অসহ্য।”

চীফ কমিশনরের কণ্ঠস্বরে আগ্রহ ও উৎসাহ পরিস্ফুট; কাপুরুষ গুপ্ত ঘাতকগণের নিষ্ঠুরতায় তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন। মিঃ পিয়ারসন তাঁহার কথা শুনিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না; তাঁহার যেন কণ্ঠরোধ হইয়াছিল। ইন্স্পেক্টর ওয়াকার টেবিলের ধারে বসিয়া পদদ্বয় আন্দোলিত করিতে লাগিল। সে স্বয়ং ভুক্তভোগী; মেজর ওয়াটারসনের উক্তি যে সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ, এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

ওয়াটারসন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "আমি এই ব্যাপারের তদন্ত-ভার তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। এখন অন্য সকল কায বন্ধ করিয়া দাও। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে তোমার বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবে। যদি আরও অধিক লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে চাও—তাহা হইলে আমাকে সে কথা জানাইবে। যেরূপে পার এই রহস্য ভেদ করিবে। আমি ইহার ফল দেখিতে চাই। তুমি যে প্রণালীতে কায চালাইতে চাও—তাহাই করিতে পার। যাহা কর্ত্তব্য মনে করিবে তাহাই করিবে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু যে নরপশু এই সকল অপকর্ম্মের মূল, তাহাকে পাকড়াইতে চাও। হাঁ, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, এবং সে ধরা পড়িবার সকল সূত্র গোপন করিয়া কি কৌশলে এই ভাবে গুপ্তহত্যা করিতেছে—তাহাও তোমাকে আবিষ্কার করিতে হইবে।"

পিয়ারসন বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, আপনার আদেশ পালিত হইবে। ইন্স্পেক্টর ওয়াকার আপনার সম্মুখেই উপস্থিত; উনি ইতিমধ্যেই তদন্ত আরম্ভ করিয়াছেন। আপনি যে সূত্রের কথা বলিলেন, আমি তাহাকে সূত্র বলিতে প্রস্তুত নহি; কারণ সূত্র অপেক্ষা তাহা অনেক অধিক সুদৃঢ়।" (because it's stronger than a clue.)

চীফ কমিশনর এবার ইন্স্পেক্টর ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওয়াকার, যদি তোমার চেষ্টায় এই বদ্মায়েসের দল বিধ্বস্ত হয় তাহা হইলে এক সপ্তাহ মধ্যে তোমাকে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট করিয়া দিব।" (I'll have you a 'super' in a week.)

ওয়াকার টেবিল হইতে ঝুপ্ করিয়া নীচে নামিয়া পড়িল। চীফ্ কমিশনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। ওয়াকার মাথা তুলিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, "কর্ত্তব্য পালনে আমার ত্রুটি হইবে

না; আমি পূর্ব্বেই বিপ্লবীদলকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছি।”

*　　　*　　　*

সেই রাত্রে তাঁহারা মেন্‌চেলির হোটেলে নৈশ ভোজন শেষ করিলেন। এই হোটেলে সকলের অবাধগতি ছিল না। ওয়াকার পূর্ব্বে কখন সেই হোটেলে আহার করে নাই। তাহার আহারের আড়ম্বর ছিল না; দুই একটা আলু-পোড়া, ডিম্বসিদ্ধ ও একটু চাটনী হইলেই তাহার পেট ভরিত। সে সেখানে ভোজ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য ও বিলাসিতার বাহুল্য দেখিয়া বিস্মিত ভাবে চারি দিকে চাহিতে লাগিল। টেবিলের শুভ্র আচ্ছাদন-বস্ত্র ও রূপার বাসনের ঝক্‌ঝকানি তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া দিল। সেই ভোজের মজলিসে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই বিখ্যাত ব্যক্তি; সকলেই সুবিদ্বান, সুশিক্ষিত।—ওয়াকার সেখানে খাদ্যদ্রব্যের নূতনত্ব ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া ‘বাঁশ-বনে ডোম কানা’র অবস্থা প্রাপ্ত হইল। কোন্‌টা কি খাবার, কিরূপে তাহা খাইতে হয়, চাম্‌চে ব্যবহার করিতে হয় কি না ইত্যাদি জানিবার জন্য আগ্রহ হওয়ায় সে পিয়ারসনের উপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। অবশেষে সে বিব্রত ভাবে বলিল, “ভারী ফ্যাসাদে পড়িলাম যে! এক গাদা ছুরী কাঁটা রাখিয়া গিয়াছে, ইহাদের কোন্‌টি কখন ব্যবহার করিতে হইবে তাহা কিরূপে বুঝিব? আমার ত এ সকল ব্যবহারের অভ্যাস নাই।”

কবুল জবাব।

ডি ডি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আহারে বৈচিত্র্য থাকা ভাল। যা তা খাইলেই ত পেট ভরে, তবে আর উৎকৃষ্ট আহারের জন্য লোকে এত অর্থ ব্যয় করে কেন? প্রতিদিন ত এ রকম রাজভোগ জোটে

না, তোমার দোষ কি? তুমি দেখ—আমি কোন্ জিনিস কি ভাবে খাই; তাহা হইলে এ রকম মজলিসে আহারের প্রণালী শিখিয়া লইতে পারিবে; নতুবা অন্যান্য ভোক্তা তোমাকে বর্ব্বর ভাবিয়া মনে মনে হাসিবে।"

ডি ডি আহার করিতে করিতে একজন ভোক্তার প্রশস্ত পিঠ দেখিতে পাইলেন; একটি বিপুল-দেহ পুরুষ অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া আহার করিতেছিল। ডি ডির মনে হইল সেই লোকটিকে তিনি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছিলেন। তিনি ওয়াকারের বাহুমূল স্পর্শ করিয়া লোকটিকে দেখাইয়া দিলেন।

ওয়াকার বলিল, "উহার সম্মুখের দেওয়ালে যে আয়না ঝুলিতেছে তাহাতে উহার মুখ দেখিতে পাইয়াছি।"

ডি ডি আহার করিতে করিতে হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া একটু চমকাইয়া উঠিলেন; কারণ সেই লোকটির দক্ষিণ কানের নীচের পাতা কাটা দেখিলেন। ওয়াকার তাহা দেখিয়া উৎসাহিত হইল, এবং আনন্দ প্রকাশ করিল।

ওয়াকার ডি ডিকে বলিল, "বেয়াদপি মাফ করিবেন।"—সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সেই লোকটির টেবিলের নিকট উপস্থিত হইল; তাহার পর হাসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমার পুরাতন বন্ধু হ্যারী ডিভট্ যে!"—ওয়াকার তাহার পাশে বসিয়া পড়িল।

লোকটি আহার করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া সবিস্ময়ে ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর অপ্রসন্ন ভাবে বলিল, "মহাশয়ের ভুল হইয়াছে; আমাকে আপনি অন্য লোক মনে করিয়াছেন!"

ওয়াকার বলিল, "না, মানুষ চিনিতে আমার ভুল হয় না। গতবার যখন তোমাকে দেখিয়াছিলাম তখন তুমি পেন্টনভিলে ছিলে।

তুমি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আশ্চর্য্য বটে! আমি ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার।"

লোকটা বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "ওঃ, আপনি ওয়াকার? হাঁ, তাহা হইলে আপনাকে চিনিয়াছি। কাহার সাধ্য আপনাকে ভুলিতে পারে? আপনি কি আমাকে নিশ্চিন্ত মনে বাস করিতে দিবেন না? সে রকম সুযোগ দেওয়াতে কি কোন দোষ আছে? আমি বহুদিন হইতে সাধুভাবে জীবন যাপন করিতেছি। আমার আশা ছিল আর আমাকে পুলিশের সুনজরে পড়িতে হইবে না, পুলিশের কবলে পড়িয়া আর কখন নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে না; কিন্তু দেখিতেছি 'কম্‌লি ছোড়্‌তা নেহি'!"

ওয়াকার কিঞ্চিৎ নরম হইয়া বলিল, "আমাদের স্বভাবই যে ঐ রকম! পুরাতন প্রেম ভুলিতে পারি না। এখন তুমি করিতেছ কি? তোমার জীবনস্মৃতি লিখিতেছ, না মুরগীর চাষ করিতেছ?"

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও সকলের কিছুই করিতেছি না। আমি কিছু টাকা পাইয়াছি; তাহাতেই আমার দিনগুলি কোনও রকমে চলিয়া যাইতেছে। টাকা যে খুব বেশী পাইয়াছি তা নয়; তবে মোটা খাওয়া-পরার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বটে।" (sufficient for my modest needs.)

ওয়াকার বলিল, "টাকাগুলা বুঝি তোমার সেই কাকা—যিনি অষ্ট্রেলিয়ায় ছিলেন, তিনিই তোমার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন? যাহা হউক, অনেক দিন পরে দেখা, কিন্তু এখন ত সময় নাই; এক দিন তোমার বাসায় গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব। তোমার ঠিকানাটা এখন দিতে না পার ত অবসর মত আমাকে লিখিয়া পঠাইও।"

অতঃপর ওয়াকার ডি ডির নিকট ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "ডিভট্ই ত ?"

ওয়াকার বলিল, "আমার কি ভুল হইবার যো আছে ? ঠিক সেই মূর্ত্তি। উহাকে এখানে দেখিয়া সত্যই বিস্মিত হইয়াছিলাম। কোন কোন বদ্‌মায়েস জেলখালাসী এই রকম দুঃসাহস প্রকাশে অভ্যস্ত। উহাকে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিতে দেখিলাম না! বেশ সপ্রতিভ ভাব। কিন্তু উহাকে সবুজ ত্রিভুজের দলের লোক বলিয়া সনাক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাই দুঃখের বিষয়।"

সেই সময় সেই কানকাটা লোকটি ভোজন শেষ করিয়া চলিয়া গেল। ওয়াকার ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

ডিভট্ প্রস্থান করিলে ওয়াকার ডি ডিকে বলিল, "আপনি ডিভট্‌কে চেনেন না ? সে পলের সঙ্গে একযোগে কায করিত। সম্ভবতঃ নথিপত্র ঘাঁটিয়া আপনি তাহা জানিতে পারেন নাই; কিন্তু আমি জানি ইহা সত্য।"

ডি ডি বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ওয়াকারকে বলিলেন, "তুমি কেন উহার অনুসরণ করিলে না ? সবুজ ত্রিভুজের দল কিরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। পরমেশ্বরই জানেন—এই বিপ্লবীরা কি খেলা খেলিতেছে! ডিভট্‌কে চিনিতে পারিয়াছ—ইহা তাহাকে জানিতে দেওয়া তোমার উচিত হয় নাই। তুমি কিরূপ আহাম্মুকি করিয়াছ তাহা কি বুঝিতে পার নাই ?"

ওয়াকার বলিল, "আমার আহাম্মুকির কি পরিচয় পাইলেন ? আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছি—ইহা তাহাকে জানিতে দেওয়াতে কি দোষ হইয়াছে ? সে এখন সজ্জন এবং সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাহার এক কাকা অষ্ট্রেলিয়ায় বাস করিতেন; তিনি

তাহার জন্য দশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যাঙ্কে রাখিয়া গিয়াছেন। সেই টাকায় সে মুরগীর চাষ আরম্ভ করিয়াছে; তদ্ভিন্ন সে নিজের জীবনস্মৃতি লিখিতেছে। সে কি এখন যে সে লোক?"

ডি ডি বলিলেন, "তাহা হইলে এখন তাহার হাতে বিস্তর কায; কিন্তু অবসর কাল সে কি ভাবে কাটায়, তাহার কিছু জানিতে পারিয়াছ কি?"

ওয়াকার বলিল, "সে অবসর কাল কি ভাবে কাটায়?—সে এখন সবুজ ত্রিভুজ সম্প্রদায়ের গণ্য মান্য সভ্য, এই সম্প্রদায়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য ত বটেই; সুতরাং সে তাহার অবসর কাল কিভাবে কাটায় তাহা অনুমান করা ত বিন্দুমাত্র কঠিন নহে।"

ডি ডি উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! এ সকল সংবাদ জানিয়াও তুমি তাহাকে আটক করিলে না? কেন তাহাকে যাইতে দিলে? তুমি এ সকল খবর কোথায় পাইলে তাহা জানি না; কিন্তু তাহাকে হাতে পাইয়া ছাড়িয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।"

ওয়াকার বলিল, "কি করিয়া বলি' অন্যায় হইয়াছে? তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়? না, আমি কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ দেশে কি সে রকম কোন অর্ডিনান্স জারি হইয়াছে যে, কেবল সন্দেহের বশে তাহাকে গ্রেপ্তার করিব? যাহাকে ধরিয়া বিনা প্রমাণে জেলে পুরিতে পারিব না—তাহাকে আটক করিয়া কি লাভ? সে যদি বুঝিত তাহাকে মুঠায় পুরিতে পারিব—তাহা হইলে সে কি এ রকম সম্ভ্রান্ত হোটেলে আসিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পান ভোজন করিত? ডিভট্ সম্বন্ধে আমি যে সকল কথা জানি তাহা সমস্তই আপনাকে বলিলে আপনি আমাকে পাগলা-গারদে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন। আমি সৌভাগ্যক্রমে আজ উহাকে চিনিতে পারিয়াছি;

ইহার ফল ভালই হইবে। আমরা সবুজ ত্রিভুজ সম্প্রদায় সম্বন্ধে যত কথা জানিতে পারিয়াছি, আমাদের সেই অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে উহাদের কোন ধারণা নাই। আমি একটা নূতন পোষাক সংগ্রহের জন্য আজ বৈকালে নগরে যাইব। এখন আর এক গ্ল্যাস হুইস্কি পাইলে মন্দ হয় না; ভোজনটা বেশ জুৎসই হইয়াছে কি না।"—মিঃ পিয়ারসনের ইঙ্গিতে হুইস্কি আসিলে ওয়াকার প্রফুল্লচিত্তে আর এক গ্লাস পান করিল।

অনন্তর ভোজন-শেষে তাঁহারা পরামর্শ করিতে করিতে উভয়ে পথে বাহির হইলেন।

চতুর্থ-তরঙ্গ

মৃদু মুষ্টিযোগ

ওয়াকার তাহার নিজের আফিস-ঘরে বসিয়া একখানি চপ ভক্ষণ করিতেছিল। সহসা সেই কক্ষে টেলিফোনের ঝন্‌ঝনি শুনিয়া সে চপের কাঁটা নামাইয়া রাখিল; তাহার পর রিসিভার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলে সে যে কথা শুনিতে পাইল—তাহার উত্তরে বলিল, "তাহাকে বল আমি এখনই নীচে গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতেছি। তুমি দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া তাহার পকেট খুঁজিয়া দেখ; যদি কোন অস্ত্র শস্ত্র থাকে তাহা এখনই বাহির করিয়া লও।"

কিন্তু তাহার এই প্রকার সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না; কারণ যে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ও ভবিষ্যদ্বক্তা হো-লির পুত্র হো-টিং। ওয়াকার জানিত হো-লি তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং সুপরামর্শদাতা। হো-লির দলের সাহায্যেই সে বিপ্লবী চীনাম্যানগুলাকে ফাঁদে ফেলিবার আশা করিয়াছিল। সে জানিত বিপ্লবীদের স্বদেশবাসীর সাহায্য ব্যতীত বিভীষিকাবাদের বিলোপসাধন পুলিশের অসাধ্য।

ওয়াকার নীচে আসিয়া হো-টিং এর সহিত সাক্ষাৎ করিল, তাহাকে বলিল, "তুমি কেমন আছ? তোমার বাবা ভাল আছেন?"

হো-টিং তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদে বাবা ভালই আছেন, তবে তাঁহার একটি কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন। সেই শূকর-শাবকটাই তাঁহার মনঃক্ষোভের কারণ।"

হো-টিং একখানি পাতলা কাগজ দলা পাকাইয়া ওয়াকারের হাতে দিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল; সেই কাগজখানি সম্বন্ধে সে তাহাকে কোন কথা বলিল না। সে প্রস্থান করিলে ওয়াকার আফিস-ঘরে গিয়া সেই কাগজখানি নিঃশব্দে পাঠ করিল; তাহার পর সে অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিতে তাহা দগ্ধ করিল। অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি প্রায় নিবিয়া আসিয়াছিল দেখিয়া ওয়াকার উঠিয়া তাহাতে আরও কিছু কয়লা দিল। সেই সময় বাতায়ন-পথে সে পথের দিকে চাহিয়া একজন লোককে পথ দিয়া দৌড়াইয়া যাইতে দেখিল। সে জানালার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ভাঙ্গা কাচের ঝন্-ঝন্ শব্দ শুনিতে পাইল, এবং নীচে চাহিয়া আরও দুইজন লোককে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে দেখিল।

ইয়ার্ডের আঙ্গিনার অদূরে একটি সঙ্কীর্ণ গলি ছিল। একজন ডিটেক্‌টিভ ওয়াকারের আদেশে দুই দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার ও সহকারী কমিশনারের আফিসের বাতায়ন-পথ লক্ষ্য করিতেছিল। ওয়াকার সেই স্থান হইতে সেই ডিটেক্টিভের দিকে চাহিয়া তাহার প্রাণহীন দেহ পথের সেই অংশে লুটাইতে দেখিল! একখানি ছুরী তাহার পিঠে আমূল বিদ্ধ হইয়াছিল।

ওয়াকার তৎক্ষণাৎ ডি ডিকে এই সংবাদ জানাইলে তিনি ওয়াকারকে ও একদল ভ্রাম্যমান পুলিশ ফৌজকে সঙ্গে লইয়া তদন্তে বাহির হইলেন। অতঃপর মৃতদেহটি মড়িখানায় প্রেরিত হইলে

ডি ডি ওয়াকারকে বলিলেন, "তুমি এই বদমায়েসগুলার সন্ধান লইতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি কর নাই বলিয়াই তোমার প্রতি তাহাদের এইরূপ সাংঘাতিক আক্রোশ; ইহার অন্য কোন কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। তোমাকে হাতে না পাওয়ায় উহারা এই ডিটেক্টিভকেই হত্যা করিয়া গিয়াছে। ইহাই কি উহাদের দ্বিতীয় আক্রমণ নহে?"

ওয়াকার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ইহা তৃতীয় আক্রমণ। হায়, আমার জন্যই উহাকে প্রাণ দিতে হইল; ইহা আমারই দুর্ভাগ্য। আজ রাত্রেই আমরা দল বাঁধিয়া বিপ্লবীদের গুপ্ত আড্ডায় হানা দিতে বাহির হইব।"

ডি ডি বলিলেন, "সে কোথায়?"

ওয়াকার বলিল, "লাইটহাউস পল্লীর ব্রোঞ্জ-ক্রিসান্থিমাম্ রোডে।"

ডি ডি বলিলেন, "ঐ রাস্তার নামও কখন শুনি নাই! কতগুলি লোক সঙ্গে লইবে?"

ওয়াকার বলিল, "বাড়ী ঘেরাও করিবার জন্য দশজনই যথেষ্ট তবে খানাতল্লাসের জন্য কুড়ি জনের প্রয়োজন হইবে; ইহা ব্যতীত যদি সেখানে হাঙ্গামার সম্ভাবনা ঘটে, সেজন্য আরও কয়েকজন লোক সঙ্গে রাখা উচিত। আপনি চল্লিশজনের ব্যবস্থা করিবেন। ভ্রাম্যমান ফৌজ অবিলম্বে প্রস্তুত রাখিবেন। আমরা শীঘ্রই যাত্রা করিব।"

ডি ডি বলিলেন, "তাহাই হইবে"—অতঃপর তিনি ওয়াকারের সহিত পরামর্শ করিতে বসিলেন।

* * * * *

একটি সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে ডাক্তার লু শাল কাঠের একখানি বৃহৎ চৌকির উপর উপবিষ্ট ছিল। সেই কক্ষটি তৈলপূর্ণ-দীপের

আলোকে উদ্ভাসিত। হো-মিং নামক বিপ্লবী সম্প্রদায়ের অনেক কর্ম্মী সেই কক্ষে উপস্থিত ছিল। ডাক্তার লু তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা শোচনায় পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। ককেশিয় পুলিশের কোন কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার জন্য আমরা দুইবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু একটি বারও আমাদের চেষ্টা সফল হইল না! আজ রাত্রে আপনাদিগকে এখানে গোপনে আহ্বান করিয়াছি কেন জানেন? আপনাদিগকে এই চেষ্টায় বিরত হইতে অনুরোধ করাই আমার অভিপ্রেত। আমাদের দলস্থ সহকর্ম্মীগণের আক্রমণের প্রণালীতে বিন্দুমাত্র কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না; তাহা অত্যন্ত সাধারণ। এই জন্য আমরা যেরূপ কৌশলে এই জাতির উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের হত্যা করিতে সমর্থ হইয়াছি, অতঃপর সেইরূপ কৌশলই অবলম্বন করিব। তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

"আগামী মাসে যাহাদের মৃত্যু হইবে—আমরা তাহাদের নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি। আমরা যে কৌশলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের হত্যা করিয়াছি, সেই কৌশলে এই রাজ্যের দুইশত প্রধান ব্যক্তি নিহত হইবে। এই কার্য্য সংসাধিত হইলে আপনারা পুরস্কার লাভ করিবেন। আপনারা কিরূপ বিপুল অর্থ-সম্পদ লাভ করিবেন—তাহা আপনাদের ধারণা করিবারও শক্তি নাই। আপনাদের মধ্যে যিনি এই কার্য্যে যত অধিক সাহায্য করিবেন, তাঁহার পুরস্কারও সেই পরিমাণে অধিক হইবে।"

ডাক্তার লু নীরব হইয়া সমাগত সহযোগীগণের মুখের দিকে চাহিল; উৎসাহে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। সে পুনর্ব্বার উত্তেজিত স্বরে কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বৃটনের বনিয়াদ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া

উঠিবে। আমরা প্রাচ্যের স্বর্গ রাজ্যবাসীগণ এক দিন যে স্থানে ছিলাম সেই স্থান পুনঃ-প্রাপ্ত হইব। পুনর্ব্বার আমরা সভ্য জগতের শাসনদণ্ড পরিচালিত করিব। (once more we shall rule the civilized world আমরা চীনা জাতি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি। কেবল এই জাতিরই সহিষ্ণুতা অতুলনীয়। পৃথিবীতে আমরাই প্রাচীনতম সভ্যতার অধিকারী। যখন পাশ্চাত্য জাতির শৈশবকাল অজ্ঞানান্ধকারে অতিবাহিত হইতেছিল, সেই সময় আমাদের পিতৃপুরুষগণ সুসভ্য বিলাসিতার আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

"অতীত কালে অস্ত্রবলেও আমরা শ্রেষ্ঠ ছিলাম; প্রবল পরাক্রমের অধিকারী হইয়াছিলাম। মার্গির সমরক্ষেত্রে তুর্কী মারমেলুকেরা আমাদের সৈন্যবাহিনী পরাজিত করিলে আমাদের শিক্ষা ও সভ্যতা প্রতীচিতে সম্প্রসারিত হইয়াছিল। আমাদেরই সুবিশাল বংশতরু হইতে তাতার জাতির উদ্ভব। বর্ত্তমান রুসিয়ার ভিত্তি আমরাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম। অবশেষে আমরা রণনীতির দোষ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। আমরা বৃটেনকে পদানত করিব, কিন্তু অস্ত্রবলে নহে; তাহার নেতৃবৃন্দের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া। (we shall accomplish the subjection of Britain, not by force of arms but by eliminating their leaders.) তাহারা বিধ্বস্ত হইলে আমরা স্বমূর্ত্তি ধারণ করিব। তাহারা বিধ্বস্ত হইবেই; কারণ অদৃশ্য বৈরীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অসম্ভব। অপরিহার্য্য মৃত্যুকে বাধা দেওয়া অসাধ্য।"

বক্তা নীরব হইলে চতুর্দ্দিকে প্রশংসা-কোলাহল উথিত হইল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল না কখন কোন্ দিক হইতে যমদণ্ডের ন্যায় অমোঘ মৃত্যুদণ্ড তাহাদের মস্তকের উর্দ্ধে আন্দোলিত হইবে। গুপ্ত ঘাতকেরা তাহাদের দলপতির উপদেশে এইভাবেই উত্তেজিত

হইয়া পরিচালিত হয়; কিন্তু যখন তাহারা ধরা পড়িয়া বিচারকের বিচারে বধ্য-ভূমিতে নীত হয়, তখন তাহাদের জননীর অশ্রুধারা, পত্নীর নয়নাসার, রাজপুরুষগণের চরণ-প্রক্ষালনের জন্য বৃথা প্রবাহিত হয়; বিভীষিকা-বাদের গুপ্ত প্রচারক ও উপদেষ্টারা তখন ত তাহাদের জীবন রক্ষায় অগ্রসর হয় না। অপরিণামদর্শী নির্ব্বোধ গুপ্তঘাতকেরা তখন আর তাহাদের কোন সাড়া পায় না। পৃথিবীর সকল দেশে সকল যুগেই এই শ্রেণীর বীর পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রশংসাধ্বনি নীরব হইলে বক্তার দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কি কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে একজন চীনাম্যান দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতাসূচক ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হইল।

আগন্তুক চীনাম্যানটা চিৎকার করিয়া বলিল, "পুলিশ! পুলিশ আসিয়াছে!" সঙ্গে সঙ্গে সে দ্বার লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের গুলী বর্ষণ করিল। ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার সেই সময় দ্রুতবেগে সেই দ্বারের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বিপ্লববাদীরা সেই কক্ষের আলোগুলি নির্ব্বাপিত করিয়াও নিরাপদে পলায়ন করিতে পারিল না। ওয়াকার এরূপ কৌশলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল যে, চারি মিনিটের মধ্যেই তাহাদিগকে শৃঙ্খলিত হইতে হইল। অতঃপর ওয়াকার সেই বিপ্লবী চীনাম্যানগুলাকে দেওয়ালের নিকট শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়-করাইয়া রাখিল। সেই দলে যে সকল বিপ্লববাদী চীনম্যান ছিল, তাহাদের সংখ্যা বার জনের অধিক নহে; কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে চির-দিনই যাহা ঘটিয়া আসিতেছে তাহাই ঘটিল। 'পালের গোদা' ধরা পড়িল না—ডাক্তার লু ও তাহার প্রধান সহযোগী পলের সন্ধান মিলিল না।

ওয়াকার তাহার অনুচরদের আদেশ করিল, "উহাদের হাতে হাতকড়ি আঁটিয়া দাও।"

ওয়াকার সেই দলে দলপতিকে না দেখিয়া অনুমান করিল বিপ্লবীদের সভার পরিচালকেরা কোনও গুপ্তপথে পলায়ন করিয়াছে। সে অপরাধীদের জবাবের জন্য পীড়াপীড়ি করিল না; তাহারা কোন প্রকার ধ্বংসমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল—ইহাও তাহাদের ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ হইল না। একজন সার্জেণ্ট তাহাদের কৈফিয়ৎ চাহিলে তাহারা মাথা নাড়িয়া নীরব রহিল। তাহাদের সকলেই ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ হইলেও প্রত্যেকেই চীনা ভাষায় বলিল, ওদেশের ভাষা বা আইন তাহাদের অজ্ঞাত। (pleaded ignorance both of law and language.) সুতরাং কোন দোভাষীর সাহায্য ব্যতীত ওয়াকার তাহাদের সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারিল না। চীনা ভাষায় অভিজ্ঞ দোভাষীর অভাব না থাকিলেও কোন চীনাম্যান এই সকল বিপ্লববাদীর বিরুদ্ধাচরণের সাহস করিত না; প্রত্যেক চীনাম্যান জানিত যে ব্যক্তি উহাদের প্রতিকূলতাচরণ করিবে—তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য।

কয়েক মিনিট পরে সেই কক্ষের বাহিরে কাহারও পদধ্বনি হইল, এবং মিঃ পিয়ারসন মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে দুইজন ডিটেক্টিভ একটি লোককে বাঁধিয়া আনিল; সে ডাক্তার লুর প্রধান সহযোগী পল।

ডি ডি পলকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই লোকটা একটা সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পলায়ন করিতেছিল; সেই অবস্থায় উহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহার একটা সঙ্গী ছিল, কিন্তু সে সরিয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দুই তিন বার গুলী

ছুড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে সে আহত হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই।”

ওয়াকার রুসিয়ান পলের মুখের দিকে চাহিয়া কনষ্টেবলদের বলিল, “আমিই ইহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব; তোমরা অন্য সকলকে লইয়া যাও। আশা করি আমি শীঘ্রই সবুজ ত্রিভুজ নামক বিপ্লববাদীদের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিব। বিভীষিকাবাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করাই আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

পুলিশ-প্রহরীরা বন্দীদের লইয়া সেই অট্টালিকা ত্যাগ করিল। তাহারা যখন স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি দশটা। পলকে একটি নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ করা হইল; ওয়াকার তাহার পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিয়া তিনজন সশস্ত্র প্রহরীকে সেই কক্ষের পাহারায় নিযুক্ত করিল।

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার রাত্রি বারোটার সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—রুসিয়ানটার মুখ তখন ভয়ে বিবর্ণ হইয়াছিল, এবং সে প্রাণভয়ে কাঁপিতেছিল।

ওয়াকার পলকে বলিল, “তোমার পরিচ্ছদ খুলিয়া রাখ।”

পল এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলে ওয়াকার ক্রোধে হুঙ্কার দিল; অগত্যা পলকে তাহার গাত্রবস্ত্রাদি খুলিতে হইল। ওয়াকার পকেট হইতে একটি পার্শেল বাহির করিয়া পলকে বলিল, “এই পরিচ্ছদগুলি পরিধান কর।”

সেই পার্শেলে এক জোড়া পায়জামা ও পাতলা রেশমী ফতুয়া ছিল। পল তাহা পরিধান করিলে ওয়াকার তাহার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ দ্বারা একটি পুঁটলি বাঁধিল; তাহার পর তাহা হাতে লইয়া পলকে বলিল, “আমার আগে আগে চল। তোমার পিঠে একটা ঠাণ্ডা জিনিসের

স্পর্শসুখ অনুভব করিবে—তাহা পিস্তলের নল। যদি তুমি পলায়নের চেষ্টা কর—সেই মুহূর্ত্তেই তোমাকে গুলী করিব।"

পল প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া এই ভাবে ওয়াকারের কামরায় নীত হইল। তখন সেই কক্ষ উজ্জ্বল দীপালোকে উদ্ভাসিত। অগ্নিকুণ্ডে আগুন গন্‌-গন্‌ করিতেছিল; বাতায়নের পর্দাগুলিও প্রসারিত ছিল। সেই কক্ষে তখন যে তিন জন লোক উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পল কেবল পিয়ারসনকেই চিনিত।

ওয়াকার সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পলকে বলিল, "তুমি এখন বসিতে পার, বসিয়া আরাম উপভোগ কর।"

ওয়াকার অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, "জোন্স!"

কেরানী কন্‌ষ্টেবল জোন্স অন্য একটি কক্ষ হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

ওয়াকার জোন্সকে বলিল, "ঐ দরজার বাহিরে তুমি পাহারায় থাকো; আমার আদেশ না পাইলে তুমি ঐ স্থান হইতে নড়িবে না। এই কক্ষে কাহাকেও, এমন কি, আমাদের কোন কর্ম্মচারীকেও প্রবেশ করিতে দিবে না; এই কক্ষে যে সকল কথা হইবে তাহা যেন কেহ বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে না পায়।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

জোন্স গম্ভীর ভাবে বলিল, "হাঁ, তাহাই হইবে।"—সে দ্বারের বাহিরে গেল।

ডি ডি মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "উহার এ রকম পরিচ্ছদ কেন?"

ওয়াকার বলিল, "সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। তবে এ কথাও সত্য যে, দেহে যথাযোগ্য পরিচ্ছদ না থাকিলেও কোন সুযোগে পলায়ন করিলে আসামীকে ধরা পড়িতে হয়।"

ডি ডি বলিলেন, "সুতরাং পলায়নের ইচ্ছা থাকিলেও তাহাকে সেই ইচ্ছা দমন করিতে হয়।"

ওয়াকার বলিল, "উহাদের দলের অনেক গুপ্তকথা উহার জানা আছে; এই জন্য আমার বিশ্বাস, উহার দলের লোকেরা উহাকে আমার কবল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে, এবং পলায়নের জন্য উহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবে; তাহারা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে উহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য উহাকে গুলী করিয়া মারিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।"

ওয়াকার পলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তোমাকে এখন কথা বলিতে হইবে। আমি জানি তুমি স্বেচ্ছায় মুখ খুলিবে না, কিন্তু আমি তোমাকে কথা কহিতে বাধ্য করিব।"

পল মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "তুমি আমার উপর অন্যায় জুলুম জবরদস্তি করিতে পারিবে না ওয়াকার! এ অন্য দেশ নয়; এই ইংল্যাণ্ডে তুমি কোন বে-আইনি কায করিয়া সামলাইতে পারিবে না।

ওয়াকার বলিল, "সত্য?"

পল বলিল, "সত্য নয় ত কি মিথ্যা?"

ওয়াকার বলিল, "তুমি বিপ্লববাদী; হাঁ, দেশের শান্তি শৃঙ্খলার মহাশত্রু, অরাজকতার পক্ষপাতী।—কেমন এ কথা কি সত্য নয়?"

পল বলিল, "হাঁ, আমি বিপ্লবপন্থী, কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে? দেশের আইন ত সকল ব্যক্তির পক্ষেই সমান।"

ওয়াকার বলিল, "কিন্তু তুমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছ—তুমি বিপ্লববাদী। তুমি প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এদেশে বিপ্লববাদের প্রচার করিতেছ। সরকারের কর্ম্মচারীদের আদেশ অমান্য করিতেছ।

আমার মন সঙ্কীর্ণ, আমি তোমার মত উদারচেতা সাম্যবাদী নহি কিন্তু আমি সর্ব্বদাই শুনিতে পাই বিপ্লববাদীরা পুলিশ-কর্ম্মচারীদের আক্রমণ করিবার জন্য জনসাধারণকে উত্তেজিত করে। বিপ্লববাদ দমনের জন্য যাহারা তোমাদের সম্মুখীন হয় তোমরা তাহাদের জীবন বিপন্ন করিবার চেষ্টা কর। কিন্তু এখন তোমার অবস্থা ঠিক বিপরীত, এখন আমিই তোমাকে আক্রমণ করিব।—আমি তোমাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব—তাহার উত্তর দিবে কি না বল।”—ওয়াকার কোর্টের আস্তিন গুটাইয়া তাহার হাতের স্থূল ও সুদৃঢ় মাংসপেশী অনাবৃত করিল।

পল নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ওয়াকার গর্জ্জন করিয়া বলিল, “কথা কহিবে কি না বল, আমি শীঘ্র জবাব চাই।”

পল বলিল, “ভারি যে ঝাঁঝ! আস্তিন গুটাইয়া ঘুসি বাগাইতেছ, আমাকে মারিবে না কি? দেখ ওয়াকার, এই কক্ষে তিন জন মানুষ আছে; তুমি কোন অন্যায় কায করিলে তাহারা তাহার সাক্ষী হইবে। যদি তুমি কোন অবৈধ কায কর—তাহা হইলে আমি তোমার বিরুদ্ধে আইনের সাহায্য লইব।”

ওয়াকার গম্ভীর স্বরে বলিল, “তুমি যে তিনজন সাক্ষীর কথা বলিতেছ, তাঁহারা সকলেই আইনের প্রতিনিধি। তুমি আইন ভঙ্গ করিয়া কোন্ যুক্তিতে তাঁহাদের সহায়তা লাভের আশা করিতে পার? তোমার মত যাহারা বে-পরোয়া নরহত্যা করে—তাহারা কাহারও দয়ার পাত্র নহে। পদস্থ রাজকর্ম্মচারীর প্রাণবধ করিয়া তাঁহার সুখ শান্তিপূর্ণ পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বালিবে, তাঁহার সংসার শ্মশান করিবে, তাঁহার স্ত্রীন পুত্র প্রভৃতির জীবন অন্ধকারচ্ছন্ন করিয়া, তাহাদিগকে নিরাশ্রয় ভাবে

পথে বসাইবে; তাহার পর ধরা পড়িলে রাজপুরুষদের করুণা-প্রার্থী হইবে! আইনের সাহায্য প্রার্থনা করিতে তোমার লজ্জা হয় না? পল, তুমি যে অপরাধ করিয়াছ সে জন্য তোমার ফাঁসি হইবে; কিন্তু আগে তোমার সকল কথা শুনিতে চাই।”

ডি ডি একখানি টেবিল এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, ‘দেখ পল, আমি তোমার পক্ষ সমর্থন করিব। মেজর আপনি ওয়াকারের ঐ পাশে যাইবেন কি?”

ওয়াটারসন মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, “আমার মনে হয় মুষ্টির সাহায্যে তর্ক যুদ্ধ শেষ করিলে অধিক সময় নষ্ট হয় না; কি বল ওয়েবার?”

ওয়েবার সেই কক্ষের তৃতীয় ব্যক্তি; সে মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হাঁ, আমি আসামীর মুখ হইতে সত্য কথা শুনিবার পক্ষপাতী তা সে অনুরোধেই বলুক, আর মুষ্টিযোগই চলুক।”

পল হতাশ ভাবে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; সে পলায়নের কোন পথ দেখিতে পাইল না। কমিশনার বা তাঁহার সহকারী তাহার ন্যায় বিপ্লববাদীকে সাহায্য করিবেন—ইহা সে আশা করিতে পারিল না। বিশেষতঃ বিভীষিকাবাদ দমন করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য। পল বুঝিতে পারিল ওয়াকার প্রহারে তাহার হাড় গুঁড়া করিলেও তাঁহারা তাহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবেন না; সে স্বয়ং নরহন্তা, এ কথা সে তখন বিস্মৃত হইয়াছিল; সে সমাজের মহাশত্রু তাহাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল। যে অন্যের জীবন বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত নহে, সে বিপন্ন হইয়া ভয়ে কাঁপিয়া মরিলে কে তাহার প্রতি সহানুপ্রদর্শন করিবে? নরহন্তাকে কে দয়া করিবে? নরহত্যায় প্রবৃত্ত হইবার সময় তাহার দয়া কোথায় থাকে।

ওয়াকার বলিল, "আর সময় নষ্ট করা অনুচিত।"

সঙ্গে সঙ্গে পলের চুয়ালে এরূপ এক প্রচণ্ড ঘুসি পড়িল যে, সেই এক ঘুসিতেই সে মুখ গুঁজিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল; কিন্তু সে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে আর এক ঘুসি! সে পুনর্ব্বার ধরাশায়ী হইল।

ওয়াকার বলিল, "তুমি আশা করিও না যে, তুমি মেঝের উপর চিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে আমি তোমাকে বিশ্রাম করিতে দিব।"—সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তকে সজোরে বুট জুতার আঘাত হইল। তাহার পর রুসিয়ানটার দেহের উপর এলোপাথাড়ি কিল, চড়, লাথি চলিতে লাগিল। পল যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিল।

এই ভাবে প্রহার করিয়া ওয়াকার আনন্দ বোধ করিল— একথা বলা যায় না; কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য কঠোর। বিভীষিকাবাদ বিধ্বস্ত করিতে সে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। তাহাদের অনাচার অত্যাচার কর্ত্তৃপক্ষের অসহ্য হইয়াছিল।

এই ভাবে কিল, লাথি ও চপেটাঘাত লাভ করিয়া পল বলিল, "থামো, থামো, যথেষ্ট হইয়াছে! আমি বলিতেছি, সকল কথাই বলিতেছি।"

ওয়াকার তখন তাহার জ্যাকেটে দেহ আবৃত করিয়া একখানি রুমালে হাত মুছিল। সে বুঝিতে পারিল অতঃপর আর মুষ্টিযোগ প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে না।

ওয়াকার পলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ, যাহা জান সকল কথা খুলিয়া বল। যদি প্রথমেই মুখ খুলিতে তাহা হইলে আমি এরকম ব্যবহার করিতাম না। মিঃ পিয়ারসন, উহাকে ধরিয়া তুলুন। উহার মূর্চ্ছা হইল না কি?"

পল উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু সে মূর্চ্ছিত হইয়া পুনর্ব্বার ঢলিয়া পড়িল।

ওয়াকার বলিল, "মুষ্টিযোগটা বোধ হয় একটু তীব্র হইয়াছিল; অতটা হজম করিতে পারিল না। উহার মাথায় খানিক জল ঢালুন।"

ডি ডি পলের মস্তকে জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; তাহার পর তিনি বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, কাল ভিন্ন আজ আর উহার মুখ হইতে অধিক কথা বাহির করিতে পারিবে না। উহাকে গারদে লইয়া যাও; উহার চেতনা হইলে আমরা উহার লিখিত জবাব লইব।"

ওয়াকার অনিচ্ছার সহিত বলিল, "বেশ, তাহাই হইবে। আপনার আদেশে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু উহাকে আমার দুই একটা কথা বলিবার আছে। ওয়েবার তাহার কিছু কিছু জানেন। যদি আপনারা বাহিরে যান তাহা হইলে জোন্সকে বাহিরের দরজায় তালা বন্ধ করিতে বলিবেন; সে সেখানে পাহারায় আছে।"

ডি ডি এবং মেজর প্রস্থান করিলে জোন্স পুনর্ব্বার দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া দ্বারের চাবিটা চৌকাঠের তলা দিয়া ঘরের ভিতর ফেলিয়া দিল।

মেজর ও ডি ডি জোন্সের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। ডি ডি শিষ দিতে দিতে চলিলেন।

পঞ্চম তরঙ্গ

মরণ-সঙ্গীত

ডাক্তার লু চীনাম্যানসুলভ একঘেয়ে থপ্ থপ্ শব্দে পদবিক্ষেপ করিতেছিল। সে ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহার ব্যস্ততার কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না; তাহার মুখেরও বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হইল না! কিন্তু তাহার আড্ডা হইতে পলায়ন কালে ক্রোধে ও মনস্তাপে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তাহার প্রচণ্ড আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল। সে নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল, এবং বুক ফুলাইয়া নির্ভয়ে ধীরে-সুস্থে চলিতে লাগিল। তাহার আশঙ্কার কারণ ছিল না; ককেশিয় জাতি চীনাম্যানদের মুখ দেখিয়া তাহাদের মুখের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে না। তাহাদের মনে হয় সকল চীনাম্যানেরই মুখ এক রকম; যেন মটরের দুইটি দানা!

ডাক্তার লু ধীরে ধীরে একটি অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। সেই অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ ছিল; সে তাহাতে টোকা দিয়া সঙ্কেত জানাইলে দ্বারটি উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। সে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে একটি কক্ষে উপস্থিত হইল। সেই কক্ষে তাহারই ন্যায় আকারের পাঁচ ছয়জন চীনাম্যান বসিয়া কি পরামর্শ করিতেছিল। ডাক্তার লু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে তাহারা একবারও মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে

চাহিল না। তাহারা জানিত তাহার জীবন অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছিল; সুতরাং তখন তাহার খাতির করিবার তেমন কোন প্রয়োজন ছিল না।

ডাক্তার লু আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল। একটি দেওয়াল একখণ্ড পীতবর্ণ-পর্দ্দায় আচ্ছাদিত ছিল; সেই পর্দ্দায় কন্‌ফ্যুসিবের একখানি চিত্র অঙ্কিত ছিল। সেই আচ্ছাদন-বস্ত্রখানি সে এক পার্শ্বে অপসারিত করিলে দেওয়ালে একটি গুপ্ত দ্বার লক্ষিত হইল। সে সেই দ্বারটি উদ্ঘাটিত করিল। লু সেই দ্বার অতিক্রম করিলে আচ্ছাদন-বস্ত্রখানি পূর্ব্বস্থানে সরিয়া গিয়া দ্বারটি পূর্ব্ববৎ আবৃত হইল। সে যে পথে প্রবেশ করিল—তাহা অন্ধকারপূর্ণ, সমাধি-ক্ষেত্রের ন্যায় নিস্তব্ধ; কিন্তু সেই অন্ধকারে চলিতে তাহার কোন অসুবিধা হইল না; বিড়ালের মত অন্ধকারেও তাহার দৃষ্টি অব্যাহত থাকিত। সেই পথের এক প্রান্তে মার্ব্বেলের একটি বেদী ছিল; বেদীটি একটি দেওয়ালের সহিত সংলগ্ন থাকায় তাহা উচ্চ মঞ্চের মত দেখাইতেছিল। ডাক্তার লু সেই বেদীর মধ্যস্থলে ধাক্কা দিতেই দেওয়ালের ভিতর একটি ফুকর লক্ষিত হইল। তাহার একটি ভৃত্য তাহাকে ধরিয়া সেই ফুকরের ভিতর টানিয়া লইয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে ফুকরটি বন্ধ হইল।

চাকরটা বলিল, "মাননীয় ডাক্তার মহাশয়, আপনি যে আজ সকালেই ফিরিলেন?"

ডাক্তার লু বলিল, "মাননীয় হো-মিংএর আড্ডায় আজ একদল ককেশিয় পুলিশ ঢুকিয়া খানাতল্লাস আরম্ভ করিয়াছিল; এইজন্য আমাকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। আমার কয়েক জন সহযোগীকে তাহারা গ্রেপ্তার করিয়াছে। এতদ্ভিন্ন, যে ককেশিয়ান

আমার প্রধান সহকারী, তাহাকেও তাহাদের হাতে ধরা পড়িতে হইয়াছে। এই ককেশিয়ানের মুখ হইতে কোন কোন গুপ্ত কথা বাহির হইবার আশঙ্কা আছে, এইজন্য তাহার মৃত্যুই এখন বাঞ্ছনীয়; তাহা হইলে আমরা নিরাপদ হইতে পারিব। হো-মিং সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য তাহাকে মরিতেই হইবে। তাহার কণ্ঠরোধ হইলে আমাদের গুপ্তকথা প্রকাশের আশঙ্কা দূর হইবে।"

ডাক্তার লু একটি পাত্র হইতে তামাকের গুঁড়া বাহির করিল; এই তামাক ব্রাণ্ডিসিক্ত। সে তামাকে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট অহিফেন-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা পাতলা কাগজে জড়াইয়া লইল। ইহাই তাহার সিগারেট। সে সেই সিগারেটটি মুখে গুঁজিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিল। সে একখানি চেয়ারে বসিয়া কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে ধূমপান করিল। সে উর্দ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখবিবর-নিঃসৃত ধূম্রকুণ্ডলী দেখিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মুখ তখন সম্পূর্ণ ভাবসংস্পর্শ বিহীন, দৃষ্টি উদাস।

তাহার সর্দ্দার-খানসামা ফু-চিং তাহার আসনের পার্শ্বস্থ অনুচ্চ চৌকিতে বসিয়া ছিল। সে তাহার প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল; কিন্তু ডাক্তার লু হঠাৎ কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

অবশেষে সে মৃদুস্বরে বলিল, "হা-ই-ই, আমি বড়ই বোকামী করিয়াছি। বোধ হয় কোন চীনাম্যান আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে; তাহা না করিলে কোনও ককেশিয়ানের সাধ্য কি যে, সে আমাদের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান পায়? হো-মিংএর বাড়ীতে আমাদের গুপ্ত বৈঠক খানাতল্লাস করিতে যায়? কোন হীন ও আধুনিক জাতির লোক প্রাচ্যের প্রাচীনতম বনিয়াদী বংশের লোককে এভাবে বোকা বনাইবে—ইহা চিন্তার অতীত।"

ফু-চিং নিস্তব্ধ ভাবে মাথা নাড়িয়া তাহার উক্তির সমর্থন করিল। ইহাই সম্মতিজ্ঞাপনের সনাতন চৈনিক প্রথা।

ফু-চিং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ প্রভু, আপনার কথা সত্য। আপনার বৃহৎ উদরে জ্ঞান গজ্ গজ্ করিতেছে; (your stomach is big with wisdom.) আমার বিশ্বাস, কোন কোন লোক হুজুরকে অপদস্থ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে।"

ডাক্তার লু সিগারেটটি মুখ হইতে বাহির করিয়া দুই আঙ্গুলে টিপিয়া ধরিল, তাহার পর ফু-চিংকে বলিল, "ফু-চিং, এখন তুমি যাইতে পার। তুমি আমার জন্য হো-মিংএর দলের একটি লোক সংগ্রহ করিয়া আনিবে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত দার্শনিকপ্রবর মাননীয় আ-টয়কে আনিতে পারিলে আমি আনন্দিত হইব।"

ফু-চিং বলিল, "হাঁ, তিনি প্রতিভার অবতার। আমি অবিলম্বেই আপনার আদেশ পালন করিব।"

সে গুপ্তপথে অদৃশ্য হইল।

এক ঘণ্টা পরে সে নিঃশব্দ-পদসঞ্চার ডাক্তার লুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মাননীয় ডাক্তার, আমি দুঃসংবাদ শুনিয়া আসিলাম।"

ডাক্তার লু তখন গভীর মনোযোগের সহিত একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছিল; সে তাহার ভৃত্যের কথায় কর্ণপাত করিল না। সে গ্রন্থখানির এক অধ্যায় পাঠ শেষ করিয়া তাহা মুড়িয়া পাশে রাখিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া তাহার ভৃত্যকে বলিল, "হাই-আই-আই! তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ?"

ভৃত্য বলিল, "মাননীয় আ-টয় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মার অনুসরণ করিয়াছেন। কাল তিনি তাঁহার শিক্ষাগুরু সুবিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হো-লির গৃহে তত্ত্বোপদেশ শুনিতে গিয়াছিলেন,

তাহার পর আর কেহ তাঁহাকে সেই স্থান হইতে ফিরিতে দেখে নাই। ভবিষ্যৎদর্শী হো-লি, হুপ-সিংএর দলের লোক; তিনি আপনাদের প্রতিদ্বন্দ্বী। জনরব শুনিলাম, তাঁহার গৃহে মধ্যে মধ্যেই অনেক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিতেছে।"

ডাক্তার লু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হো-লির এত সাহস, সে আমার দলের লোকদের হত্যা করিবার জন্য হত্যাকারীদিগকে তাহাদের অনুসরণ করিতে পাঠায়? আগামী কাল তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। হাঁ, আমার ব্যবস্থায় কাল তাহাকে মরিতেই হইবে।"

* * * *

মহাজ্ঞানী দার্শনিক হো-লি ধীরে ধীরে করতালি দিলে তাহার দ্বিতীয়া পত্নী তাহার সম্মুখে আসিয়া তামাক সাজিল এবং হুঁকাটি সমাদর ভরে স্বামীর হাতে দিল।

হো-লি ধূমপান করিতে করিতে তাহার দ্বিতীয়া পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হি-হী! আমার প্রিয় পুত্র হো-টিংকে বল, আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

হি-হী হো-লির আদরের পত্নী, তাহার প্রিয় পাত্রী। যদিও তাহার গর্ভে হো-লির দুইটি কন্যার জন্ম হইয়াছিল,এবং চীনা রমণীরা কন্যা প্রসব করিলে যদিও স্বামীর চক্ষুশূল হয়, তথাপি হো-লি হি-হীকে ভালবাসিত, সে দুই কন্যার জননী বলিয়া তাহাকে উৎপীড়ন করিত না।

হি-হী তাহার পরমপূজ্য স্বামীর আদেশ পালন করিলে হো-টিং পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই কক্ষে তখন অন্য কোন লোক উপস্থিত না থাকায় হো-লি তাহার পুত্রকে মৃদুস্বরে বলিল, "বৎস, তুমি কি নূতন সংবাদ জানিতে পারিয়াছ বল।"

হো-টিং বলিল, "মাননীয় মহাশয়, কুকুর ফু-চিং হতভাগ্য আ-টয়এর সন্ধান জানিবার জন্য তাহার সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। এতদ্ভিন্ন সে হো-মিংএর দলের আশ্রিত একটি জুয়ার আড্ডায় উপস্থিত হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস, কতকগুলা দুষ্ট লোক আমার মহামান্য পূজনীয় পিতার প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা আপনার হত্যার জন্য কৃতসঙ্কল্প। দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, জনরব হইলেও এই সংবাদ মিথ্যা নহে।"

বিজ্ঞ দার্শনিক হো-লি তাহার আজ্ঞাবহ পুত্রের কথা শুনিয়া, মাথা নাড়িয়া সেই উক্তির সমর্থন করিয়া বলিল, "হাই-আই-আই! তোমার একথা আমি বিশ্বাস করি। এ পর্য্যন্ত অনেক লোকই আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে; তথাপি আমি তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া এখনও জীবিত আছি।"

তাহার পুত্র হো-টিং বলিল, "সে কথা সত্য, কিন্তু মাননীয় মহাশয়, এই লোকগুলার নিকট একপ্রকার সুতীব্র বিষ আছে তাহা মনুষ্য-দেহে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়কর রহস্যপূর্ণ ফল উৎপাদন করে! এই জন্যই মনে করিয়াছি—তাহারা ঐরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি হো-মিংএর দলের কয়েকজন অনুচরকে ডাকিয়া বলিয়া দিব—তাহারা যেন একটি শবাধার লইয়া হত্যাকারীদের অনুসরণ করে। আমার মহাসম্মানিত পিতার মৃতদেহ পথের যেখানে সেখানে দীর্ঘকাল অনাবৃত ভাবে পড়িয়া থাকিবে ও তাহা দেখিয়া নানা লোকে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিবে—আমার ন্যায় পিতৃভক্ত পুত্র তাহা কখন সহ্য করিতে পারিবে না।"

হো-লি বলিল, "না পুত্র, সেরূপ করিবার প্রয়োজন হইবে না। যাহা হউক, তোমার পিতৃভক্তির পরিচয় পাইয়া সুখী হইলাম, বুঝিতে

পারিলাম আমার বার্দ্ধক্যে তুমি আমাকে সুখে রাখিতে পারিবে। তুমি অন্য চেষ্টা না করিয়া হুপ-সিং দলের কয়েকজন বলবান লোককে আমার গৃহের পাহারায় নিযুক্ত করিবে; তাহারা অন্য লোককে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিবে না। তাহার পর তুমি সতর্কভাবে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত ঘটনার প্রতীক্ষা করিবে; কিন্তু আপাততঃ তুমি শ্বেতাঙ্গ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট একটি সংবাদ লইয়া যাও। সে আমাদের ও আমাদের দলের হিতৈষী সুহৃদ।"

অতঃপর হো-লি আহারে বসিলে তাহার পুত্র হো-টিং হু-উও নামক একজন চীনাম্যানকে বাহিরে রাখিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "পিতা, একটা হারামজাদা পাজি লোক বাহিরে আসিয়াছে; এই ব্যক্তি হো-মিং দলের বিশিষ্ট কর্ম্মী। সে উপদেশ গ্রহণের অভিপ্রায়ে সেলামী দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া আপনার নিকট কয়েকটি কথা বলিতে আসিয়াছে; কিন্তু আমার ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হইতেছে; কারণ এই ব্যক্তি অত্যন্ত মন্দ লোক। সে বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোকদের সম্মান করিতে জানে না; যাঁহারা ভক্তিভাজন, তাঁহাদিগকেও ভক্তি করে না। এইজন্য আমার ধারণা, আপনার অনিষ্ট সাধনই উহার গোপনীয় উদ্দেশ্য।"

হো-লি আহারে বিরত হইয়া বলিল, "বৎস হো-টিং, তোমার পিতৃভক্তি প্রশংসনীয়; তুমি আমার সুনাম বজায় রাখিতে পারিবে। তোমার সতর্কতার পরিচয় পাইয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। যাহা হউক, তুমি সেই বদ্‌মায়েসটাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত কর। তুমি এখানে ফিরিয়া আসিয়া পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকিবে। হয় ত সে কোন সদুদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। তাহার কথা শুনিলেই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিব।"

অতঃপর হু-উও নামক দীর্ঘদেহ চীনাম্যানটি হো-লির সম্মুখে আনীত হইল। সে বিপ্লববাদীদের সহকর্ম্মী; দুর্জ্জন বলিয়া তাহার দুর্নাম ছিল।

হো-লি তাহাকে দেখিলেও প্রথমে কোন কথা বলিল না। তাহার স্ত্রী গরম জল ও তোয়ালে আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলে সে মুখ ধুইয়া হাত মুখ মুছিল। তাহার পর তাহার স্ত্রী প্রস্থান করিলে সে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আই-ইয়া! আমি কি কুকুরেরও অধম যে, নিজের ঘরেও আমি শান্তি ভোগ করিতে পারিব না?—হু-উও, তোমার কি বলিবার আছে বলিতে পার। আমি সুবিবেচক হো-টিংএর নিকট জানিতে পারিয়াছি, তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ লাভের আশায় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ।"

আগন্তুক মাথা নাড়িয়া বলিল, "হে মহাজ্ঞানী, আপনি যে কথা শুনিয়াছেন তাহা সত্য। কয়েকটি গভীর চিন্তার আলোড়নে আমার উদর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম; এজন্য বড়ই কষ্ট পাইতেছি।"

হো-লি বলিল, "বটে, তবে ত তোমার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন! তোমার উদরকে ওভাবে নিপীড়িত করিয়া লাভ নাই, অতএব তোমার মনের কথা খুলিয়া বলিয়া উদরের দুর্ব্বহ ভার লঘু কর।"

হু-উও বলিল, "প্রভু, একটি স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথা বলিতে আসিয়াছি।"

হো-লি আগ্রহ ভরে বলিল, "বটে? তা, আমার নিকট তোমার কি প্রার্থনা?"

হু-উও বলিল, "উপদেশ। আপনার ন্যায় মহাজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞের উপদেশ মহামূল্য।—আপনি আমাকে বলুন যদি আপনার কোনও

দুঃশীলা ও দুর্ব্বিনীতা পত্নী আপনার অর্থরাশি লইয়া জুয়া খেলিয়া তাহা নষ্ট করিয়া আসে—তাহা হইলে আপনি তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন ?”

হো-লি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, “মনে হয় হু-উও, তুমি আমাকে অতি কঠিন প্রশ্ন করিয়াছ! এরূপ জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যথেষ্ট বিবেচনা-সাপেক্ষ; কিন্তু প্রথমে আমি জানিতে চাই—তুমি তোমার স্ত্রীর ব্যবহার সম্বন্ধে আমার নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছ কি? আর তুমি তোমার স্ত্রীকে যে টাকা দিয়াছিলে, তাহা কি সে নষ্ট করিয়াছে ?”

হু-উও বলিল, “আপনার কি ধারণা আমি এত-বড় নির্ব্বোধ যে, সেই বুদ্ধিহীনা অর্থলোভী স্ত্রীলোকের হাতে টাকা দিব ?”

হো-লি বলিল, “তাহা হইলে এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করা তেমন কঠিন হইবে না। যদি তুমি তাহাকে স্বেচ্ছায় টাকা না দিয়া থাক, তাহা হইলে টাকাগুলি সে তোমার বাক্স হইতে চুরি করিয়াছে। এই অপকর্ম্মের জন্য তাহাকে প্রহার করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত, সে তোমার টাকা চুরি করিয়া অত্যন্ত গর্হিত কায করিয়াছে। তাহার পর সে জুয়া খেলিয়া যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে—সেজন্য তাহাকে শাস্তিদান করা কর্ত্তব্য; সুতরাং তাহাকে পুনর্ব্বার প্রহার করিতে হইবে। তাহার পর সে জুয়া খেলিয়া টাকাগুলি নষ্ট করিয়া আসিয়াছে— তাহার এই বুদ্ধিহীনতার জন্য তাহাকে পুনর্ব্বার আরও এক দফা প্রহার করিতে হইবে। তাহার পর তুমিই যে, বাড়ীর কর্ত্তা, তোমার বিনানুমতিতে তাহার কোন কায করা উচিত নয়— ইহা বুঝাইবার জন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রহার না করিলে তাহার কর্ত্তব্য-জ্ঞান প্রখর হইবে না; সুতরাং তোমারও কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিবে। স্ত্রীর প্রতি এইরূপ

ব্যবহারই চীনদেশের সনাতন রীতি, এবং প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের অনুমোদিত নীতি।”

হু-উও খুসী হইয়া বলিল, “আপনার উপদেশ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম ; এখন এই অকিঞ্চনকে বিদায় গ্রহণ করিতে অনুমতি করুন বিজ্ঞবর !”

হো-লি বলিল, “এই অনুমতি গ্রহণের পূর্ব্বে আমার উপদেশের জন্য দক্ষিণা দিতে হইবে এ কথা কি বিস্মৃত হইয়াছ, হু-উও? আমার উপদেশ লইতে হইলে যথাযোগ্য দক্ষিণা দিতে হয়। আমি বিনামূল্যে কাহাকেও উপদেশ খয়রাং করি না।”

হু-উও তাহার কথা শুনিয়া বলিল, “হাঁ প্রভু, আপনি যে আদেশ করিলেন তাহা সঙ্গত বটে।” —সে পকেট হইতে কয়েকখানি ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিল ; তাহা দেখিয়া হো-লি সেগুলি তাহার সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিতে আদেশ করিল। সেই সময় সে হু-উওর দক্ষিণ হস্ত পাতলা রবারের দস্তানা দ্বারা আবৃত দেখিল।

ব্যাঙ্ক-নোটগুলি হো-লির সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিতে আদেশ করায় হু-উও বলিল, “বিজ্ঞবরের এই আদেশ কি সঙ্গত হইল? আপনি নোটগুলি স্বহস্তে গণিয়া লইবেন না? যদি আপনাকে ঠকাইয়া যাই, তাহা হইলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন—এ কথা কি আপনি চিন্তা করেন নাই?”

হো-লি বলিল, “আমার বিশ্বাস, তুমি আমাকে ঠকাইবে না ; আমাকে ঠকাইবার ইচ্ছা থাকিলে তুমি ও কথা বলিতে না। এখন আমি একটি কথা জানিতে চাই ;—তুমি ঐ অদ্ভুতাকার জিনিসটি দিয়া তোমার হাতখানি আবৃত করিয়াছ কেন?”

হু-উও বলিল, “মহাজ্ঞানী হো-লি, আমার করতলে ক্ষত হওয়ায়

একজন শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারের নিকট হইতে উহা পাইয়াছি, এবং তাঁহার উপদেশে উহা ব্যবহার করিতেছি। ইহা ব্যবহার করিলে আমার হাতের ক্ষত আরোগ্য হইবে বলিয়া তিনি আমাকে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।”

হো-লি বলিল, “তুমি শ্বেতাঙ্গ ডাক্তারের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলে বলিলে; কোন চীনাম্যান ডাক্তারের উপদেশ গ্রহণ করাই কি প্রথমে তোমার উচিত ছিল না বিজ্ঞ হু-উও ?”

হু-উও বলিল, “হাঁ মহাজ্ঞানী, আমি চিনাম্যান ডাক্তারেরও উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই চীনাম্যান ডাক্তার আমার হাতের ক্ষত পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন—শয়তানের কু-দৃষ্টিতে আমার করতলে ঐরূপ ক্ষত হইয়াছে; সুতরাং যদি আমি পূজা মানত করি তাহা হইলে এই ক্ষত আরোগ্য হইতে পারে; হাতের ফুলাও টুটিয়া যাইবে। কিন্তু পূজার বিস্তর টাকা খরচ হইবে শুনিয়া আমি বিদেশী ডাক্তারের উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম; সে আমার নিকট পাঁচ শিলিং মাত্র ফি গ্রহণ করিয়াছিল। মহাজ্ঞানী কন্‌ফ্যুসি বলিয়াছেন—‘অল্প ব্যয়ে যে কার্য্য সমাধা হয় সেই কার্য্যে যে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করে, তাহার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে অনুতাপ করিতে হয়’।”

হো-লি বলিল, “তাহা হইলে তোমার মত মিতব্যয়ী বিজ্ঞ লোক আমাকে টাকা দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আমি দার্শনিক, লোকের ভাগ্য-পরীক্ষক, ভবিষ্যৎদর্শী, আমি যাহাকে যাহা বলি, তাহা নিষ্ফল হয় না। আমি অর্থকে তুচ্ছ মনে করি। এ অবস্থায় যদি তুমি নোটগুলি ফেরত লইয়া যাও—তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইব না। ঐ নোটগুলি তুমি তুলিয়া লও; তাহাতে আমি আনন্দই লাভ করিব।”

হু-উও বলিল, "না, উহা লইব না; ফেরত লওয়া অন্যায় হইবে। আমার অর্থের অভাব নাই; এ অবস্থায় আমি আপনার প্রাপ্য দর্শনী না দিয়া কেন উপদেশ লইব? আপনি নোটগুলি গণিয়া লউন। আপনি প্রাচীন হইয়াছেন, তাহার উপর আপনার বৃহৎ সংসার; আপনার অর্থের প্রয়োজন আছে। আজ আপনার অর্থাভাব না হইতে পারে; কিন্তু ভবিষ্যতে সঞ্চিত অর্থের প্রয়োজন হইবে।"

হো-লি বলিল, "তুমি সঙ্গত কথাই বলিয়াছ; তোমার এই যুক্তিপূর্ণ উক্তির জন্য আমি তোমার প্রদত্ত দক্ষিণা প্রত্যাখ্যান না করিয়া উহা গ্রহণ করিব, এবং বিনা-দক্ষিণায় তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্যফল গণিয়া বলিয়া দিব; সে জন্য তোমাকে আর কিছুই দিতে হইবে না। সুতরাং এই টাকাগুলি দেওয়ায় তোমার যে ক্ষতি হইল, সহজেই সেই ক্ষতির পূরণ হইবে; তোমাকে ঠকিতে হইবে না।"

হু-উও বলিল, "বিজ্ঞবর, আপনি অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন। আমার অদৃষ্টে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা জানিবার জন্য আমারও আগ্রহ আছে; আপনি দয়া করিয়া তাহা গণিয়া বলুন।"

সে মহাজ্ঞানী হো-লির সম্মুখে বসিয়া পড়িল।

হো-লি চক্ষু মুদিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমার ভাগ্য-ফল অত্যন্ত মন্দ দেখিতেছি! তোমার আকস্মিক মৃত্যু অপরিহার্য্য।"

হু-উও ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "মহাজ্ঞানী ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা, আমার ভাগ্যফল শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম; কিন্তু আর কত দিন পরে আমাকে—"

হো-লি তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, অপরিহার্য্য এবং সম্পূর্ণ আকস্মিক; তোমার আয়ু শেষ হই-য়াছে।"—হো-লি তাহার পুত্র হো-টিংকে ইঙ্গিত করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হুপ-সিং দলের দুইজন কর্ম্মী পর্দ্দার আড়াল হইতে হু-উওর উপর লাফাইয়া

পড়িয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিলে হো-টিং তীক্ষ্ণধার ছোরার সাহায্যে তাহার পিতার অমোঘ ভবিষ্যৎ-বাণী সফল করিল !

হো-লি বলিল, "এই বিশ্বাসঘাতককে শীঘ্র স্থানান্তরিত কর। উহার প্রদত্ত নোটগুলি স্পর্শ করিও না ; কারণ উহা স্পর্শ করিলে আকস্মিক মৃত্যু অনিবার্য্য। ডাক্তার লু-প্রদত্ত ঐ নোটগুলি বাহির করিবার সময় এই শয়তান তাহা খোলা হাতে স্পর্শ করে নাই, হাতে দস্তানা ব্যবহার করিয়াছিল ; কিন্তু উহার অন্য হাতে দস্তানা ছিল না। আমি বিভীষিকাবাদ দমনের পক্ষপাতী বলিয়াই বিপ্লবীদের দলপতি লু কৌশলে আমাকে হত্যা করিবার জন্য মিথ্যা ছলে উহাকে এখানে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু আমি ভবিষ্যৎদর্শী ; লুর এই গুপ্তচর সম্বন্ধে আমার ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হয় নাই। বিপ্লবীরা আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এই শয়তানকে আমার কাছে পাঠাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল।"

ষষ্ঠ তরঙ্গ

ইয়ার্ডে গুপ্ত রহস্য

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার কয়েদী পলকে সঙ্গে লইয়া গারদে প্রবেশ করিলে গারদের সার্জেণ্ট-প্রহরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। পলের অবস্থা তখন শোচনীয়; সে এরূপ অবসন্ন হইয়াছিল যে, ওয়াকার তাহাকে টানিয়া লইয়া না যাইলে সে হয় ত মাটীতে লুটাইয়া পড়িত। প্রাচীর-বেষ্টিত যে বারান্দা দিয়া তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল, তাহা আলোকোদ্ভাসিত। তিনজন পুলিশ কর্ম্মচারী সেখানে পাহারায় ছিল। ওয়াকার সতর্কতা অবলম্বনের ত্রুটি করে নাই। যে কক্ষে পলকে আবদ্ধ করা হইল, সেই কক্ষে আলো ছিল না। পূর্ব্বে তাহা গুদাম-ঘর রূপে ব্যবহৃত হইত; কিন্তু সেই কক্ষটি ওয়াকারের আফিস-কক্ষের পার্শ্বে অবস্থিত বলিয়া ওয়াকার তাহা পলের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। সেই কক্ষের একটি মাত্র দ্বার। জানালাগুলি লোহার স্থূল গরাদে দ্বারা সুরক্ষিত; এজন্য কোন কয়েদী কোনও উপায়ে সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিবে তাহার উপায় ছিল না। সশস্ত্র প্রহরীত্রয় সুদৃঢ় দ্বারের ও জানালার বাহিরে সতর্কভাবে পাহারায় নিযুক্ত।

ওয়াকার পলকে কয়েদীদের ব্যবহৃত একখানি কম্বল দিয়া বলিল, "তোমার দেহে পুরু পরিচ্ছদ না থাকিলেও এই কম্বলে তোমার শীত নিবারণ হইবে। কাল তোমাকে যথাযোগ্য পরিচ্ছদ দেওয়া হইবে।"

ওয়াকার সেই কক্ষের রক্ষীকে বলিল, "যদি এই কয়েদী তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে—তাহা হইলে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিও না; উহার সহিত বোবার মত ব্যবহার করিবে; কোন কথা বলিবে না। কেহ উহার সহিত দেখা করিতে আসিলে তাহার সহিত দেখা করিতে দিবে না। জানালার বাহিরে কেহ আছে শুনিলে তোমার ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; আমি জানালার বাহিরেও দুই জন প্রহরী মোতায়েন করিয়াছি। ঐ দিকে তাহারা পাহারায় আছে। আমি এখন নীচে যাইতেছি।"

ওয়াকার তাহার কোট ও টুপি লইবার জন্য আফিসে প্রবেশ করিল, তাহার পর সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল; কিন্তু তখনও তাহার মুখ গম্ভীর, চিন্তাকুল। তাহার মন কোন অতর্কিত বিপদের আশঙ্কায় ব্যাকুল।

* * * *

রাত্রি তিনটা দশ মিনিটের সময় বারান্দার আলো হঠাৎ নিবিয়া গেল; সেই সুদীর্ঘ বারান্দা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। এই ভাবে বৈদ্যুতিক আলো নির্ব্বাপিত হওয়ায় প্রহরীত্রয় বিস্ময়ে অভিভূত হইল। সার্জেণ্ট হল তাড়াতাড়ি কয়েদীর প্রকোষ্ঠের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার ধারণা হইল আলো হঠাৎ নিবিয়া গেল, ইহা অকারণ নহে। সেই মুহূর্ত্তে তাহার মস্তকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত হইল; যেন কেহ তাহার মাথায় হাতুড়ি ঠুকিল! সেই আঘাতে সে অচেতন হইয়া বারান্দায় লুটাইয়া পড়িল।

সেই অট্টালিকার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের একজন ব্যগ্র ভাবে বলিল, "শীঘ্র ম্যাচ জ্বালো।"—তাহাদের কাহারও নিকট বিজলি-বাতি ছিল না। হঠাৎ কাহারও হাতে হাতকড়ি আঁটিবার শব্দ হইল,

সঙ্গে সঙ্গে সক্রোধ গর্জ্জন! ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার একটি বিজলি-বাতি লইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। সেই বাতির আলোক চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেই সেই আলোকে সকলে দেখিল কেরানী-কন্‌ষ্টেবল জোন্স পলের গারদ-ঘরের সম্মুখে দণ্ডায়মান! তাহার হাতে হাতকড়ি, এবং দেহ হইতে পরিচ্ছদ অপসারিত। ওয়াকার তাহাকে দূরে টানিয়া লইয়া গেল। তাহার পর অন্যান্য প্রহরী অচেতন সার্জেণ্ট হলের পরিচর্য্যা দ্বারা তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল।

সার্জেণ্ট হল চেতনালাভ করিয়া ভগ্নস্বরে বলিল, "কে আমার মাথায় আঘাত করিয়া আমাকে অচেতন করিয়াছিল? সে কি জোন্স?"

ওয়াকার বলিল, "হাঁ, জোন্স। সে এই আফিসের কেরানী পুলিশ-কন্‌ষ্টেবল রবার্ট জোন্স। এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।"—ওয়াকার পকেট হইতে একটি চাবি বাহির করিয়া বলিল, "দ্বার খুলিয়া ওয়েবারকে বাহিরে আসিতে দাও। আশা করি এক রাত্রেই সে কারাবাসের স্বখ বুঝিতে পারিয়াছে।"

যে কর্ম্মচারীকে চাবি দেওয়া হইল, সে দুই মিনিট পরে কারা-প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া সভয়ে বলিল, "এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! আসল কয়েদীর সন্ধান নাই! সে কোথায়?—আমি সেই রুসিয়ানটার কথা বলিতেছি। আপনি কি বলিতে চাহেন ওয়েবারই তাহার পরিবর্ত্তে সারারাত্রি কারাপ্রকোষ্ঠে কষ্ট ভোগ করিয়াছেন?"

ওয়াকার বলিল, "এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, বরং এইরূপই হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। রুসিয়ান কয়েদীটা কোথায় আছে জান? আমার কামরায়। সেই কামরার দরজার হাতলের সঙ্গে তাহার হাতের হাতকড়ি এভাবে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, হাত

খুলিয়া লইয়া সে যে এক হাত দূরে সরিয়া যাইবে তাহার উপায় ছিল না; কিন্তু এই ব্যাপার চাপিয়া যাওয়াই ভাল। (this affair had better remain silent.) নতুবা খবরের কাগজের রিপোর্টার-গুলা আমাদের গতিবিধির সন্ধান পাইবে; তাহা প্রার্থনীয় নহে। কেমন ওয়েবার, আমাদের মতলব মত কায হইয়াছে ত?"

ওয়েবার বলিল, "হাঁ, তাহাদের সকলকে রীতি মত ফাঁকি দেওয়া গিয়াছে। যখন উহারা দেখিল তুমি আমাকে কারা-প্রকোষ্ঠে পুরিয়া দিলে; তখন উহারা আমাকে পল ভিন্ন অন্য কোন লোক বলিয়া ঠাহর করিতে পারে নাই।"— সে ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের হাতে একটি সাদা জিনিস দিয়া বলিল, "এই জিনিসটি সে আমার হাতে গুঁজিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল।"

তাহা একটি ক্ষুদ্র শিশি। ওয়াকার তাহা আলোর নিকট উচু করিয়া ধরিল। ওয়েবার উৎসাহ ভরে বলিল, "দেখিতেছ কি—উহা হাইড্রোসিয়েনিক এসিড।"

ওয়াকার বলিল, "দেখ ওয়েবার, আমি উহা দেখিবার আশা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম ইহা কোনরূপ রহস্যপূর্ণ বিষ হইতে পারে।"

অতঃপর সে কন্‌ষ্টেবল-কেরানী জোন্সের পরিচ্ছদ খানাতল্লাস করিতে লাগিল। তাহার পরিহিত পরিচ্ছদ সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করা হইল; জ্যাকেটের লাইনিং পর্য্যন্ত কাটিয়া দেখা হইল। তাহার পর ওয়াকার বলিল, "এ কি ব্যাপার জোন্‌স?"

জোন্‌স বলিল "ও কিছুই নয়। দেখ ওয়াকার, তুমি মনে করিতে তুমি ভয়ঙ্কর চালাক, চাতুর্য্যে তোমাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারে না; কিন্তু তোমার ইহা ভুল ধারণা। তোমাকে শীঘ্রই স্তম্ভিত হইতে হইবে, সে জন্য প্রস্তুত থাকিও। তুমি ভাবিয়াছিলে আমাকে তুমি

এখানে কায়েমী ভাবে পাহারায় রাখিয়া গিয়াছিলে ; কিন্তু তোমার সেই ফন্দি খাটে নাই।"

ওয়াকার গম্ভীর হইয়া বলিল,"তা না খাটিতে পারে, কিন্তু তোমাকে ত ধরা দিতে হইয়াছিল। এখন আমরা তোমাকে ধরিয়াই রাখিব, আর আমি বোকা বনিতেছি না ! আমরা হয় ত তোমাকে ফাঁসিতে লটকাইতে পারিব না ; কিন্তু চির জীবনের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড হইতে তোমার মুক্তি নাই।— এখন তোমার সকল কথা খুলিয়া বলিবে ?"

জোন্স হাসিয়া বলিল, "সেজন্য চেষ্টা করিও না। আমাকে ভাল করিয়া জানিবার সুযোগ পাইলে তুমি আমাকে ঐরকম অনুরোধ করিতে না। হ্যারি ডিভট কখনও ভাঙ্গে না। আমি জানি তুমি আমার বিরুদ্ধে কিছুই সপ্রমাণ করিতে পারিবে না।"

ওয়াকার বলিল, "যদি তুমি কোন সংবাদ জানিতে চাও তাহা হইলে তোমাকে আর একটি কথাও বলিব না। ডিভট, তুমি সুচতুর অভিনেতা। ডি ডি তোমাকে ঠিক ধরিতে না পারিলেও তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। সেই রেঁস্তয় যখন তোমাকে দেখিতে পাই, তখনই আমার মনে হইয়াছিল—তিনি তোমাকে মুঠায় পুরিবার অ ভ্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি তোমাকে ধরিবার চেষ্টা করিলে তুমি সরিয়া পড়িতে। কোন জেল-খালাসী আসামী যদি পুলিশে যোগদান করে, তাহা হইলে তাহার কোন অপরাধ হয় এরূপ আমার ধারণা নাই। যাহা হউক, এখন অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। যখন তুমি ওয়েবারকে ঐ শিশিটি দিয়াছিলে তখনই তুমি বে-দস্তুর কাজ করিয়াছিলে। তথাপি যদি এখনও তোমার কোন গুপ্তকথা বলিবার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আমি তাহার একটা ব্যবস্থা করিতে পারি। তুমি

কথা কহিতে অসম্মত কেন? কোন শ্বেতাঙ্গ একদল পীতাঙ্গের দলে ভিড়িবে—ইহা কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে।"

ডিভট শুষ্ক হাসি হাসিল, তাহার পর বলিল, "ওয়াকার, আমাকে আর কোন কথা বলিও না। তুমি কিছুই জান না, কেবল সন্দেহ মাত্র তোমার সম্বল; তুমি কিছুই সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। তুমি কোন বিষয় জানিতে পারিবে না।"

ওয়াকার বলিল, "বটে? কিন্তু পলের মুখ হইতে আমি সকল কথা বাহির করিয়া লইতে পারিব। সে বুঝিয়াছে সে যদি কোন কথা প্রকাশ না করে তাহা হইলে তাহার ফাঁসি হইবে।"

ডিভট মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "বেশ, তাহারই সাহায্য লইও।"

ওয়াকার বলিল, "সার্জেণ্ট, ইহাকে গারদে আবদ্ধ কর। চারিজন প্রহরীকে ডাকিয়া এক একজনকে গারদের দ্বারের এক এক পাশে মোতায়ন কর; অন্য দুইজন বারান্দায় পাহারা দিবে। কয়েকটা বিজলি-বাতি আনিতে পাঠাও।"

অনন্তর সে ওয়েবারকে বলিল, "চল, এখন আমাদের পোষা এনা-কিষ্টের কাছে যাই, তুমি পোষাক পরিয়া লও।"

সে পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া সেই কামরার দরজা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুসিয়ানটার দেহের চাপে দরজা বন্ধ হইল না; পলের হাত দরজার হাতলের সহিত হাতকড়ি দিয়া আবদ্ধ ছিল, এবং তাহার দেহ ঘরের মেঝের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। তাহার হাত দুইখানি দরজার হাতলে আবদ্ধ না থাকিলে তাহাকে চৌকাঠের পাশে লুটাইয়া পড়িতে হইত।

ওয়াকার বলিল, "এ যে মরিয়া গিয়াছে!" —সে ডাক্তার ডাকিল। ওয়েবার শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে পরিচ্ছদ পরিধান করিল; সেই

কক্ষের অগ্নিকুণ্ডের অগ্নি নির্ব্বাপিত হওয়ায় শীতের প্রকোপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ওয়াকার বলিল, "লোকটা মরিল কিরূপে? আমরা যখন উহাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেই সময় সে জীবিত ছিল।"

এই সময় ডাক্তার সেখানে উপস্থিত হওয়ায় আর কোন কথা হইল না। ডাক্তারটি দীর্ঘকায়, কৃশ, প্রাচীন ব্যক্তি; তাঁহারসুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে এরূপ দৃশ্য তিনি বহুবার দেখিয়াছিলেন।

ডাক্তার রুসিয়ান পলের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছে। স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়াই মনে হইতেছে; কিন্তু শব-ব্যবচ্ছেদের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণিত হইবে।"

ডাক্তার উঠিয়া গমনোন্মুখ হইলেন।

ওয়াকার ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "আপনি বলিলেন, দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ইহার মৃত্যু হইয়াছে?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই আমার ধারণা।—কেহ ইহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না; মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সেরূপ কোন প্রমাণ পাইলাম না। এই কয়েদী দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে জীবিত ছিল, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

ওয়াকার বলিল, "আপনার অনুমান সত্য হইলে বুঝিতে হইবে রাত্রি একটার সময় উহার মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা কতদূর সম্ভব, তাহাই ভাবিতেছি।"

প্রত্যূষে ওয়াকারের আফিস-কামরায় পরামর্শ-সভা বসিল। সেই সভায় অনেকে উপস্থিত ছিলেন। জোন্স অর্থাৎ ডিভটও সেই স্থানে নীত হইয়াছিল। ওয়াকার তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ডিভট, পলের হত্যার জন্য তুমিই দায়ী। আমি তাহাকে যখন আমার ঘরে

লইয়া যাই, সেই সময় তুমি সুতীব্র বিষ প্রয়োগ করাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। তুমি এই অভিযোগ অস্বীকার করিতে পারিবে না।"

ডিভট মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমি এই অভিযোগ স্বীকার করি না, অস্বীকারও করি না। আসল কথা এই যে, তুমি 'পলের মৃত্যুর কারণ স্থির করিতে না পারায় হতবুদ্ধি হইয়া তাহার মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করিবার চেষ্টা করিতেছ। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে—তুমি তাহাকে তোমার ঘরে লইয়া গিয়া কয়েকজন সাক্ষীর সম্মুখে গুঁতার চোটে তাহার হাড় গুঁড়া করিয়াছিলে! পলের হৃদ্‌যন্ত্র দুর্ব্বল ছিল, সেই গুঁতা সে সহ্য করিতে পারে নাই।"

ওয়াকার এই অভিযোগের কোন উত্তর না দিয়া প্রহরীকে বলিল, "এই খুনী আসামীটাকে লইয়া গিয়া গারদে পুরিয়া রাখ।"

ডি ডি ডেস্কের মাথায় বসিয়া সহযোগীগণের তর্কবিতর্ক শুনিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, "আমরা ভয়ঙ্কর অসুবিধায় পড়িয়াছি; কিন্তু তাহা নিবারণের কোন উপায় দেখিতেছি না। আমরা বিপ্লববাদীদের দলের দুইজন পরিচালককে গ্রেপ্তার করিয়াছি; তথাপি প্রথমে যে অন্ধকারে ছিলাম, এখনও সেই অন্ধকারেই ঘুরিয়া মরিতেছি!—ওয়াকার, জোন্সকে ডিভট বলিয়া কোন্ সময় তোমার সন্দেহ হইয়াছিল?"

ওয়াকার বলিল, "উহার ডান কানের পাতা কাটা দেখিয়াই আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। প্রথমে ত উহা আমার নজরে পড়ে নাই; কিন্তু পরে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তাহার পর আপনি মহাফেজখানায় দলিল ফেরত দিলে নীচের আফিসে অগ্নিকাণ্ড হইল; তখন আমি এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম। অনেক চিন্তার পর আমি ওয়েবারকে পলের স্থলাভিষিক্ত করিবার ব্যবস্থা করি। আমার এই কৌশল ব্যর্থ

হয় নাই। আমরা জোন্সকে ঠিক সময়ে ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেই সময় আমরা চারিজন উপস্থিত ছিলাম; সুতরাং আমাদের সাক্ষীর অভাব নাই। সে ওয়েবারকে যাহা দিয়াছিল তাহা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড—ইহা যখন জানিতে পারিলাম, তখন আমার ক্ষোভের সীমা রহিল না। আমি পূর্ব্বে কোনরূপ রহস্যজনক বিষেরই আশা করিয়াছিলাম।"

ওয়াটারসন বলিলেন,"বহুৎআচ্ছা ওয়াকার! তুমি এইরূপ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করিলে তোমাকে আর অধিক দিন সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের পদে বঞ্চিত থাকিতে হইবে না; কিন্তু তোমার এইরূপ চেষ্টা যত্ন সত্ত্বেও আমরা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি? আমরা দুই একদিন পূর্ব্বে সবুজ ত্রিভুজ—নামক বিপ্লবী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলাম, এখন কি তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু জানিতে পারিয়াছি?"

ডি ডি বলিলেন, "আমরা এইটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিপ্লবপন্থীদলের পরিচালকগণ চীনাম্যান; উহা চীনাম্যানদেরই একটি গুপ্ত সমিতি। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে কঠোর আঘাত করিয়াছি। ওয়াকার একটি পীতাঙ্গ বন্ধুর সাহায্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার সেই বন্ধুটির নাম হো-লি। সে বিপ্লবীদের শত্রু; ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে। ওয়াকার হো-লির নিকট কৃতজ্ঞ। তাহার নিকট নানা প্রকার গুপ্ত সংবাদ পাইবার আশা আছে। আমার বিশ্বাস, এখন আমাদের চেষ্টা ক্রমশঃ সফল হইবে।"

সভা ভঙ্গ করিয়া তাঁহারা নীচে চলিলেন। বারান্দায় তখন দশ বার জন সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিতেছিল। ওয়াকার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সেই স্থানে বসিয়া পড়িল। তাহার পর বলিল, "আমি ভয়ঙ্কর পরিশ্রান্ত

হইয়াছি।”—সে জ্যাকেট খুলিয়া-রাখিয়া একখানি জীর্ণ কোচে দেহভার প্রসারিত করিল।

ডি ডি বলিলেন, “আমি এখন পেণ্টনভিলের কারাগারে যাইব। সেখানে ডিভটকে পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে। এ রকম কাযে টেলিফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। টেলিফোনে কথা বলিলে কে কোথায় লুকাইয়া থাকিয়া শুনিয়া লইবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।”

ওয়াকার বলিল, “সে কথা সত্য। আপনি দুইজন প্রহরী সঙ্গে লইয়া যাইবেন, তাহারা চীনাম্যানদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে। হঠাৎ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে।”—নিদ্রাঘোরে তাহার চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

ডি ডি নীচে আসিয়া তিনজন ডিটেক্টিভের সঙ্গে একখানি মোটর-কারে উঠিলেন, এবং তাহার দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া গন্তব্য পথে যাত্রা করিলেন।

ডি ডি তাঁহার সঙ্গী ডিটেক্টিভদের বলিলেন, “তোমরা চারি দিকে নজর রাখিবে। যদি কোন দিকে কোন চীনাম্যান দেখিতে পাও তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিবে। আমরা অত্যন্ত কঠিন কার্য্যের ভার লইয়াছি; এজন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে।”

ওয়াকার অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হওয়ায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইল বারান্দায় প্রহরীদের মৃদু পদশব্দে তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না রাত্রি দুইটার সময় টেলিফোনের ঝন্‌ঝনিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল সে তৎক্ষণাৎ রিসিভার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিল, “হাল্লো!”

উত্তর হইল, “আমি সার্জেণ্ট ফ্লোলিওট্‌ কথা বলিতেছি। পুলিশের রেজিষ্ট্রী-নম্বরবিশিষ্ট একখান সেলুন-কারে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

পুলিশ-কমিশনার পিয়ারসন পেণ্টনভিলের জেল-হাসপাতালে আনীত হইয়াছেন। তিনি আপনাকে এখানে আসিতে বলিলেন।"

ওয়াকার বলিল, "কি বিভ্রাট! আমি যত শীঘ্র পারি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতেছি।"

ওয়াকার নীচে আসিয়া অবিলম্বে হোয়াইট হলের পথে আসিল। সেই পথে ট্যাক্সির আড্ডায় তিনখানি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ছিল; সে কি ভাবিয়া প্রথমখানিতে না উঠিয়া দ্বিতীয়খানিতে প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহার এই সতর্কতাও বিফল হইল; কারণ সে সেই ট্যাক্সিতে প্রবেশ করিবামাত্র কে একজন লোক বজ্রমুষ্টিতে তাহার দুইখানি হাতই একত্র ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিবার বিন্দুমাত্র অবসর না দিয়া আর একজন আততায়ী লৌহ-দণ্ড দ্বারা তাহার মস্তকে এরূপ বেগে আঘাত করিল যে, সেই আঘাতেই তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

ওয়াকার যে কক্ষে চেতনা লাভ করিল—সেই কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই কক্ষে কোন বাতায়ন বা স্কাইলাইট ছিল না। সেই কক্ষের বাতাস আর্দ্র, অপ্রীতিকর। সে অতি কষ্টে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রসারিত করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। তাহার কোমরে ধাতুনির্ম্মিত একটি শৃঙ্খল বেষ্টিত ছিল, তাহা ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল সেই শৃঙ্খলের অন্য প্রান্ত দেওয়ালে আবদ্ধ ছিল। তাহার মাথার ভিতর দপ্‌দপ্ করিতে লাগিল। তাহার আঙ্গুলগুলি শোণিতাপ্লুত হইয়াছিল—ইহা সে বুঝিতে পারিল; মাথায় হাত দিয়া দেখিল চুলগুলি চট্‌চট্ করিতেছিল। ক্রমশঃ সকল কথা তাহার স্মরণ হইল। সে বুঝিতে পারিল—যে সংবাদে নির্ভর করিয়া সে পেণ্টনভিলের কারাগারে যাত্রা করিয়াছিল—তাহা মিথ্যা সংবাদ; তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার কৌশল

মাত্র। তাহার মাথা পাতলা হইলে সে দেওয়ালে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। মস্তকের আঘাতের জন্য সে তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বোধ করিতে লাগিল। সে দুই হাতে কপাল টিপিতে টিপিতে ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল, তাহার পকেটে যে সকল জিনিস ছিল, তাহা আছে কি না পরীক্ষা করা উচিত। তাহার পকেটে একটি পিস্তল ও একখানি ছোরা ছিল; পকেট হাতড়াইয়া সে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। কিন্তু তাহার পকেটে যে রুমাল, ম্যাচবাক্স ও ব্র্যাণ্ডির ফ্লাস্ক ছিল, তাহা অপসারিত না হওয়ায় সে ফ্লাস্কটি বাহির করিল এবং তাহার ঢাকনি খুলিয়া অনেকখানি ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢালিল। ইহাতে তাহার দেহ কিঞ্চিৎ সবল হইলে, সে কিরূপে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার লাভ করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার বিশ্বাস হইল, ডিভটকে তখন পেণ্টনভিলের কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। সবুজ ত্রিভুজের দলের কোন লোকের তাহার নিকট ঘেঁসিবার সম্ভাবনা ছিল না। তখন তাহাকে সশস্ত্র প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া কারাকক্ষে বাস করিতে হইতেছিল।

এই কথা চিন্তা করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইল। সে পকেট হইতে ম্যাচবাক্স বাহির করিয়া একটা কাঠী জ্বালিল, এবং তাহার আলোকে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে যে কক্ষে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা একটি গুদাম-ঘর; তাহাতে একটি মাত্র দ্বার ছিল, তাহা লৌহনির্ম্মিত।

ওয়াকার মনে মনে বলিল, "এই গুদাম-ঘর হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা কঠিন, ঐ দ্বার খুলিতে হইলে ডিনামাইট ব্যবহার করিতে হইবে।"

অতঃপর সে তাহার বন্ধন-শৃঙ্খল পরীক্ষা করিল। শৃঙ্খলটি সুদীর্ঘ; কিন্তু মরিচা-ধরা হইলেও এরূপ সুদৃঢ় যে, টানিয়া ছিঁড়িবার উপায় ছিল

না। তাহার অন্য প্রান্ত দেওয়ালের হুকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল। ওয়াকার যথাসাধ্য চেষ্টায় তাহা দেওয়াল হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিল না।

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় না দেখিয়া পুনর্ব্বার শয়ন করিল। শীঘ্রই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। কয়েক ঘণ্টা নিদ্রার পর একটি ইঁদুর তাহার পিঠের উপর বিচরণ করিতে করিতে তাহার গালে উঠিলে হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে উঠিয়া পুনর্ব্বার তাহার ফ্লাস্ক হইতে মদ্যপান করিল, এবং দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া শিকলটি দেওয়াল হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু এবারও তাহার চেষ্টা সফল হইল না।

সেই সময় গুদাম-ঘরের বাহিরে সে কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইল; মুহূর্ত্তপরে সেই কক্ষের লৌহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এবং তিনজন চীনা-ম্যান সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে আসিয়াছিল তাহার হাতে তৈলের একটি প্রদীপ ছিল; তাহারা চীনের দুইজন ক্যাণ্টন নগরবাসী। তাহারা অপেক্ষাকৃত খর্ব্বকায়, দেহও ক্ষীণ; কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি প্রকাণ্ড জোয়ান। তাহার দেহ ওয়াকারের দেহ অপেক্ষা দীর্ঘ। তাহার পরিধানে ঢিলা পায়জামা; দেহের ঊর্দ্ধভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত। তাহার বাহুর পরিপুষ্ট পেশীগুলি তাহার অসাধারণ দৈহিক বলের পরিচায়ক।

ওয়াকার তাহাদিগকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে জীবনে অনেকবার বিপন্ন হইয়াছিল; কিন্তু এরূপ সঙ্কটে তাহাকে আর কখন পড়িতে হয় নাই। সে বিস্ফারিত নেত্রে সেই জোয়ানটার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দলপতি চীনাম্যান তাহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "তোমার হুঁস হইয়াছে দেখিতেছি! তবে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছ বলিয়া মনে হয় না।"

ওয়াকার বলিল, "না, আমি সুস্থ হইতে পারি নাই; কিন্তু সে কথা তোমাদের জানিবার কি প্রয়োজন? তোমরা কে?"

দলপতি হাসিয়া বলিল, "সুবিখ্যাত ডাক্তার লু নামে আমি পরিচিত; তবে আমার নাম শুনিয়া তোমার কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। তুমি পূর্ব্বে কোনও দিন আমার নাম শুনিয়াছ বলিয়া মনে হয় না।"

ওয়াকার বলিল, "সবুজ ত্রিভুজ সম্প্রদায়ের সহিত তোমার কি সম্বন্ধ তাহা আমি জানিতে চাই। তুমি কি তাহাদের হিসাব-পরীক্ষক, না সহকারী সম্পাদক? মৃদুস্বরে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও; কারণ আমার মাথার অসুখ, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিলে আমার কষ্ট হইবে।"

ডাক্তার লু বলিল, "আমি সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ।"

ওয়াকার বলিল, "আমি বিপ্লবীদের দলপতির অতিথি—এ সংবাদ শুনিয়া যথেষ্ট সম্মানিত হইলাম। যদি পূর্ব্বে এ কথা জানিতে পারিতাম তাহা হইলে আমি আমার সান্ধ্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া আসিতাম। আমাকে আটক করিয়া তোমাদের কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ডাক্তার লু তাহার দীর্ঘ অঙ্গুলি দ্বারা গাল চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "তোমার ভাগ্যফল টু-চ্যাং-কুইর (ভাগ্যদেবীর) মর্জ্জির উপর নির্ভর করিতেছে। আমি মনে করিয়াছি তোমার দেহে একটি নূতন বিষের ক্রিয়া পরীক্ষা করিব।"

ওয়াকার বলিল, "বটে! তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা?"

সে মুখে এ কথা বলিল বটে, কিন্তু বিভীষিকাবাদী নরহত্যার দল যে এইভাবে তাহাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

ডাক্তার লু ওয়াকারের কথা শুনিয়া বলিল, "ঐ যে আমার সঙ্গী জোয়ানটিকে দেখিতে পাইতেছ, উহার নাম কোয়ান-হি। হো-সিং সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে শত্রু নির্য্যাতনের ভার উহারই হস্তে ন্যস্ত আছে। আমি তোমাকে উহার হস্তে অর্পণ করিলে উহার মন আনন্দে পূর্ণ হইবে। যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিতে উহার মত সুদক্ষ ব্যক্তি আমাদের দলে আর দ্বিতীয় কেহ নাই।"

ডাক্তার লুর কথা শুনিয়া সেই বিশালকায় জোয়ানটা ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিল।

ওয়াকার সেই কদাকার মুখের দিকে চাহিয়া ঘৃণাভরে মুখ ফিরাইল; তাহা দেখিয়া কোয়ান-হি ডাক্তার-লুকে বলিল, "হাঁ, এ খুব সাচ্চা কথা বলিয়াছ ডাক্তার! আমি একবার উহাকে হাতে পাইলে হত্যার কৌশলটা বেশ ভাল করিয়াই দেখাইতে পারিব। আমার দক্ষতার পরিচয় পাইলে তুমি খুসি হইবে।"

ডাক্তার লু ওয়াকারকে বলিল, "কোয়ান-হি সত্য কথাই বলিয়াছে। উহার দেহের শক্তি অসাধারণ, আমি উহাকে দুই হাতে লোহার মোটা গরাদে বাঁকাইয়া দুইখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিতে দেখিয়াছি। চীনের উত্তরাঞ্চলে উহার বাসস্থান। লোকটি মঙ্গোলিয়ান। মঙ্গোলিয়ানরা শারীরিক ও মানসিক বলে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহাদের সহিত পৃথিবীর অন্য কোন দেশের লোকের তুলনা হয় না।"

ওয়াকার বলিল, "তোমার কথা সত্য হইতেও পারে; কিন্তু আমার দেহেও বলের অভাব নাই। হয় ত আমি ঐ মঙ্গোলিয়ান

গুণ্ডাটার মত বলবান নহি, কিন্তু আমার কৌশলের অভিজ্ঞতা উহার অপেক্ষা অধিক।”

ডাক্তার লু বলিল, “আই-ইয়া! তুমি বেশ ভাল কথা বলিয়াছ। শরীরের শক্তি পরীক্ষার জন্য উহার সঙ্গে কুস্তি লড়িবে? বেশ, তোমাদের যুদ্ধ দেখিয়া আমোদ লাভ করিতে আমার আপত্তি নাই। আমরা তোমাকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলে সে সুযোগ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না।”

ওয়াকার বলিল, “তাহা হইলে তোমরা আমাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পেই এখানে আসিয়াছ?”

ডাক্তার লু বলিল, “পুলিশ যদি আমাদের সহযোগী ডিভটকে বিনা-সর্ত্তে মুক্তিদান না করে, তাহা হইলে বিষ প্রয়োগে বা অন্য উপায়ে তোমাকে হত্যা করিব— ইহাই আমাদের স্থিরসঙ্কল্প।”

ওয়াকার বলিল, “তাহা হইলে তোমাদের সাধু সঙ্কল্প অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত না করিলে উপায় নাই; কারণ আমার প্রাণ রক্ষার জন্য পুলিশ ডিভটকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিবে না। আমার প্রাণের বিনিময়ে এ কায তাহারা কখন করিবে না। এখন তোমরা আমাকে হাতে পাইয়া হত্যা করিলে লণ্ডনের পুলিশ তোমাদের দলের সকলকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গ্রেপ্তার করিবে; তাহার পর তোমাদের ফাঁসি হইবে।”

ডাক্তার লু সিগারেটের কাগজে তামাকের গুঁড়া জড়াইতে জড়াইতে বলিল, “যদি তুমি তাহাদিগকে তোমার বিপদের কথা জানাইয়া ডিভটকে ছাড়িয়া দিতে পত্র লেখ, তাহা হইলে তাহারা তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারে।”

ওয়াকার বলিল, “তোমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছি। যদি

আমার পরিবর্ত্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিয়া পুলিশের নিকট পত্র না দিই, তাহা হইলে যতক্ষণ আমি সেরূপ পত্র না লিখিব ততক্ষণ তোমরা আমাকে পীড়ন করিবে। তোমরা আশা করিয়াছ আমাকে ভয় দেখাইলেই আমি তোমাদের এই হীন ও অপমানজনক প্রস্তাবে সম্মত হইব; কিন্তু জানিয়া রাখ তোমাদের এই আশা পূর্ণ হইবে না। তোমাদের কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি স্বীকার করি আমাকে হত্যা করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হইবে না; কিন্তু আমাকে হত্যা করিয়া তোমাদের লাভ হইবে না। তবে এ কথা সত্য যে, আমার মৃত্যু হইলে একটি লোকের কিঞ্চিৎ অর্থলাভ হইবে। সে আমার শ্যালক। আমি তাহারই অনুকূলে জীবন বীমা করিয়াছি।"

ডাক্তার লু বলিল, "আমাদের কোন লাভ হইবে কি না তাহা পরে দেখা যাইবে। পুলিশের কর্ত্তারা আমাদের দলের লোকদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেই।"

ডাক্তার লু কাহার সিগারেটের ধূম-কুণ্ডলীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, "তোমার অদৃষ্ট! আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহা এখন পর্য্যন্ত পুলিশের সহিত বিরোধেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। আমার দুইজন বিশ্বাসী ও কার্য্যদক্ষ সহকর্ম্মী পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে, তন্মধ্যে একজন আত্মহত্যা করিয়াছে।"

পল আত্মহত্যা করিয়াছিল, এ সংবাদ ওয়াকারের নিকট নূতন।

ডাক্তার লু বলিল, "তোমাদের শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ আমরা শীঘ্রই জানিতে পারিব। তোমাদের এই ইতর ও নাবালক জাতির মধ্যে এ রকম লোক একটিও নাই, যে বুদ্ধির খেলায় আমাকে পরাস্ত করিতে পারে। আমি পুলিশের সঙ্গে বুঝা-পড়া শেষ করিয়া একটা তালিকা প্রস্তুত করিব; সেই তালিকা অনুসারে হত্যাকাণ্ডের ব্যবস্থা

করিব—এইরূপই স্থির করিয়াছি। আমি স্থির করিয়াছি এ মাসে দুই-শত লোককে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিব। পুলিশকে তুমি কখন অনুরোধ-পত্র লিখিবে তাহা কোয়ানকে বলিতে পার। সে তোমার কারারক্ষীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে।”

ডাক্তার লু আর কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে থপ্ থপ্ করিয়া পা ফেলিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। অন্য দুই জন চীনাম্যানও নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

ওয়াকার সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে একাকী বসিয়া রহিল; সে পুনর্ব্বার বন্ধন-শৃঙ্খল ছিঁড়িবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল। সে তাহার সঙ্কটজনক অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে জানিত সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে লণ্ডনের পথে পদার্পণ করা, তাহার সহকর্ম্মীগণের সহিত যোগদান করা তাহার সাধ্যাতীত; কিন্তু তাহার মুক্তি লাভের চেষ্টা সফল হইবার আশা না থাকিলেও সে সেই কারাকক্ষে নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা সঙ্গত মনে করিল না।

ওয়াকার যে গুদাম-ঘরে আবদ্ধ হইয়াছিল তাহা নদীতীরে অবস্থিত। নদীতে যে সকল মোটর-বোট, ষ্টীমার বিচরণ করিতেছিল তাহাদের বংশিধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হওয়ায় সে নদীর সান্নিধ্য বুঝিতে পারিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন অদূরবর্ত্তী নদীর জল-প্রবাহের কলধ্বনিও তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল ব্রোঞ্জ ক্রিসান্থিমমের ষ্ট্রীটও হয় ত তাহার কারাকক্ষের অদূরে অবস্থিত।

ওয়াকার এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় কারাকক্ষের দ্বার পুনর্ব্বার উদ্ঘাটিত হইল। কোয়ান-হি এক পেয়ালা চা ও চাউলের গুঁড়া দ্বারা নির্ম্মিত কয়েকখানি পিষ্টক লইয়া সেই কক্ষে পুনঃ-প্রবেশ

করিল। ওয়াকার ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল; সে তাহা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিল। সে কোয়ান-হির সহিত আলাপ করিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিল না; কারণ কোয়ান-হির সহিত আলাপ করিয়া কোন লাভ আছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। কোয়ান-হি কৌতূহলভরে ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কোয়ান-হি ওয়াকারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার দুর্ব্বল নহে, এবং তাহাকে আক্রমণ করিলে সে সহজে তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে না।

কোয়ান-হি কি ভাবিল বলা যায় না; কিন্তু সে একাকী ওয়াকারকে আক্রমণ করিল না। ওয়াকারের পানাহার শেষ হইলে সে চায়ের খালি পেয়ালা, ডিস এবং আলো লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে ওয়াকার একাকী সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে পড়িয়া রহিল, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

সপ্তম তরঙ্গ

হো-লির দাম্পত্য প্রেম

ডি ডি দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মান। তিনি দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে পেণ্টনভিলের কারাগার হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তিনি আফিসে ফিরিয়াই ওয়াকারকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন; কিন্তু ওয়াকারের সন্ধান পাইলেন না। তাহার টুপি ও কোট পর্য্যন্ত আফিসে নাই শুনিয়া পিয়ারসনের দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইল। তিনি আরও এক ঘণ্টা ওয়াকারের প্রতীক্ষায় বসিয়া-বসিয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন এবং এইভাবে এক বাক্স সিগারেট ভস্মীভূত করিয়া নীচে চলিলেন। ওয়াকার কোথায় অদৃশ্য হইল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। অন্য সময় ওয়াকারকে খুঁজিয়া না পাইলে তিনি চিন্তিত হইতেন না; কারণ ইন্‌স্পেক্টর অনেক সময় নিজের খেয়ালে চলিত, সকল কায সময়মত করিত না;, কোন কোন দিন আফিসের সময়েও আফিস কামাই করিয়া বাহিরে ঘুরিত। কোন কোন দিন আফিসে আসিত না। ডি ডি তাহার ত্রুটি প্রদর্শন করিলে সে হাসিয়া বলিল, "নিয়ম ভাঙ্গিবার জন্যই ত নিয়ম গড়া হইয়াছে।"

কিন্তু সবুজ ত্রিভুজ নামক বিপ্লবী সম্প্রদায়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য তাহার প্রতি ভার প্রদত্ত হইলে সে যেরূপ দক্ষতার সহিত কর্ত্তব্যপালন করিতেছিল, তাহার পরিচয় পাইয়া উপরওয়ালারা তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন; সে নিয়মিত ভাবে আফিসে না আসিলেও তাহাকে

সে জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হইত না। সে সহকারী কমিশনারকে বিপ্লবী সম্প্রদায়ের দমন-চেষ্টায় যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিল; তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু যেদিন বিপ্লব-বাদীদের আড্ডা খানাতল্লাসের ফলে কয়েকজন বিপ্লববাদী ধরা পড়িলে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিবার পর পিয়ারসন যখন ওয়াকারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, ওয়াকার সেই সময় তাঁহাকে কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হওয়ায় তাহার বিপদের আশঙ্কায় তিনি ভীত হইলেন। পুলিশের সদর আড্ডা হইতে হেনরী ডিভটকে পেণ্টনভিলের কারাগারে প্রেরণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য; ওয়াকার এ বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য না করিয়া অনুপস্থিত থাকায় ডি ডির মন নানা সন্দেহে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

পিয়ারসন আফিসের সার্জেণ্টকে ওয়াকারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে সার্জেণ্ট বলিল, "না মহাশয়, আমি ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারকে আফিস ত্যাগ করিতে দেখি নাই; আমি দুই ঘণ্টামাত্র এখানে পাহারা দিতেছি, তাহার পূর্ব্বে তিনি চলিয়া গিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। যদি আমার এখানে আসিবার পূর্ব্বে ইন্‌স্পেক্টর বাহিরে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে মার্সালের তাহা জানা থাকিতে পারে।"

ডি ডি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্সালের বাসা কোথায় জান?"

সার্জেণ্ট বলিল, "হ্যামষ্টেডের হীথমুর রোডে তাহার বাসা।"

ডি ডি বলিলেন, "তাহার বাসায় ফোন আছে?"

সার্জেণ্ট বলিল, "সামান্য একখানা ছোট বাড়ীতে সে বাস করে, সে বাড়ীতে টেলিফোন আছে বলিয়া মনে হয় না।"

ডি ডি বলিলেন, "আরও কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া দেখি, ইতিমধ্যে ইন্‌স্পেক্টর আসিতেও পারে।"

পিয়ারসন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা হওয়ায় তিনি একটা ভোজনাগারে গিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলেন এবং দুই গ্লাস বিয়ার গলায় ঢালিয়া শুষ্ক কণ্ঠ সরস করিলেন। পানাহার শেষ করিয়া তিনি আফিসে ফিরিলেন, কিন্তু ওয়াকার তখনও আফিসে অনুপস্থিত! তিনি আর অধিক কাল সেখানে তাহার প্রতীক্ষা করা সঙ্গত মনে করিলেন না।

হেন্‌ডন পল্লীর একটি ক্ষুদ্র জীর্ণ অট্টালিকা ওয়াকারের বাসগৃহ। সেই বাড়ীতে টেলিফোন না থাকিলেও ডি ডি জানিতেন ওয়াকারের গৃহকর্ত্রী সে সময় বাড়ীতেই থাকে। ডি ডি প্রথমে মার্সালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ওয়াকারের সন্ধান লইবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মনে করিলেন, মার্সাল যদি ওয়াকারকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া থাকে—তাহা হইলে সেই সময় সে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই কি? সে সম্ভবতঃ ওয়াকারের গতিবিধির সন্ধান জানে।

এইরূপ স্থির করিয়া তিনি ব'সে উঠিলেন; তিনি হীথমুর রোডে আসিয়া ব'স্ হইতে নামিলেন। সেই স্থান হইতে মার্সালের বাসার দূরত্ব অধিক নহে।

মার্সাল দীর্ঘদেহ বলবান যুবক, তাহার কৃষ্ণবর্ণ কেশরাশি কুঞ্চিত। তাহার কণ্ঠস্বরের টান শুনিয়া বুঝিতে পারা যাইত, সে ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী। ওয়াকার যখন আফিস ত্যাগ করে—তখন সে আফিসে ছিল, এবং তাহাকে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছিল।

ডি ডির প্রশ্নে মার্সাল বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর এরূপ ব্যস্ত ভাবে বাহিরে ছুটিলেন যে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ওভারকোটটা গায়ে দিতেও তাঁহার বিলম্ব সহিল না! তিনি তাহা পরিতে পরিতে চলিলেন। তখন আমি কায শেষ করিয়া উঠিবার আয়োজন করিতেছিলাম।"

ডি ডি মার্সালকে আর কোন কথা না বলিয়া ভূগর্ভস্থ রেলপথে হেন্‌ডন কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে ব'সে উঠিয়া জেনারেল ওম্‌নিবস্‌-গ্যারেজে অবতরণ করিলেন। ওয়াকার সেন্ট-মেরী চর্চ্চের অদূরে বাস করিত; ডি ডি কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার বাসায় আসিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন।

ওয়াকারের গৃহকর্ত্রী মিসেস্‌ কেট্‌স তখন সেখানে উপস্থিত ছিল; স্ত্রীলোকটি প্রৌঢ়া হইলেও তখনও তাহার দেহে যৌবনের লাবণ্যের অভাব হয় নাই। মুখখানি প্রসন্ন, এবং দৃষ্টিতে সহৃদয়তা পরিস্ফুট।

মিসেস্‌ কেট্‌স ডি ডির প্রশ্নের উত্তরে বলিল, "না মহাশয়, মিঃ ওয়াকার এখনও বাসায় ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমার দুশ্চিন্তার কারণ নাই। তিনি নিয়ম বাঁধিয়া কোন কায করেন না; তাঁহার সময় অসময় জ্ঞান নাই। এক এক দিন তাঁহার খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তাহা অখাদ্য হইয়া পড়ে—কিন্তু তখনও তাঁহার দেখা পাওয়া যায় না! সময়ে আহারের কথা তাঁহার স্মরণ থাকে না, অথচ কি যে এত কায, খাইবারও সময় হয় না—ইহা বুঝিতে পারি না।"

ডি ডি বলিলেন, "হাঁ, ঐ রকমই তাহার অভ্যাস। কোথায় গিয়াছে তাহা জানিতে না পারায় এখানে সন্ধান লইতে আসিয়াছি।"

মিসেস্‌ কেট্‌স ডি ডিকে এক পেয়ালা চায়ের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তাঁহাকে একটু বসিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু ডি ডি শিষ্টাচার সহকারে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।—তিনি আফিসে ফিরিয়া ওয়াকারের সাক্ষাৎ পাইবেন—এই আশায় ওয়াকারের বাসা হইতে তাড়াতাড়ি আফিসে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু ওয়াকার তখনও আফিসে অনুপস্থিত!

ডি ডি হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন তখন নয়টা বাজিয়া দশ মিনিট অতীত হইয়াছিল। অতঃপর তিনি আফিস হইতে বাসায় ফিরিলেন। তিনি পথে বাহির হইয়া মনে মনে বলিলেন, "যদি ওয়াকার ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে সে নিশ্চিতই টেলিফোনে আমাকে সংবাদ দিবে। আমার বোধ হয় সে নূতন কোন রহস্যের সন্ধান পাইয়া তাহারই আবিষ্কারের চেষ্টায় গিয়াছে। নতুবা তাহার এরূপ বিলম্ব হইবার আর কি কারণ থাকিতে পারে? কিন্তু তাহার মনের কথা জানিতে পারিলাম না যে!"

যাহা হউক, ডি ডি ওয়াকারের সহিত সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপবেশন করিলেন। একখানি জর্ম্মান নভেল পাঠ করিতে করিতে তিনি তাহা অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ডি ডি পুলিশে চাকরি করিলেও পণ্ডিতলোক; ইয়ুরোপের নানা ভাষায় তিনি অভিজ্ঞ। জর্ম্মান নভেলখানি তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল; তিনি তাহা পাঠ করিতে করিতে স্থান কাল বিস্মৃত হইলেন, ওয়াকারের কথাও তখন তাঁহার মনে রহিল না।

রাত্রি দুইটার সময় তিনি উপন্যাসখানি সমাপ্ত করিয়া শয্যায় দেহভার প্রসারিত করিলেন। ওয়াকার টেলিফোনে তাঁহাকে সাড়া না দেওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিলেন, সে তখনও আফিসে প্রত্যাগমন করে নাই। এইবার তাঁহার সন্দেহ হইল—ওয়াকার হয় ত কোন স্থানে বিপন্ন হইয়াছে। বিভীষিকাবাদী চীনাম্যানের দল তাহাকে আটক করে নাই ত? তিনি জানিতেন ওয়াকার সেই চীনাম্যানগুলা অপেক্ষা অধিক চতুর; এজন্য তখনও তিনি তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কা করিলেন না।

প্রভাতে সাতটার সময় ডি ডির নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি উঠিয়া তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করিলেন ; তাহার পর আফিসে চলিলেন। ডি ডি আফিসে উপস্থিত হইয়া ওয়াকারের সন্ধান জানিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার প্রতীতি হইল—ওয়াকার কোন স্থানে গিয়া আটক হইয়াছে, বা কোন অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছে ; কারণ তাহার এরূপ দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

কিন্তু তখন তাঁহার হাতে জরুরি কায ছিল, এজন্য তিনি আর অধিক কাল ওয়াকারের প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। সেই দিন প্রভাতে ডিভটকে পেণ্টনভিলের কারাগার হইতে হলোয়ের কারাগারে পাঠাইবার কথা। তাঁহাকেই ইহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সকল কায শেষ করিলেন। বেলা এগারটার সময় পুলিশের একখানি ভ্রাম্যমান শকট হোয়াইট হলে উপস্থিত হইল। তাহার আরোহী কয়েকজন সুদক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী। ডি ডি তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পেণ্টনভিলে যাইবেন—এইরূপ স্থির ছিল। পেণ্টনভিল হইতে ডিভটকে হলোয়ের কারাগারে লইয়া যাইবার সময় তিনি ঐ সকল কর্ম্মচারীর সহায়তা গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। বিভীষিকাবাদীর দল পথিমধ্যে কয়েদীর গাড়ী আক্রমণ করিয়া তাহাকে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে পারে, ইহা বুঝিয়াই তিনি ঐ প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। ডি ডি আট-ঘাট না বাঁধিয়া কোন কায করিতেন না।

ডি ডি যখন পেণ্টনভিলের কারাগার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, সেই সময় তাঁহার কুড়ি পঁচিশ গজ পশ্চাতে আর একখানি শকটের আবির্ভাব হইল ; তাহাতে এক দল আমোদপ্রিয় সহুরে আরোহী ছিল। তাহারা গাড়ীর ভিতর বসিয়া স্ফূর্ত্তি করিতেছিল। কেহ কেহ গল্প

করিতেছিল ; কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে গান আরম্ভ করিয়াছিল। ডি ডি অন্যান্য পুলিশ-কর্ম্মচারীদের সঙ্গে চলিলেন। তাহারা সকলেই সেণ্ট্রাল আফিসের কর্ম্মচারী। তাহাদের সঙ্গে একটি 'মেসিন গন' ছিল, এবং প্রয়োজন হইলেই যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে গুলি চালাইতে পারা যায় এই ভাবে তাহা প্রস্তুত রাখা হইয়াছিল। ডি ডি তাহাদিগকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া সতর্কভাবে চারি দিকে দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন কার্য্যে নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না!

তিনি কর্ম্মচারীদের বলিয়া রাখিয়াছিলেন, "যদি পথিমধ্যে চীনাম্যানদের দলবদ্ধ ভাবে আসিতে দেখ, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ পাইলেই তাহাদিগকে গুলী করিবে।"

কিন্তু তাঁহার এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন হইল না ; পথিমধ্যে তখন কোন রকম বিঘ্ন ঘটিল না। তাঁহার গাড়ীর সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত গাড়ীখানি নির্ব্বিঘ্নে পেণ্টনভিলে উপস্থিত হইল। ডি ডি গাড়ী হইতে নামিয়া কারাধ্যক্ষের আফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহার পর ডিভটকে কারাকক্ষ হইতে বাহির করিয়া পুলিশ-কর্ম্মচারীদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। ডিভট সেই গাড়ীতে সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া হলওয়ের কারাগারে যাত্রা করিল। ডি ডি কারাধ্যক্ষের সহিত গল্প করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে তিনি কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, "উহারা শীঘ্রই নির্ব্বিঘ্নে হলওয়ের কারাগারে উপস্থিত হইবে। মোটরখানি যথাসম্ভব দ্রুতবেগে যাইবে।"

ডিভট পুলিশ-কর্ম্মচারীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হলওয়ের কারাগারে প্রস্থান করিবার দশ মিনিট পরে ডি ডি হলওয়ের কারাগারের অধ্যক্ষকে টেলিফোনে আহ্বান করিলেন ; কিন্তু কাহারও সাড়া

পাইলেন না। তখন তিনি ব্যগ্রভাবে অপারেটারকে বলিলেন, "অপারেটার, সুপারভাইসারকে ডাক। আমি পুলিশ-কমিশনার পিয়ারসন, পেণ্টনভিল কারাগার হইতে কথা বলিতেছি। তুমি শীঘ্র লাইন খোলসা করিয়া দাও; আমি এই মুহূর্ত্তে হলওয়ে-জেলের সহিত লাইনের যোগ চাই, বিশেষ প্রয়োজন।"

উত্তর হইল, "এখনই দিতেছি মহাশয়, এক সেকেণ্ডের জন্য অপেক্ষা করুন।"

ডি ডি টেলিফোনের রিসিভার কানের কাছে ধরিয়া রহিলেন; সেই সময় তিনি অনেকের অস্ফুট কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন, যেন কয়েকজন লোক কোন বিষয় লইয়া উত্তেজিত ভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল।—মুহূর্ত্ত পরে ডি ডি সুপারভাইসারের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন।

সুপারভাইসার তাঁহাকে ফোনে বলিল, "দুঃখের সহিত আপনাকে জানাইতেছি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না; লাইন খারাপ হইয়া গিয়াছে দেখিতেছি! আপনি রিসিভার রাখিয়া কিছু কাল অপেক্ষা করুন, পরে আবার সংবাদ লইবেন। আশা করি আমার প্রস্তাবে আপনার আপত্তি নাই।"

ডি ডি অধীর ভাবে গর্জ্জন করিলেন; কিন্তু কি করিবেন?—তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি আর কোন সাড়া পাইলেন না।

ডি ডি পুনর্ব্বার ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন; দুই তিন মিনিট পরে উত্তর পাইলেন, "লাইন অচল হইয়াছে মহাশয়, যদি আপনার কোন জরুরি সংবাদ থাকে, তাহা হইলে বলুন—আপনার দলের লোকদের তাহা জানাইয়া দিব।"

ডি ডি বলিলেন, "ধন্যবাদ। আমি যাহা জানিতে চাহি, তাহা জানাইবার জন্য আপনাকে আমার দলের কোন লোক খুঁজিতে হইবে না, এবং আপনি সেরূপ লোকও খুঁজিয়া পাইবেন না।"

অতঃপর তিনি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া আসিয়া একখানি পত্র পাইলেন, তাহাতে লিখিত ছিল, "পুলিশের ভ্রাম্যমান গাড়ী হলওয়ের কারাগারের এক মাইল দূরে চূর্ণ হইয়াছে। তিনজন পুলিশ-কর্ম্মচারী নিহত এবং একজন সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে। কয়েদী ফেরার, তাহার সন্ধান নাই; সম্ভবতঃ আত্মরক্ষার জন্য সে পলায়ন করিয়াছে।"

ডি ডি এই সংবাদে বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বেশ সুখবর! ওয়াকারও অদৃশ্য হইয়াছে, কোথায় গিয়াছে—তাহা পরমেশ্বরই জানেন। ডিভট আমাদের চোখের উপর হইতে সরিয়া পড়িল! এবার দেখিতেছি সবুজ ত্রিভুজেরই জয়জয়কার! কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিলে বুঝিব তাহারা সত্যই চতুর। যেরূপে হউক বিপ্লবীদের চূর্ণ করিতেই হইবে।"

* * * *

সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত, ভবিষ্যদ্বক্তা হো-লি তাহার সম্মুখে সমাগত আগন্তুক চীনাম্যানটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বহু গুণান্বিত উ-সাম, তুমি এত বড় গাধা, এরূপ অদূরদর্শী, ইহা পূর্ব্বে কোন দিন ধারণা করিতে পারি নাই! এখন দেখিতেছি তোমার সকল সদ্‌গুণ দোষে পরিণত হইয়াছে। তোমার কার্য্যে স্বর্গের দেবতারা অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তুমি আমাকে কিরূপ অপ্রীতিকর কার্য্যে বাধ্য করিয়াছ তাহা তোমার ধারণা করিবার শক্তি নাই।"

আগন্তুক তাহার কথা শুনিয়া বিনীত ভাবে বলিল, "মাননীয়

হো-লি, আমি আপনার নিকট ঘৃণিত কুকুর তুল্য। হাঁ আমি কুকুর, কুকুরজাদা; হে প্রতিভাবান মহাপুরুষ, ভবিষ্যদ্দর্শী মহাত্মন, আপনি দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য না করিলে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া ঠাণ্ডি গারদে আবদ্ধ করিবে।"

হো-লি তাহার কাতর প্রার্থনা শুনিয়া মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "দেবতাদের অনুমতি ব্যতীত তোমাকে কোনরূপ সাহায্য করা আমার সাধ্যাতীত। আমাকে দেব-মন্দিরে পূজা দিতে হইবে; সেজন্য প্রচুর পরিমানে মূল্যবান অর্ঘ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। তাহা সংগ্রহ করিতে বিস্তর অর্থব্যয় হইবে। আমি অর্থকে অনর্থ মনে করি; আমি স্বয়ং তাহা সংগ্রহ করিয়া তোমার হিতার্থে ব্যয় করিব, সেরূপ সামর্থ্য বা অবসর আমার নাই। এজন্য তোমাকেই এ দেশের একশত পাউণ্ড যোগাড় করিয়া আনিয়া দিতে হইবে। যদি তুমি তাহা আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে সেই অর্থে যথাযোগ্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেবতাদের পূজা দিব, এবং কল্যাণ কামনায় তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব। তাঁহারা আমার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে সাহায্য করিবেন। বিশেষতঃ, তুমি যখন হপ-সিং সম্প্রদায়ের উৎসাহশীল কর্ম্মী, তখন তোমার নিকট একটি গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতেও আমার আপত্তি নাই।"

আগন্তুক চীনাম্যান বলিল, "মহাপুরুষ, সেই গুপ্ত কথাটি শুনিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে; আপনি দয়া করিয়া তাহা আপনার পদাশ্রিত এই কুকুরের কর্ণগোচর করিলে তাহার উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষ কৃতার্থ হইবে।"

হো-লি বলিল, "কিন্তু দেবতাদের আশীর্ব্বাদ তোমার অর্থ-সংগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে।—তবে সেই গুপ্ত কথাটি তোমার কানে কানে বলিতে আমার আপত্তি নাই।"

আগন্তুক উ-সাম হো-লির সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া তাহার মুখের কাছে কান পাতিল। হো-লি তাহার কানে কানে কয়েকটি কথা বলিলে উ-সামও মৃদুস্বরে কি বলিল।

পরামর্শ শেষ হইলে উ-সাম হো-লির নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। হো-লির উপদেশ শুনিয়া তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল; এজন্য সে উৎসাহিত ভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু সে হো-লির নিকট বিদায় লইবার সময় সপথ করিয়া তাহাকে বলিয়াছিল কোন একটি গোপনীয় ঘটনার কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।

উ-সাম প্রস্থান করিলে হো-লি প্রফুল্লচিত্তে চণ্ডুর ধূমপান করিয়া ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করিল। বেলা বারটার সময় সে পাঠ সাঙ্গ করিয়া তাহার উভয় স্ত্রীকে আহ্বান করিবার জন্য হাততালি দিল। তাহার ইঙ্গিতে উভয় পত্নীই তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল; তখন সে মুখ তুলিয়া শিং-বাঁধানো চশমার ভিতর দিয়া তাহাদের উভয়েরই মুখের দিকে চাহিল।

তখন মধ্যাহ্ন তপনের কিরণ দুঃসহ হইয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর অত্যন্ত স্থূলাঙ্গ বলিয়া নিদারুণ গ্রীষ্মে ঘর্ম্মধারায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত হইতেছিল। গরম অসহ্য হওয়ায় সে তাহার পত্নীদ্বয়কে আদেশ করিল, "তোমরা আমার সুশীলা স্ত্রী এবং আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। নারীর প্রধান কর্ত্তব্য পতিসেবা; ইহাই তোমাদের সুখ শান্তি ও পরলোকে স্বর্গলাভের একমাত্র উপায়। যে সকল শ্বেতাঙ্গ-রমণী স্বামীকে অগ্রাহ্য করিয়া পর-পুরুষের সহিত নৃত্য গীত করে ও স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে, মৃত্যুর পর তাহারা নরকে প্রেরিত হইবে; কিন্তু তোমাদের ন্যায় পতিপ্রাণা নারী অনন্তকাল স্বর্গে বাসের জন্য দেবতাদের নিকট মৌরুসী পাট্টা পাইবে। আমিই তাহা মঞ্জুর করিয়া দিব; সে জন্য প্রাণপণে আমার সেবা কর।"

আমার জাগরণে ও নিদ্রায় সমভাবে আমার সেবা করিবে। 'পতি পরম দেবতা' ইহাই প্রাচ্য মহাদেশের শাস্ত্রের বচন ; আমি দারুণ গ্রীষ্মে গলদঘর্ম্ম হইয়াছি, গরমে আমার প্রাণ বিহ্বল হইয়া দেহপিঞ্জরে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে ; অতএব তোমরা আমার দুই পাশে দাঁড়াইয়া পাখা কর। আমি বাতাস খাইয়া আরাম উপভোগ করি। আমার সেবা করিবার জন্যই দেবতারা তোমাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। এই সেবার বিনিময়ে অন্ন বস্ত্র দানে তোমাদের প্রতিপালন করিতেছি। আমরা মরিলে তোমরা অসহায় হইবে ; কিন্তু তোমরা মরিলে আমাদের দাসীর অভাব হইবে না।"

মহাপণ্ডিত হো-লির পত্নীদ্বয় পতি-দেবতার এই অমৃতময় উপদেশে কর্ণকুহর পবিত্র করিয়া তাহার দুইপাশে দাঁড়াইয়া সুগন্ধিচন্দন-পাখা দ্বারা তাহাকে বীজন করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই হো-লির সুগোল চক্ষুদ্বয় নিমিলিত হইল, এবং সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হওয়ায় তাহার মুখবিবর ও উভয় নাসারন্ধ্র হইতে সমতালে সঙ্গীতধ্বনি নিঃসারিত হইয়া সাধ্বীদ্বয়ের প্রাণে আনন্দধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

দুই ঘণ্টা নিদ্রাসুখ উপভোগের পর হো-লি চক্ষু মেলিয়া চাহিল। তখন দিবাবসান-প্রায়। হো-লি দেখিল পশ্চিম দিকের উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই কক্ষে রৌদ্র প্রবেশ করিয়া তাহার অনাবৃত পিঠ ও ঘাড় উত্তপ্ত করিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া-বসিয়া তাহার পত্নীদ্বয়ের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, কিন্তু উভয়ের একজনকেও দেখিতে পাইল না ; কারণ তাহার নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ হইবার পর, তাহাদের ইহ-পরলোকের আরাধ্য দেবতা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে বুঝিয়া, তাহারা পাখা দুইখানি ফেলিয়া-রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিয়াছিল।

হো-লি পত্নীদ্বয়ের অবাধ্যতা ও স্বার্থপরতার পরিচয় পাইয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ; কিন্তু তাহাদিগকে বিভিন্ন কক্ষে খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে সে পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল তাহারা অপরাহ্ণের চা-পানে মনোনিবেশ করিয়াছে !

হো-লি তাহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া সক্রোধে বলিল,"হাই-আই-আই ! তোমরা অত্যন্ত অবাধ্য স্ত্রী। তোমরা আমাকে নিদ্রিত দেখিয়া আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছ ; এই কার্য্যে আমি তোমাদের দুষ্প্রবৃত্তির পরিচয় পাইতেছি। তোমাদের অবাধ্যতায় আবার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছে ; এজন্য তোমাদের যথা-যোগ্য শাস্তি পাওয়া উচিত। আমি যদি তোমাদের এই অপরাধ ক্ষমা করি তাহা হইলে আমার কর্ত্তব্য অসম্পন্ন থাকিবে; কিন্তু আমি জীবনে কখন কর্ত্তব্য-পালনে ত্রুটি করি নাই। এজন্য তোমরা আমার বিবাহিতা পত্নী ও একান্ত স্নেহের পাত্রী হইলেও আমি তোমাদিগকে শাস্তি না দিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না।"—সেই কক্ষের এক কোণে যে সম্মার্জ্জনী ছিল তৎপ্রতি দার্শনিকপ্রবরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবা-মাত্র সে তাহা সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা উভয় পত্নীর সর্ব্বাঙ্গে শপাশপ্ শব্দে আঘাত করিতে লাগিল। সম্মার্জ্জনীর আঘাতে তাহার পত্নীদ্বয়ের দেহ জর্জ্জরিত হইল। তাহার দ্বিতীয়া পত্নীকে সে প্রথমা পত্নী অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত ; তথাপি সে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য পালনে শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার শাস্তির পরিমাণ অল্প হইল না। দীর্ঘকাল প্রহার করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইল ও হাতে বেদনা বোধ করিল তখন হো-লি প্রহারে বিরত হইল।

হো-লি সম্মার্জ্জনীকে বিশ্রাম দান করিয়া তাহার পত্নীদ্বয়কে বলিল, "ভবিষ্যতে যেন আর আমাকে এরূপ ব্যবহার করিতে না হয়।

তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে পতিসেবা ও পতির আদেশ-পালন প্রত্যেক নারীর প্রধান কর্ত্তব্য। প্রাচ্য মহাদেশের সকল মহাপুরুষ, সকল শাস্ত্রকার নারী জাতিকে এই উপদেশ দান করিয়াছেন। ইয়ুরোপের শ্বেতাঙ্গ জাতির নারীরা এই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের পতি-দেবতার মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে; এইজন্য ইয়ুরোপীয় সমাজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। তাহাদের সমাজে শৃঙ্খলা নাই, গার্হস্থ্য জীবনে সুখ নাই; কাহারও প্রাণে শান্তি নাই। তাহাদের সমাজ শীঘ্রই চূর্ণ হইবে। তাহাদের অধঃপতনের আর অধিক বিলম্ব নাই। নারীজাতি পুরুষের সমকক্ষ হইবে? কি স্পর্দ্ধা! কি ঘৃণিত প্রথা! আমি নিতান্ত নিরীহ লোক বলিয়া তোমরা সামান্য দণ্ড ভোগ করিয়াই রেহাই পাইলে। আমার সহজে রাগ হয় না; কর্ত্তব্য বোধেই তোমাদের যৎসামান্য শাস্তি দিলাম। যদি ক্রুদ্ধ হইতাম—তাহা হইলে তোমাদের নাক কান না কাটিয়া ক্ষান্ত হইতাম না। যাহা হউক, আমার উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে; পতিই নারীর একমাত্র দেবতা—একথা ভুলিও না।"

হো-লি পত্নীদ্বয়কে এইরূপ উপদেশ দান করিয়া বিশ্রাম-গৃহে প্রত্যা-গমন করিল। সেই সময় তাহার গুণবান পুত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল।

হো-লি বলিল, "বৎস, হো-টিং সংবাদ কি?"

হো-টিং বলিল, "মহামান্য পিতা, সংবাদ আছে বলিয়াই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি। দীর্ঘদেহ শ্বেতাঙ্গ পুলিশম্যানটা অদৃশ্য হইয়াছে। ইহা সুসংবাদ নহে। আমার বিশ্বাস, হো-মিংএর দল তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া গুম্ করিয়াছে। ওদিকে বিপ্লবী দলেরও কয়েক জন কর্ম্মীর সন্ধান নাই!"

হো-লি বলিল, "আমি ভবিষ্যদ্বেত্তা, সুতরাং এই সংবাদ আমার

অজ্ঞাত নহে। শ্বেতাঙ্গ ইন্‌পেক্টরটাকে কোথায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে —সেই সংবাদও আমার সুবিদিত। বিপ্লবীদের যে নোটগুলি বিষ-মিশ্রিত ছিল, সেগুলির কি গতি হইয়াছে—তাহাই তোমার নিকট জানিতে চাই।"

হো-টিং বলিল, "তাহা আমি পিয়ারসন নামক বিদেশীকে দিয়া আসিয়াছি। সে উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী; ইন্‌স্পেক্টরের অন্তর্দ্ধানে সে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছে। সে আমাকে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।"

হো-লি বলিল, "ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই। এখন আমি তোমাকে একখানি পত্র দিব; সেই পত্রখানি লইয়া গিয়া পিয়ারসনের হাতে দিবে। এখন আমাকে ঘুমাইতে হইবে; অতএব তুমি আর এখানে বিলম্ব করিয়া আবার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইও না।"

অতঃপর সে তাহার প্রথমা পত্নীকে ডাকিয়া পাখা আনিতে বলিল, এবং সারারাত্রি তাহাকে পাখা করিবার আদেশ দান করিয়া শয়ন করিল। সে কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইল। তাহাকে নিদ্রামগ্ন দেখিয়া তাহার প্রথমা পত্নী পাখাখানি তাহার শয্যাপ্রান্তে ফেলিয়া-রাখিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল; কিন্তু পাখা বন্ধ হইলেও হো-লির নাসিকা-গর্জ্জনের বিরাম হইল না।

অষ্টম তরঙ্গ

বিপ্লবীদের নূতন শিকার

ওয়াকার হাঁই তুলিয়া দীর্ঘদেহ প্রসারিত করিল; সুনিদ্রায় তাহার ক্লান্তি দূর হইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে দুই হাতে মাথা টিপিতে লাগিল। আঘাতে তাহার মাথা ফুলিয়া উঠিয়াছিল; সেই স্ফীতি টুটিয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও বেদনা ছিল। তথাপি সে বেশ সুস্থ বোধ করিল।

ওয়াকার মনে মনে বলিল, "প্রথমেই আমাকে শিকল ছিঁড়িয়া মুক্তিলাভ করিতে হইবে। আমাকে গরুর মত গোঁজের সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে—ইহা অসহ্য।"

সে তাহার ফ্লাস্কের কাক খুলিয়া অবশিষ্ট মদটুকু গলায় ঢালিয়া দিল। মদ্যপান করিয়া তাহার দেহ যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সবল মনে হইল; মানসিক অবসাদ কাটিয়া গেল, এবং সে স্ফূর্তি বোধ করিতে লাগিল। শরীরও বেশ গরম হইয়া উঠিল। এই বার সে দুই হাতে শিকলটি ধরিয়া তাহাতে সজোরে একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিতেই শিকল ছিঁড়িয়া দুই ফিট তাহার কোমরে ঝুলিতে লাগিল। সে আশা করিয়াছিল শিকলের কয়েক ফিট গোড়ায় ছিঁড়িয়া তাহার দেহের সঙ্গে ঝুলিতে থাকিবে, এবং প্রয়োজন হইলে সে তাহা আয়ুধ রূপে ব্যবহার করিতে পারিবে; কিন্তু শিকলের যে অংশ তাহার কোমরে ঝুলিতে লাগিল, তাহা পরীক্ষা করিয়া সে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; কারণ সে বুঝিতে পারিল

উহা ঐ ভাবে ঝুলিতে থাকিলে তাহাকে হয়-ত অসুবিধায় পড়িতে হইবে। শত্রুরা তাহাতে আক্রমণ করিলে ঐ শিকলের সাহায্যে যেখানে ইচ্ছা টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে, এবং তাহাকে সম্পূর্ণ কায়দায় রাখিতে পারিবে। শিকলের সেই অংশটি কোমরের নীচে ঝুলিতে দেখিয়া সে তাহা জড়াইয়া ট্রাউজারের পকেটে পুরিয়া রাখিল; তাহার পর সে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

কিন্তু দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও সে মুক্তিলাভের কোন ফন্দী আবিষ্কার করিতে পারিল না। তাহাকে যে গুদাম-ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহা এরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন যে, তখন দিন কি রাত্রি তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার ধারণা হইল—তখন গভীর রাত্রি; কিন্তু তাহার এইরূপ ধারণার কারণ কি তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে সঙ্কল্প করিল—যেরূপেই হউক সেই কারাকক্ষের বাহিরে তাহাকে যাইতেই হইবে। এজন্য বিলম্ব করিলে চলিবে না। কিছুকাল পরে কোয়ান তাহার জন্য খাবার লইয়া আসিবে—ইহা সে জানিত; এই জন্য সে স্থির করিল ওয়ান খাবার লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেই সে তাহাকে হঠাৎ এমন ভাবে আক্রমণ করিবে যে, চীন্যম্যানটা সেইরূপ আকস্মিক আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিবার সুযোগ না পায়; এইরূপে ওয়াকারের আশা হইল সে জয়লাভ করিবে। ওয়াকার বাহুর সুদৃঢ় পেশীগুলি টিপিয়া দেখিল, এবং মনে মনে বলিল, যদি সে সেই বিশালকায় চীনাম্যান গুণ্ডাটাকে শারীরিক বলে পরাস্ত করিতে না-ও পারে তাহা হইলে কৌশলে তাহাকে বশীভূত করিবে। মানুষ বলবান হইলেই যে, সকল সময় দুর্ব্বলকে পরাস্ত করিতে পারে —ওয়াকার ইহা বিশ্বাস করিত না; সে জানিত দুর্ব্বল ব্যক্তিও বুদ্ধি-কৌশলে বলবানকে পরাজিত করে।

ওয়াকার সেই কারাকক্ষে প্রায় এক ঘণ্টা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। সে সেই দীর্ঘকালেও দ্বারের বাহিরে কাহারও পদশব্দ, কি অন্য কোন প্রকার শব্দ শুনিতে পাইল না। আরও দশ মিনিট পরে সে দ্বারের বাহিরে সেই বিশাল-দেহ চীনাম্যানের পদশব্দ শুনিতে পাইল; কিন্তু সেই শব্দ অত্যন্ত মৃদু। ওয়াকার জানিত এই ভাবে পদবিক্ষেপ করাই চীনাম্যানদের চরিত্রগত বিশেষত্ব; তাহারা অতি ধীরে পদবিক্ষেপ করে।

দুই এক মিনিট পরে কারাকক্ষের দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইল। তাহার পর চীনাম্যানটা তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে প্রবেশ না করিয়া দ্বারের ফাঁক দিয়া প্রথমে তাহার মাথাটি কক্ষের ভিতর বাড়াইয়া দিল।

ওয়াকার স্থিরভাবে বসিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। চীনাম্যানটা যাহাতে শিকলের ছিন্ন অংশটি হঠাৎ দেখিতে না পায় এই উদ্দেশ্যে সে শিকলটিকে পিঠ দিয়া আড়াল করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু তাহার বসিবার ভঙ্গি দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত সে চীনা-ম্যানটার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে স্থির করিয়াছিল—চীনাম্যানটা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া যতক্ষণ ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ না করিবে—ততক্ষণ সে তাহাকে আক্রমণ করিবে না; কারণ যদি অন্য কোন চীনাম্যান বাহিরে থাকিয়া তাহার অভি-সন্ধি বুঝিতে পারে—তাহা হইলে খোলা দরজা দিয়া সে অবিলম্বে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কোয়ানকে সাহায্য করিবে। একাধিক চীনাম্যান সেই কক্ষে আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিলে তাহার জয়লাভের আশা থাকিবে না। ওয়াকার জানিত চীনাম্যানটা যখনই তাহার খাবার লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিত, সেই সময় সে ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার নিকট আসিত।

এই জন্যই ওয়াকার আশ্বস্ত হৃদয়ে সেইরূপ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

কোয়ান প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার খাবার আনিত, এবং তাহা তাহার সম্মুখে রাখিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিত। তাহাকে কোন দিন বিপন্ন হইতে হয় নাই; এ জন্য সেদিনও বিপদের আশঙ্কা তাহার মনে স্থান পাইল না। সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া দ্বার বন্ধ করিতে লাগিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ওয়াকার সুযোগ বুঝিয়া তাহার ঘাড়ের উপর বাঘের মত লাফাইয়া পড়িল। চীনাম্যানটার সুপ্রশস্ত কাঁধে তাহার স্থানের অভাব হইল না। ওয়াকার তাহার কাঁধে কায়দা করিয়া বসিয়া-পড়িয়া বাঁ হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল; এরূপ জোরে টিপিয়া ধরিল যে, সাধারণ কোন লোকের গলা সে সেই ভাবে ধরিলে তাহার গলার হাড় চূর্ণ হইত। (which would have broken the neck of any ordinary man.) ওয়াকার তাহার পর ডান হাত নামাইয়া চীনা-ম্যানটার তলপেটে এরূপ জোরে ঘুসি মারিতে লাগিল যে, চীনাগুণ্ডাটা তাহার আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ওয়াকারকে পিঠে লইয়াই চিৎ হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ওয়াকার তাহার সুগুরু দেহভার দ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়াও তাহার গলা ছাড়িল না। চীনা জোয়ানটা তাহার কবল হইতে উদ্ধার লাভের জন্য উভয় হস্তে তাহাকে নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। উভয়ে মাটীতে পড়িয়া যেন গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ আরম্ভ করিল। (and then began a battle of giants) প্রায় আধ ঘণ্টা তাহাদের ধস্তাধস্তি চলিল। সেই যুদ্ধে দুইবার ওয়াকারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল; কিন্তু অদ্ভুত কৌশলে সে সামলাইয়া লইল। সে চীনাম্যানটার দেহে এলো-

পাথাড়ি কিল ঘুসি মারিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই গুদাম ঘরের কোন শব্দ বাহির হইতে শুনিবার উপায় ছিল না। (the room was practically sound-proof) বিশেষতঃ, সেই কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ থাকায় সেখানে কাহারও প্রবেশের উপায় ছিল না; এই জন্য বিপন্ন চীনাম্যানটা কাহারও সাহায্য লাভের আশা করিতে পারিল না।

এইভাবে যুদ্ধ করিয়া ওয়াকারের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাপ্লুত হইল, তাহার ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা ঝরিয়া মুখমণ্ডল প্লাবিত করিল। তাহার সার্ট টুকরা-টুকরা হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। কোয়ান তাহার কাঁধ নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করায় ক্ষতস্থান হইতে শোণিতরাশি ঝরিয়া তাহার পরিচ্ছদ প্লাবিত করিল। কোয়ান বলবান পালোয়ান। চীনাম্যানদের মধ্যে যাহারা বড় বড় কুস্তিগীর এবং ব্যায়ামে পারদর্শী, তাহারা যুই-ডো নামক একপ্রকার ব্যায়ামে অভ্যস্ত; কোয়ানও যুই-ডোতে অভিজ্ঞ ছিল। সে যাহাকে ধরিত তাহার পেশী-গুলিকে অতি সহজে অসাড় করিতে পারিত; বিশেষতঃ তাহার দেহে অসাধারণ বল ছিল। সে ওয়াকারকে দুইবার দুই হাতে শূন্যে তুলিয়া সেই কক্ষের প্রাচীর-গাত্রে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু ওয়াকার অদ্ভুত কৌশলে তাহার চেষ্টা বিফল করিল। ওয়াকার ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেও অবিশ্রান্ত ভাবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহে কিল চড় ঘুসি ও লাথি মারিতে লাগিল। ওয়াকারের পদদ্বয় পাদুকামণ্ডিত থাকায় তাহার পদাঘাতে চীনাম্যানটাকে আহত হইতে হইল। কোয়ানও ওয়াকারকে কয়েকবার পদাঘাত করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পায়ে জুতা ছিল না, এজন্য তাহার 'গোদা'-পায়ের লাথি ওয়াকারের অসহ্য হইল না।

ওয়াকার যথাসাধ্য চেষ্টায় দুই হাতে পুনর্ব্বার তাহার আততায়ীর গলা টিপিয়া ধরিল, এবং তাহার কণ্ঠনালীতে এরূপ বল প্রয়োগ করিল যে, চীনাম্যানটার দেহের সমস্ত রক্ত তাহার মুখমণ্ডলে সঞ্চিত হওয়ায় তাহার মুখ অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। সে ওয়াকারের দৃঢ়মুষ্টি অপসারিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অবশেষে সে ওয়াকারের চক্ষুর ভিতর অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিবার জন্য হাত বাড়াইলে ওয়াকার তাহার টুটি না ছাড়িয়া মুখব্যাদান করিল এবং তাহার উদ্যত হাত দাঁত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া এরূপ জোরে চাপ দিল যে, চীনাম্যানটা যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আর্ত্তনাদ করিল। তাহার পর সে ওয়াকারের পদাঘাতে এরূপ বেগে মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইল যে, সেই কক্ষের মেঝে ভূমিকম্পের মত কাঁপিয়া উঠিল। সেই সময় ওয়াকার চক্ষুর নিমেষে উঠিয়া তাহার বুকের উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহার গলা দুই পায়ে চাপিয়া ধরিল; তথাপি চীনাম্যানটা আর নড়িল না; সে আড়ষ্ট দেহে চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া ওয়াকার তাহার দেহের উপর হইতে নামিয়া পড়িল এবং তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে!

ওয়াকার চীনাম্যানটার আকস্মিক মৃত্যুতে ভীত হইয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে তাহার দেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল; তখন তাহার দেহ অবসন্ন, নড়িবার শক্তি ছিল না। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল। সে রুদ্ধ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ঘুরিয়া পড়িল, আর তাহার উঠিবার শক্তি হইল না; মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

ওয়াকার কতক্ষণ সেইভাবে সেখানে পড়িয়া ছিল, তাহা সে জানিতে

পারিল না। সে যখন চেতনা লাভ করিল তখন তাহার মনে হইল সে দীর্ঘকাল সেই স্থানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া ছিল। সে উঠিয়া দেখিল কোয়ান তাহার আহারের জন্য যে কয়েকখানি পিঠা ও পাত্রপূর্ণ চা আনিয়াছিল, তাহা তখনও দ্বারের অদূরে পড়িয়া ছিল; সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেগুলি টানিয়া লইয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিল। চা তখনও অল্প গরম ছিল, তাহা পান করিয়া সে অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিল; তাহার মনে হইল সেরূপ মুখরোচক চা সে বহুদিন পান করে নাই। তাহার ফ্লাস্কে তখনও কয়েক বিন্দু সুরা ছিল, তাহা সে জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে লাগিল। তাহার পর সে কি করিবে—তাহাই ভাবিতে লাগিল।

কোয়ান তখন পর্য্যন্ত বিপ্লববাদীদের দলে প্রত্যাগমন না করায় তাহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহের উদয় হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সে বিপ্লববাদীদের দলের একজন প্রধান কর্ম্মী। দলের সকলেরই ধারণা হইল কোন কারণে তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইতেছিল; কিন্তু ওয়াকার সে কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। তাহার মনে হইল সে তাহার খাবার লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাকে ফিরিতে না দেখিলে তাহার দলের লোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিবে; তাহারা তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইলে ওয়াকারকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিবে—এবিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। ওয়াকারকে হঠাৎ সে ভাবে নিহত হইতে না হয় এই উদ্দেশ্যে সে কোয়ানের মৃতদেহটি টানিয়া লইয়া গিয়া সেই কক্ষের এক কোণে পর্দ্দার আড়ালে রাখিয়া আসিল। কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলে হঠাৎ তাহা দেখিতে পাইবে তাহার সম্ভাবনা রহিল না। সে তাহার আপাদমস্তক এ ভাবে আচ্ছাদিত করিল যে, কেহ তাহা দেখিলেও মনে করিত ওয়াকারই

সেখানে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছে। সে ঐ শ্রেণীর আগন্তুকের ভ্রম উৎপাদনের জন্য নিজের জ্যাকেটটি খুলিয়া তদ্বারা কোয়ানের মস্তক ও স্কন্ধ আচ্ছাদিত করিল। তাহার পর সে সেই গুদাম-ঘরের দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে সম্মুখে অগ্রসর হইল।

সে সেই পথে জনপ্রাণীও দেখিতে পাইল না। সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কোনও দিকে আলো দেখিতে পাইল না। সে যে পথ দিয়া চলিল তাহা ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ-পথ বলিয়াই তাহার ধারণা হইল। তাহার পদতলে নলের মাদুর গালিচার মত প্রসারিত ছিল; তাহারই উপর দিয়া সে চলিতে লাগিল, এজন্য তাহার পদবিক্ষেপে শব্দ হইল না।

কিছু দূর চলিয়া সে পথের এক পাশে একটি কক্ষ দেখিতে পাইল। কক্ষটি ক্ষুদ্র, এবং তাহার দ্বার অর্দ্ধোন্মুখ ছিল। সে সতর্ক ভাবে সেই দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই দ্বারের ভিতর দিয়া সে মৃদু আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইল। তাহার মনে হইল যদি সেই কক্ষে কোন লোক থাকে এবং সে দৈবাৎ তাহাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহার জীবন পুনর্ব্বার বিপন্ন হইবে।

সে দ্বারের ফাঁক দিয়া সেই কক্ষটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিল কক্ষটি চীন দেশের প্রথায় সজ্জিত। সেই কক্ষে একখানিও টেবিল বা চেয়ার ছিল না। মেঝের উপর একখানি দেশীয় মাদুর প্রসারিত ছিল, এবং তাহার দেওয়ালের নিকট চারিখানি কাঠের তক্তপোষ সংস্থাপিত ছিল। সে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া কাহারও কাহারও নাসাগর্জ্জন শুনিতে পাইল, সুতরাং সেই সকল তক্তপোষে চীনাম্যানেরা ঘুমাইতেছিল ইহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি তেলের

প্রদীপ জ্বলিতেছিল ; তাহারই মৃদু রশ্মি তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সেই আলোকে দেখিতে পাইল, তিনজন লোক কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তিনখানি তক্তপোষে নিদ্রা যাইতেছিল।

ওয়াকার নিঃশব্দ-পদবিক্ষেপ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। অতঃপর সে বহুদর্শী ও সতর্ক ডিটেক্টিভের মতই কায করিতে লাগিল। সে পকেট হইতে ম্যাচ-বাক্স বাহির করিয়া তাহার কাঠী জ্বালিল, এবং সেই কাটী হাতে লইয়া একখানি তক্তপোষের নিকট উপস্থিত হইল। সে সেই জ্বলন্ত কাঠীর সাহায্যে একজন নিদ্রিত চীনাম্যানের মুখ পরীক্ষা করিল। চীনাম্যানটা চক্ষু মুদিয়া ও মুখবিবর ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল।

ওয়াকার সেই নিদ্রিত চীনাম্যানের মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, "আমি এই রকমই মনে করিয়াছিলাম। এই লোকগুলা নেশায় আড়ষ্ট হইয়া ঘুমাইতেছে।"—সে তাহাদের তিনজনকেই সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল তাহারা অহিফেন-ধুম (চণ্ডু) পান করিয়া অজ্ঞান হইয়াছে ; সুতরাং সে সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল ইহা তাহাদের বুঝিবার শক্তি ছিল না।

ওয়াকার ক্ষণকাল পরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল এবং দ্বারটি বন্ধ করিল। সে সেই কক্ষের পার্শ্বস্থ পথ দিয়া কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া বুঝিতে পারিল সেই গলিটি কানা গলি, সম্মুখে পথ ছিল না। কিন্তু বাহিরে যাইবার জন্য কোন দিকে পথ ছিল, ইহা বুঝিতে পারিলেও সে অনুসন্ধানে সেরূপ কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিল না। তাহার ধারণা হইল হয় ত কোন গুপ্তদ্বার বা অলক্ষ্য পথ আছে ; কিন্তু তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন বলিয়াই তাহার মনে হইল। ওয়াকার

ফিরিয়া চলিয়া দেওয়ালের বিপরীত দিকের এক স্থানে উপস্থিত হইল। সহসা কি একটা দ্রব্য তাহার মুখে ঠেকিল; সে তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিল এবং পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল তাহা রজ্জুসোপান। সে তৎক্ষণাৎ তাহা তুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল মালয় দেশের নাবিকেরা শনের অনেকগুলি তার পাকাইয়া যেরূপ সুদৃঢ় রজ্জু প্রস্তুত করে, সেইরূপ রজ্জু দ্বারা সেই সিঁড়ি নির্ম্মিত। ওয়াকার সেইরূপ রজ্জুসোপান পূর্ব্বেও দেখিয়াছিল; কারণ চীনাম্যানদের জীবন-যাত্রার প্রণালী সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা থাকায় সে তাহাদের ব্যবহৃত অনেক দ্রব্যই চিনিত। সে বুঝিতে পারিল তাহাকে নদীর সন্নিহিত কোনও গুদামে আবদ্ধ করা। হইয়াছিল তাহার এই অনুমান মিথ্যা নহে।

ওয়াকার সেই রজ্জু সোপানের মুড়া ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিল; তাহার পর তাহা ধরিয়া ঝুলিয়া বুঝিতে পারিল তাহা তাহার ভার-বহনের অযোগ্য নহে; সে তাহার সাহায্যে ঊর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা করিলে তাহা ছিঁড়িয়া পড়িবে না। অতঃপর সে সেই সিঁড়ি ধরিয়া ধীরে ধীরে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। সে সেই সিঁড়ির ঊর্দ্ধস্থ সোপানে উঠিয়া হইয়া একটি ঘরের মেঝে দেখিতে পাইল; তাহার সম্মুখে একটি ফুকর। সিঁড়িখানি সেই ফুকরের এক প্রান্তে আবদ্ধ ছিল।—ওয়াকার সেই ফুকরের ভিতর দিয়া সেই কক্ষের দীপালোক দেখিতে পাইল।

ওয়াকার সেই সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া কাহার একজোড়া পা দেখিতে পাইল; পদদ্বয় পায়জামা-মণ্ডিত। কোনও লোক সেই সময় সেই কক্ষ হইতে সিঁড়ি দিয়া নীচে যাইতেছিল। ওয়াকার তৎক্ষণাৎ তাড়াতাড়ি সেই সিঁড়ির সাহায্যে নীচে নামিয়া অন্ধকারে লুকাইল। সে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তুইজন লোকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল; একজন

তাহার ধারণা হইল সেই সিঁড়ি দিয়া দুইজন লোক নীচে নামিয়াছিল। সে পূর্ব্বে যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এবার তাড়াতাড়ি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি তক্তপোষের নিকট উপস্থিত হইল। সে সেই তক্তপোষে শায়িত চীনাম্যানের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শয্যাশায়ী চীনাম্যানটা এক-হাতে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া অন্য হস্তে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা ঊর্দ্ধে তুলিল! সেই ছোরার ফলা অদূরবর্ত্তী দীপের আলোকে ঝক্-মক্ করিতে লাগিল।

সেই চীনাম্যানটা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "শাদা ভূত!"

ওয়াকার তৎক্ষণাৎ দুই হাতে সেই লোকটার গলা টিপিয়া তাহার শ্বাসরুদ্ধ করিল; তাহার পর তাহাকে ঠেলিয়া-ফেলিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিল এবং কম্বল দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পূর্ব্বোক্ত চীনাম্যানদ্বয় সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

* * * * *

ডি ডি অস্ফুট গর্জ্জন করিয়া টেলিফোনের রিসিভারটা এরূপ বেগে রাখিয়া দিলেন যে, তাঁহার কলমটা ছিট্‌কাইয়া মেঝেতে পড়িয়া গেল। ওয়াটারসন তাহা চেয়ারের তলা হইতে কুড়াইয়া লইলেন; তাহার পর তিনি বলিলেন, "কোন সংবাদ নাই?"

ডি ডি বলিলেন, "কোন সংবাদ নাই। ওয়াকার যে মুহূর্ত্তে ইয়ার্ড হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার আর কোন সন্ধান নাই; যেন সে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে!"

ওয়াটারসন বলিলেন, "ট্যাক্সিগুলার খবর কি?"

ডি ডি বলিলেন, "আমি সকলগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি;

কিন্তু কোন ট্যাক্সিতে ওয়াকারের চেহারার মত একটি লোকও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।"

ওয়াটারসন ক্ষুব্ধ ভাবে বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয়, পিয়ারসন, যেরূপে হউক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। এজন্য কুড়ি হাজার পুলিশম্যান নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাতেও আমি রাজী আছি; এবং যদি লণ্ডনের চীনাপল্লীর প্রতিঘরে খানাতল্লাস করিতে হয়, প্রত্যেককে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিতে হয়—তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না। লাইম-হাউসে যত চীনাম্যানের বাস, ততজন পুলিশ সেখানে উপস্থিত হইবে। আমরা ওয়াকারকে খুঁজিয়া বাহির করিব; আর যদি তাহাকে না পাই তাহা হইলে তাহার ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহার সন্ধান লইব। ডিভট জেলখানার পথ হইতে বিপ্লবীদের সাহায্যে পলায়ন করিয়াছে—এজন্য আমরা দুঃখিত নহি। তাহার পলায়নের জন্য তোমারও কেহ দোষ দিতে পারিবে না। মানুষের যাহা সাধ্য তাহা তুমি করিয়াছ। ওয়াকার চেষ্টা করিলেও তাহার পলায়নে বাধা দিতে পারিত না।"—পুলিশ-কমিশনার উঠিয়া বাহিরে চলিলেন।

ডি ডি দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিয়া বলিলেন, "নমস্কার মহাশয়! ওয়াকারকে তাহারা কিরূপ বিপদে ফেলিয়াছে, আমি তাহার সন্ধান লইবার চেষ্টা করিব। যদি আমাকে এজন্য এক বৎসর ধরিয়া পরিশ্রম করিতে হয় তাহারও ত্রুটি করিব না।"

পুলিশ-কমিশনার বলিলেন, "কিন্তু তুমি সতর্ক থাকিও। ইন্স্পেক্টর ওয়াকারকে হারাইয়া যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছি, আবার যেন তোমাকে হারাইতে না হয়। আশা করি এই সকল নরপশু পুনর্ব্বার নরহত্যার জন্য প্রলুব্ধ হয় নাই।"

ডি ডি বলিলেন, "হো-লি বিষমিশ্রিত সন্দেহে যে সকল নোট পাঠাইয়াছিল, আপনি কি কোন বিশ্লেষক দ্বারা সেগুলি পরীক্ষা করাইয়াছেন ?"

মেজর বলিলেন, "না, এখনও তাহা পরীক্ষার জন্য পাঠাই নাই। আমার বিশ্বাস, বিপ্লবীরা আমাদিগকে নানা প্রকার অসুবিধায় ফেলিবার চেষ্টা করিবে। তুমি হো-লির সঙ্গে একবার দেখা করিবে ? আমার মনে হয় সে ওয়াকারের গতিবিধির সংবাদ জানে ; এ বিষয়ে সে তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে।"

ডি ডি বলিলেন, "এ কথা পূর্ব্বে আমার মনে হয় নাই ; যাহা হউক, আমি এখনই গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিব। যদি সে ওয়াকারের গতিবিধির সন্ধান দিতে না পারে তাহা হইলেও যাহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া-গিয়া গুম করিয়া রাখিয়াছে—তাহাদের সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিবে। এই লোকটা লাইম-হাউসের নাড়ি-নক্ষত্রের খবর রাখে, এবং সেখানে তাহার প্রভাব প্রতিপত্তি ডাউনিং ষ্ট্রীটে প্রধান মন্ত্রীর প্রভাব প্রতিপত্তি অপেক্ষা অল্প নহে।"

পুলিশ কমিশনার প্রস্থান করিলে ডি ডি একটি পিস্তল ও কতকগুলি অতিরিক্ত কার্ত্তুজ সঙ্গে লইয়া আফিস ত্যাগ করিলেন। পিয়ারসন কয়েক মিনিট পরে হো-লির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

ডি ডি যখন হো-লির গৃহে উপস্থিত হইলেন তখন হো-লি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। ডি ডি বিশেষ প্রয়োজনে হো-লির সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া হো-লির একটি স্ত্রী তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল।

হো-লি অর্দ্ধ-উন্মিলিত নেত্রে তাহার পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "কে রে মাগী! (Huic woman !) এ কি রকম বদ্-খেয়াল ?"

হো-লির সাধ্বী পত্নী বিনীত ভাবে বলিল, "না প্রভু, ইহা আমার বদ্‌খেয়াল নহে। শাদা আদ্‌মীদের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী আপনার নিকট উপদেশ লইতে আসিয়াছে।"

হো-লি ডি ডিকে চিনিত, এবং তাঁহার পদগৌরবও তাহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে বিপদে ফেলিতে পারেন এ সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতারও অভাব ছিল না। ডি ডি কি উদ্দেশ্যে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, ইহা সে সহজেই অনুমান করিতে পারিল। এজন্য সে আলস্য ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং দুই হাতে চক্ষু ডলিয়া বাহিরে আসিল।

সে ডি ডিকে দেখিয়া বসিতে অনুরোধ করিল এবং অভিবাদনের জন্য উদরে হাত বুলাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনি কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি; যদি এই সামান্য বিষয়টি আমার অজ্ঞাত থাকিত তাহা হইলে আমার স্বজাতীয় লোকগুলি আমার ভবিষ্যদ্বাণীর উপর নির্ভর করিত না, এবং মহাজ্ঞানী বলিয়া আমার প্রতি সম্মানও প্রদর্শন করিত না। কিন্তু বিনয়ই পণ্ডিত লোকের ভূষণ; এইজন্য আমি আত্মশ্লাঘা না করিয়া আপনাকে জানাইতেছি, আপনি ওয়াকার নামক তাঁবেদারটির সন্ধান জানিবার জন্যই আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। এমন কি, আমার নিদ্রাভঙ্গ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; কিন্তু আমি ক্ষমাশীল এবং কখনও ক্রোধ করি না; এজন্য আপনার ব্যবহারে আমি অসন্তুষ্ট হই নাই।"

ডি ডি তাহার কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তোমার অনুমান সত্য; কিন্তু আমার মনের ভাব তুমি কিরূপে বুঝিলে তাহা ভাবিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।"

হো-লি বলিল, "যাহারা আমার শক্তির পরিচয় পাইয়াছে তাহারা বিস্মিত হয় না; অবিশ্বাসী বিধর্ম্মীরা আমার জ্ঞানের পরিমাণ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হয় বটে, কিন্তু আমি তাহাদের মূঢ়তা দর্শনে বিস্মিত হই না। আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি ভবিষ্যৎদর্শী, কোন ব্যাপারই আমার অগোচর থাকে না। আমি কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছি তাহা আপনাদের ধারণা করিবার শক্তি নাই। আপনার সেই তাঁবেদারটি সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার সুবিদিত। —আমি শ্বেতাঙ্গ ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের কথা বলিতেছি।"

ডি ডি বলিলেন, "তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে তোমার ক্ষমতা অসাধারণ! যাহা হউক, সর্ব্বাগ্রে আমি জানিতে চাই—ওয়াকার এখন কোথায় ও কি অবস্থায় আছে? তুমি কি তাহার সংবাদ বলিতে পারিবে?"

হো-লি গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমি তাহা বলিতে না পারিলে আর অন্য কে বলিতে পারিবে? আমার মত ভবিষ্যদ্বেত্তা কি চীনা-ম্যানদের মধ্যে আর কেহ আছে? আপনি আর কাহাকেও এই প্রশ্ন করিলে সে আপনাকে উত্তর দিতে পারিবে? না, অন্য কাহারও সাধ্য নাই; কিন্তু বিশেষ কোন কারণে আমি আপনার সেই তাঁবেদারটি সম্বন্ধে কোন কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আমার এই উত্তর শুনিয়া আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না।"

ডি ডি তাহার কথা শুনিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিরক্তিসূচক একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিলেন। তিনি জানিতেন সেই ধূর্ত্ত চীনাম্যান যদি কোন কারণে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে তাহার মুখ হইতে সে কথা বাহির করা অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া জ্ঞাতব্য সকল কথা বলিতে বাধ্য

করিবার জন্য তখন তাঁহার আগ্রহ হইল না। এইজন্য তিনি প্রশ্নটি ঘুরাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওয়াকার এখনও জীবিত আছে কি? হে বিজ্ঞ মহাপুরুষ, আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আশা করি তোমার আপত্তি হইবে না।"

হো-লি বলিল, "হাঁ, সে জীবিত আছে; আপনার আমার মতই তাহার দেহে প্রাণের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আপনারা কি কৌশলে তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন, তাহা আমি গণনা দ্বারা এখনও স্থির করিতে পারি নাই; কারণ এ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। তবে আমার অনুমান, তাহাকে উদ্ধার করা আপনাদের পক্ষে সহজ হইবে না। হো-মিং সম্প্রদায়ের কর্ম্মীরা তাহাকে তাহাদের সদর আড্ডায় কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে—ইহা আমি গণনা দ্বারা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি। যে স্থানে তাহাকে তাহারা আটক করিয়া রাখিয়াছে সেই স্থানের নাম—ব্রোঞ্জ ক্রিসান্থিমম্ ষ্ট্রীট।"

ডি ডি বলিলেন, "তোমার একথা কি সত্য? যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে কি উপায়ে তাহাকে উদ্ধার করিব—তাহা জানিবার জন্য তোমার গণনার প্রয়োজন হইবে না; কারণ আমি এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই স্থান খানাতল্লাস করিয়া বিপ্লবীদের সকলের হাতে হাতকড়ি দিতে পারিব। তাহাদের এত স্পর্দ্ধা যে, তাহারা আমাদের দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অসীম শক্তিসম্পন্ন সরকারের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতেছে! ক্ষুদ্রশক্তি বিদেশী প্রজার এই স্পর্দ্ধা মার্জ্জনার অযোগ্য। তাহাদের জানা উচিত শান্তি স্থাপনের জন্য, আইনের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের দলের সকলকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জেলে পুরিতে পারেন ব্রিটীশ সরকারের সে শক্তি আছে।"

হো-লি ডি ডির কথা শুনিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল; তাহার পর উদরে হাত বুলাইয়া, উদরস্থিত জ্ঞানের উৎস-মুখ উদ্ঘাটিত করিয়া বলিল, "কোতোয়াল সাহেব, ঐরূপ কায আপনারা কখন করিবেন না। হয় ত আপনাদের চেষ্টা সফল হইবে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আপনারা এই কায করিবেন—সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।"

ডি ডি অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "কোন্ উদ্দেশ্য ?"

হো-লি বলিল, "ওয়াকারের উদ্ধারসাধন। আপনারা ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিলেই ওয়াকারকে মরিতে হইবে। হাঁ, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইবে। (very certainly he would die.) হাঁ, তাহার মৃত্যু হইবে এবং আপনারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার মৃতদেহ আবিষ্কার করিতে পারিবেন না।"

এই সময় হো-লির একটি ভৃত্য তাহাকে হুঁকা আনিয়া দিলে সে প্রশান্ত চিত্তে ধূমপান করিতে লাগিল।

ডি ডি তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা তোমার নিকট জানিতে চাই। সে এই ভাবে বিভীষিকাবাদী বিপ্লবীদের আড্ডায় অনির্দ্দিষ্ট কাল আটক থাকিবে—ইহা হইতেই পারে না। তাহারা ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হত্যা করিতে পারে। যদি তাহারা তাহাকে হত্যা করে তাহা হইলে তাহার মৃতদেহ আবিষ্কার করিয়া কি ফল হইবে? আমাদের সেই চেষ্টাও হয় ত বিফল হইতে পারে।"

হো-লি বলিল, "কিন্তু আমি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি একটি লোককে তাহার সহায্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছি; সেই লোকটি হুপ-সিং দলেরই একজন পদস্থ সহযোগী।"

ডি ডি বলিলেন, "তাহার সহায়তায় আমাদের কি উপকার হইবে?

বিশেষতঃ, এরূপ বিপজ্জনক ব্যাপারে আমরা হপ-সিং দলের কোন লোকের সহায়তায় নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, এবং তাহা কর্ত্তব্য বলিয়াও মনে করি না।"

হো-লি বলিল, "আমি যাহার কথা বলিলাম—তাহার নাম উ-সাম। সে যদিও হপ-সিং সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু হো-মিং সম্প্রদায়ের লোক তাহাকে বিপ্লবীদলের কর্ম্মী বলিয়াই জানে। সে গত দুই দিন হইতে আপনার সেই তাঁবেদারটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে। সে অসাধারণ ধূর্ত্ত; সে ঠিক সময়ে আমার নিকট সকল সংবাদ প্রকাশ করিবে।"

ডি ডি তাহার কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও তোমাদের দলের একজন লোক হো-মিং নামক বিপ্লবী-দলে যোগদান করিয়া তোমার গুপ্তচরের কায করিতেছে?"

হো-লি বলিল, "হাঁ, আপনি ঠিকই অনুমান করিয়াছেন। উ-সাম অসাধারণ চতুর; এজন্য তাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করায় আমাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। সে কথায় কথায় টাকার দাবি করিতেছে। বিশেষতঃ, তাহাকে যে ভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে—তাহা সহজ নহে; যে-কোন মুহূর্ত্তে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে।"

ডি ডি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "দেখ হো-লি, আমি তোমার ঐ সকল কৈফিয়ৎ শুনিতে চাহি না। আমি তোমাকে একটা কথা বলিয়া যাইতেছি; তাহা তুমি বিশ্বাস করিতে পার। ওয়াকার যে দিন সুস্থ দেহে আমাদের স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে ফিরিয়া যাইবে—সেই দিনই আমি আমার নিজের পকেট হইতে তোমাকে পাঁচশত পাউণ্ড পুরস্কার দিব।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

হো-লি বিনীত ভাবে বলিল, "ভগবান তথাগতের যদি এইরূপই ইচ্ছা হয়—তাহা হইলে কে তাঁহার ইচ্ছায় বাধা দিবে? আপনার নিকট ঐ টাকা পাইলে আমি তদ্দারা দেবতার পূজা দিব। কিন্তু আপনি আমার একটি কথা স্মরণ রাখিবেন; এখন আপনারা হো-মিং সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণে বিরত হইবেন। এখন তাড়তাড়ি আপনারা তাহাদের কাহারও কোন অনিষ্ট করিবেন না; কারণ আপনারা ঐরূপ কোন কায করিলে ওয়াকারের জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। তাহারা তখনই তাহাকে হত্যা করিবে। তাহারা কিরূপ ভীষণপ্রকৃতির দুর্দ্দান্ত শয়তান, আপনারা তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছেন। কাযটা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না; কারণ তাহাদের প্রধান আড্ডাটি নদীতীরেই অবাস্থত, এবং কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি গাঢ় তমসাচ্ছন্ন।"

ডি ডি তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন, "দেখ হো-লি, তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই; এই ব্যাপারের সকল ভার আমি তোমারই হস্তে অর্পণ করিলাম। কারণ আমি জানি তুমি অতি সজ্জন এবং পুলিশের হিতাকাঙ্ক্ষী।"

হো-লি দন্তবিকাশ করিয়া বলিল, "ও কথা খুব ঠিক; আপান খাঁটি কথাই বলিয়াছেন। আমরা চীনাম্যানেরা পরম সাধু লোক; বিশেষতঃ সরকারের সহিত বিরোধ করিতে আমরা সকলেই অনিচ্ছুক। হো-মিং সম্প্রদায়ের লোকগুলা ভয়ঙ্কর শয়তান। তাহারা এই নগরের সাধু বণিকদের ভয়ঙ্কর ক্ষতি করিতেছে; যখন তখন ডাকাতি করিয়া তাহাদের সম্পত্তি লুঠ করিতেছে।"

ডি ডি একথা স্বীকার করিলেন। তিনি জানিতেন চীনাম্যানেরা সাধারণতঃ নির্ব্বিরোধ ও শান্তিপ্রিয়। তাহাদের সাধুতা সর্ব্বজন-

বিদিত; কিন্তু কতকগুলি ভ্রান্তমতি উন্মার্গগামী চীনাম্যানের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং দুর্মতির জন্য অধিকাংশ লোকের ধারণা হইয়াছিল, তাহারা নরহন্তা, এবং আইন ও শৃঙ্খলা পদদলিত করাই তাহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব। এই বিভীষিকাবাদীদের দমনই সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্য।

ডি ডি যখন হো-লির গৃহের বাহিরে আসিলেন, তখন গগনমণ্ডল গাঢ় মেঘে আচ্ছন্ন; ঝম্-ঝম্ শব্দে বৃষ্টি পড়িতেছিল। তিনি কলারের বোতাম আঁটিয়া এবং টুপিটা টানিয়া ভ্রূর উপর নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। সেই পল্লী যে কতকগুলা বদমায়েস চীনা-গুণ্ডার আড্ডা, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; এই জন্য তিনি চারি দিকে চাহিয়া সতর্কভাবে চলিতে লাগিলেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, হো-মিং সম্প্রদায়ভুক্ত বিপ্লবীদল কেবল যে ওয়াকারকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নিশ্চেষ্ট ছিল—এরূপ নহে, তাঁহার প্রতিও তাহাদের লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু তিনি সেই পথে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রস্তর-মণ্ডিত পথে বৃষ্টি-ধারাপাতের শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। কোন কোন অট্টালিকার ছাদের মুরী হইতে কল-কল শব্দে জলধারা ঝরিতেছিল। ডি ডি সেই বৃষ্টির ভিতর ধীরে ধীরেই চলিতেছিলেন। তাঁহার মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত। হো-লির সহিত তিনি যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সকল চিন্তা তখন তাঁহার মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হো-লির প্রকৃতি সরল নহে, তাহা তিনি জানিতেন; তবে তাহাদ্বারা বিপন্ন হইবেন—তাঁহার এরূপও ধারণা ছিল না। লোকটি প্রবীন ও বহুদর্শী হইলেও অর্থগৃধ্নু; সে অর্থলোভে তাঁহাকে সাহায্য করিবে এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ না থাকিলেও দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী দলের বিরুদ্ধে তাহার কৌশল সফল হইবে কি না, তাহারা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া

তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবে কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার মন অসচ্ছন্দতায় পূর্ণ হইল। হো-লির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

তিনি এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে এরূপ অন্যমনস্ক হইলেন যে, দুইজন পথিক কিছু দূরে থাকিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাহারা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া-পড়িলে তিনি তাহাদের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তাহারা উভয়েই দীর্ঘদেহ, কৃশ যুবক। তাহারা তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া স্বদেশীয় ভাষায় অনুচ্চস্বরে কথা বলিলে তাহাদের কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সেই পথটি প্রশস্ত বলিয়া তাহারা তাঁহার পথরোধ না করিয়া একটু পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদের উভয়ের পাশ দিয়া অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মস্তকে প্রচণ্ড বেগে হাতুড়ির একটা ঘা পড়িল! সেই আঘাতে তিনি জানুর উপর ভর দিয়া বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর পকেট হইতে পিস্তলটা বাহির করিবার পূর্ব্বেই তাহার মাথায় পুনর্ব্বার হাতুড় পড়িল। দ্বিতীয় আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি বৃষ্টিধারা-সিক্ত পথের উপর মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। (he fell on his face on the wet pavement.) সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার আততায়ীদ্বয় তাঁহাকে টানিয়া লইয়া পথিপ্রান্তস্থ একখানি গৃহের দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই পথে তখন একজনমাত্র পথিক আসিতেছিল; কিন্তু যে সময় এই দুর্ঘটনা ঘটিল—সেই সময় সে তাহাদের প্রায় একশত গজ দূরে ছিল।

আগন্তুক হো-টিং। সে ডি ডিকে আততায়ীদ্বয় কর্ত্তৃক ঐ ভাবে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া আলোক-স্তম্ভের আড়ালে আশ্রয় লইল, এবং

সেই স্থান হইতে মুখ বাড়াইয়া আততায়ী চীনা যুবকদ্বয়ের কায দেখিতে লাগিল। সে তখন ঐরূপ দূরে থাকায় সহকারী পুলিশ-কমিশনারের বিপদে তাঁহাকে কোন প্রকারে সাহায্য করিতে পারিল না। বিশেষতঃ সে একাকী দুইজন আততায়ীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিবে, ইহাও আশা করিল না; এইজন্য সে সেই নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া থাকাই সঙ্গত মনে করিল। সে তখন নিরস্ত্র ছিল; এজন্যও ডি ডির সেই আততায়ীদ্বয়ের সম্মুখে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে তাহার সাহস হইল না। অগত্যা সে দূরে দাঁড়াইয়া বিভীষিকাবাদী চীনাম্যানদ্বয়ের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিল।

হো-টিং মনে মনে বলিল, "দেখিতেছি উহারা সাহেবটাকে হপ-যুর দোকান-ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গেল! পুলিশ সাহেবের ত জীবন সংশয়! এখন আমি করি কি?"

হো-টিং সে দিকে আর অগ্রসর না হইয়া নিঃশব্দে তাহার নিজের বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিল। সে ডি ডির অনুসরণ করিতেছিল। হো-লি তাহাকে বলিয়াছিল, "বাবা হো-টিং, তুমি শীঘ্র এই 'বিদেশী ভূত' সাহেবটির অনুসরণ কর। উনি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী; উনি পথের মধ্যে বিপন্ন হইলে বড়ই দুঃখের বিষয় হইবে। বিশেষতঃ, উনি শীঘ্রই আমাকে প্রচুর অর্থ দান করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। উঁহার নির্ব্বিঘ্নে গৃহ-প্রত্যাগমনের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের সম্বন্ধ আছে। এজন্য তুমি দূরে থাকিয়া দেখিবে উনি নির্ব্বিঘ্নে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারেন কি না। হো-মিং সম্প্রদায়ের লোকগুলা ভয়ানক শয়তান, তাহারা সাহেবকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু তিনি তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে আমি মর্ম্মাহত হইব। সাহেবটি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী।" —পিতার এই আদেশ শুনিয়া হো-টিং দূরে থাকিয়া ডি ডির অনুসরণ

করিতেছিল। কিছুকাল পরে সে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী ফিরিয়া তাহার পিতার নিকট সহকারী পুলিশ-কমিশনারের বিপদের কথা প্রকাশ করিল।

হো-লি এই দুঃসংবাদ শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল; তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "বড়ই দুঃসংবাদ বৎস! যদি আমার সাধ্য হইত তাহা হইলে আমি সাহেবকে রক্ষা করিতাম; তবে আশা করি সাহেব এখনও জীবিত আছেন। এখন তাঁহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করাই আমার প্রধান কর্ত্তব্য। সাহেবকে বাঁচাইতে পারিলে দেবতার ভোগের জন্য সাহেব আমাকে আরও অনেক টাকা পুরস্কার দিবেন, আমার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ইহাও সামান্য লাভ নহে। বিশেষতঃ, জীবের জীবন রক্ষায় পুণ্য আছে। তুমি কি সত্যই দেখিয়াছ সাহেবকে তাহারা হপ্-য়ুর দোকানের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়াছে?"

হো-টিং বলিল, "হাঁ বাবা, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।—হপ য়ু ভয়ানক হারামজাদা। আমি সাহেবটির পরিণাম চিন্তা করিয়া ব্যাকুল হইয়াছি। তাঁহাকে তাহারা হত্যা করিবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি।"

হো-লি পেটে হাত বুলাইয়া বলিল, "হাঁ, হপ-য়ু অত্যন্ত পাজী লোক। আমি পূর্ব্বে কয়েকবার তাহার উপকার করিয়াছিলাম, আর সে এই ভাবে আমার প্রত্যুপকার করিবে? যিনি আমার হিতৈষী বন্ধু, যাঁহার নিকট দেবার্চ্চনার জন্য প্রচুর টাকা পাইব, তাঁহাকেই সে হত্যা করিবে? কৃতজ্ঞতার তুল্য ধর্ম্ম নাই। সে যখন সেই ধর্ম্মপালনে অসম্মত, তখন মৃত্যুই তাহার যথাযোগ্য দণ্ড। তাহাকে মরিতে হইবে।"

হো-টিং বলিল, "সেজন্য কোন চিন্তা নাই পূজনীয় পিতৃদেব! আমি আপনার এই আশা পূর্ণ করিব। হাঁ, সে শীঘ্রই শিঙা ফুকিবে।"

হো-লি গম্ভীর স্বরে বলিল, "কিন্তু ছুরীর সাহায্যে ঐ কার্য্যটি করিও না বাপধন! ছুরীদ্বারা কাহারও কণ্ঠচ্ছেদন, বা হৃৎপিণ্ড বিদারণ অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্য্য, নির্ব্বোধের কার্য্যও বটে; তাহাতে সুফল লাভেরও আশা নিতান্ত অল্প। কিন্তু কোন অস্ত্র দ্বারা নিহত না হইয়া যদি সে অক্ষত দেহে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, তাহা হইলে তাহার আত্মীয়েরা তাহার মৃত্যুর কারণ স্থির করিতে না পারিয়া আমার নিকট তাহা জানিতে আসিবে। আমি গণনা করিয়া বলিব—দেবতার কোপেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে; এ জন্য দেবতাকে প্রসন্ন করিতে হইবে। আমি দেবতার পূজার জন্য তাহাদের নিকট যে টাকার দাবি করিব—তাহারা আমাকে তাহা দিতে বাধ্য হইবে।

এই সকল বলিয়া সে চন্দনের পাখা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। তাহার চক্ষু উজ্জল হইল।

হো-লি কয়েক মিনিট নত মস্তকে চিন্তা করিয়া তাহার সুযোগ্য পুত্রকে বলিল, "বৎস হো-টিং, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল; সুতরাং ধীর ভাবে কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি হো-মিং সম্প্রদায়ের বিপ্লবীরা পুলিশের এই ছোট সাহেবটিকে এবং সেই দীর্ঘকায় ইন্‌স্পেক্টরকে শীঘ্রই হত্যা করিবে। কিন্তু তাহারা এই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই ইহার প্রতিকার করিতেহইবে। এজন্য হপ-সিং-এর দলের সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন হইবে।"

হো-টিং বলিল, "তাহাই হইবে পিতা! আমি আপনার কোন আদেশের প্রতিবাদ করি না; কারণ আমি অত্যন্ত পিতৃভক্ত পুত্র।" (a very filial son.)

নবম তরঙ্গ

ভয়ঙ্কর গোলোক ধাঁধা

পুলিশ-কনষ্টেবল বোল্‌টন ধর্ম্মভীরু লোক। সে পুলিশে চাকরী গ্রহণ করিবার পর কয়েক বৎসর এই একই বাটে কায করিতেছিল; এইজন্য এই বীটের সুবিধা অসুবিধা-সংক্রান্ত সকল সংবাদই তাহার সুবিদিত ছিল। সে বীটের শেষ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাহার উপরওয়ালা সার্জ্জেণ্ট ম্যাক্‌গ্রেগরের দেখা পাইল।

ম্যাক্‌গ্রেগর জাতিতে স্কট্‌। সে যেমন সাহসী, সেইরূপ একগুঁয়ে। বোল্‌টন তাহাকে তাহার সন্দেহ ও মানসিক অস্বস্তির কথা বলিলে সে স্তব্ধভাবে তাহার সকল কথা শুনিল। ম্যাক্‌ গ্রেগর এই বিভাগে নূতন আসিলেও সে অল্পদিনেই বোল্‌টনের প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছিল সে জানিত, বোল্‌টন সহজে ভীত এবং অকারণে উৎকণ্ঠিত হইত না। বোল্‌টন ইয়র্ক-সায়ারবাসী, তাহার দেহ প্রকাণ্ড, এবং দেহে বলও অসীম। বোল্‌টন এই স্কট্‌ সার্জেণ্টর নিকট তাহার আতঙ্কের কথা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইল না।

বোল্‌টন বলিল, "এই চীনাপল্লীর অবস্থা এখন ফুটন্ত জলের কাৎলির মত! কিন্তু আমি এক সপ্তাহ চেষ্টা করিয়াও কোন হাঙ্গামা বা বে-আইনী কার্য্যের সন্ধান পাই নাই। বিশেষতঃ এখানে কোন গণ্ডগোল ঘটিলে তাহা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় এবং তাহা পড়িয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারি। এখানে চীনাম্যানদের বিভিন্ন দলে যে

বিরোধ বাধে, তাহাতে শান্তিভঙ্গ হয় বটে, কিন্তু বর্ত্তমান ব্যাপারটা তাহাদের সাম্প্রদায়িক বিরোধ বলিয়া মনে হয় না; যদি তাহা হইত তাহা হইলে এ সম্বন্ধে সকল কথা পূর্ব্বেই শুনিতে পাইতাম। মনে হয় তাহারা স্থির ভাবে বসিয়া কোন সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে। বাতাশে যেন অশান্তির বাষ্প ভাসিয়া বেড়াইতেছে! যদি শীঘ্র এখানে ঝড় উঠে, তাহা হইলে আমি বিস্মিত হইব না; কিন্তু আমার মনে হয় সেই ঝড় অতি ভীষণ হইবে, এবং তাহার প্রবাহে চারি দিকে আগুনের হল্কা ছুটিবে! তাহা সহজে নিবাইতে পারা যাইবে কি না সন্দেহের বিষয়। হুপ সিং ও হো-মিং এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভীষণ বিরোধ আরম্ভ হইয়াছে। এই বিরোধ নূতন নহে, ইহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু সংপ্রতি তাহা চরমে উঠিয়াছে। দুই দলের লোকে এই পল্লী আচ্ছন্ন করিয়াছে। যখন তাহাদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হয় তখন তাহারা যেন দানবের স্বভাব পায়।”

ম্যাক্‌গ্রেগর বোল্‌টনের উক্তির সমর্থন করিয়া বলিল, “আমিও তাহাদিগকে দলবদ্ধ অবস্থায় দেখিয়াছি। আজ রাত্রিটা বড় খারাপ বলিয়াই মনে হইতেছে। তুমি চারি দিকে দৃষ্টি রাখিবে, বোল্‌টন! আমি রিজার্ভ কন্‌ষ্টেবলদের ডাকিতে যাইতেছি; তাহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিব।”

চারি দিকের অবস্থা শঙ্কাজনক বলিয়াই তাহার মনে হইল। ম্যাক্‌গ্রেগর ধীরে ধীরে অদূরবর্ত্তী ‘কল-বক্সে’র দিকে অগ্রসর হইল। সে যখন সেই কক্ষের দ্বার স্পর্শ করিয়াছে—সেই সময় বোল্‌টনের হুইস্‌ল-ধ্বনি সে সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইল। ম্যাক্‌গ্রেগর সেই শব্দ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিল এবং বোল্‌টনের সহিত দেখা করিতে চলিল। বোল্‌টনও ব্যগ্র ভাবে তাহার সঙ্গে দেখা

করিতে আসিতেছিল। তাহার পশ্চাতে একটি চীনাম্যান; সে যুবক এবং তাহার অঙ্গে দেশীয় পরিচ্ছদ ছিল। বোল্টন তাহার হাতের বেটন আন্দোলিত করিয়া সার্জেণ্ট ম্যাক্‌গ্রেগরকে বলিল, "মনে হইতেছে কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এই যুবক বলিতেছে ঐ দোকানে একটা মৃতদেহ পড়িয়া আছে।"

সার্জেণ্ট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চীনাম্যানটার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কোথায় হে, ছোকরা!"

চীনাযুবকটি ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরাজীতে বলিল, "পথের ঐ ধারে।" —সে হাত বাড়াইয়া যে দোকানটির দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল— তাহা সেই পথের অন্য দিকে তাহাদের সম্মুখে সংস্থাপিত ছিল। তাহারা তাড়াতাড়ি পথ পার হইয়া সেই দোকানের দিকে চলিল। বোল্টন তাহার হাতের বেটনটা বাগাইয়া ধরিল।

ম্যাক্‌গ্রেগর নির্দ্দিষ্ট দোকানের সম্মুখে আসিয়া দোকানের সম্মুখবর্ত্তী বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই বাতায়নের রঙ্গীন কাচ পথের ধূলায় আচ্ছাদিত ছিল। সেই ধূলার নীচে মোটা মোটা হরফে দোকানের মালিকের নাম অঙ্কিত ছিল। সেই অক্ষর-গুলি ধূলি-সমাচ্ছন্ন হইলেও ম্যাক্‌গ্রেগর দোকানদারের নামটি পাঠ করিতে পারিল। বাতায়নের কাচে লিখিত ছিল, "হপ-যু, চা-বিক্রেতা"। —ম্যাক্‌গ্রেগর বুঝিতে পারিল তাহা চাএর দোকান।

যে চীনা যুবকটি বীটের কনষ্টেবল বোল্টনকে সেই দুঃসংবাদ জানাইয়া ছিল সে সুবিখ্যাত দার্শনিক ও ভবিষ্যৎবেত্তা হো-লির পুত্র হো-টিং। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বিপ্লবাদিগের অনুষ্ঠিত গুপ্ত হত্যা বন্ধ করিবে। বিভীষিকাবাদের উচ্ছেদ সাধনে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে যথাশক্তি সাহায্য করিবে। এই উদ্দেশেই সে বোল্টনের সাহায্যপ্রার্থী

হইয়াছিল। ইহাতে তাহার জীবন বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল, তাহাও সে জানিত।

ম্যাক্‌গ্রেগর সদলে সেই দোকানে প্রবেশ করিল। দোকানখানি ক্ষুদ্র ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাহার ভিতর প্রবেশ করিলে একটা মিশ্র গন্ধ তাহাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল; তাহা নানাপ্রকার মসলার গন্ধ। প্রাচ্য দেশের অধিকাংশ বেণে-মসলার দোকানে এইরূপ গন্ধ পাওয়া যায়। তাহারা দোকানে প্রবেশ করিয়া একদল ইঁদুরের কিচ্-কিচ্ শব্দ শুনিতে পাইল; কয়েকটা ইঁদুর তাহাদিগকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দোকানের বিভিন্ন কোণে পলায়ন করিল এবং দেওয়ালের গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করিল। দোকানঘরের পশ্চাতে একটি কুঠুরী ছিল; তাহারা সেই কুঠুরীর ভিতর মৃতদেহটি দেখিতে পাইল। ম্যাক্‌গ্রেগর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল—লোকটির ঘাড়ের হাড় বৈজ্ঞানিক কৌশলে ভাঙ্গিয়া (scientifically broken) তাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল।

বোল্টন মৃতদেহের দিকে চাহিয়া গাল চুলকাইয়া বলিল, "ইহা চীনাম্যানদের দলাদলির ফল বলিয়া মনে হয় না; কারণ তাহারা দুই দলে দাঙ্গা করিবার সময় ছুরী ব্যবহার করে, এবং ছুরীর সাহায্যেই শত্রুবধ করে। ইহাই তাহাদের সাধারণ নিয়ম। তাহারা কখন এই নিয়মের ব্যতিক্রম করে কি না জানি না।"

সার্জেণ্ট ম্যাক্‌গ্রেগর বোল্টনের কথা শুনিয়া মাথা হেলাইয়া তাহার উক্তির সমর্থন করিল। সে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। তাহার মুখ গম্ভীর, চক্ষুতে উদ্বেগ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বোল্টনকে সেই মৃতদেহের পাহারায় থাকিতে আদেশ করিল, এবং দোকান হইতে পথে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত

টেলিফোন-বক্সের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে বোল্‌টনকে একথাও বলিয়া আসিয়াছিল সংবাদদাতা চীনাযুবকটি হঠাৎ সরিয়া পড়িতে না পারে—সেদিকেও যেন তাহার দৃষ্টি থাকে। ম্যাক্‌গ্রেগর যখন টেলিফোন করিল সেই সময় তাহার মনে হইল সেই পল্লীতে অশান্তি-স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। তাহার ধারা হইল সেই পল্লীর বায়ুমণ্ডল যেন স্তম্ভিত এবং তাহা বিদ্যুদ্গর্ভ। অথচ সে বিপদের কোন বাহ্যিক নিদর্শন দেখিতে পাইল না; এমন কি, পথে জন-মানবের সাড়াশব্দও পাইল না। ভীষণ ঝটিকার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন নিস্পন্দ ও স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়া অচিরাগত ঝঞ্ঝার আভাস জ্ঞাপন করে—চারি দিকে চাহিয়া ম্যাক্‌গ্রেগরেরও সেইরূপ আশঙ্কা হইল। তাহার ধারণা হইল—ইহা দুর্লক্ষণ। সে বুঝিতে পারিল কোথাও যেন দুর্ব্বোধ্য রহস্যাচ্ছন্ন ভাবে একটা ভীষণ দাবানল প্রধূমিত হইতেছিল; কিন্তু কখন কিভাবে তাহা জ্বলিয়া উঠিবে তাহা সে অনুমান করিতে পারিল না। তাহার বুদ্ধি তেমন প্রখর ছিল না; তাহার উপর কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিবে— তত শক্তিও তাহার ছিল না। তথাপি সে বায়ুস্তরে আসন্ন দুর্যোগের আভাস অনুভব করিতেছিল। তাহার মনে হইল—যে কোন মুহূর্ত্তে একটা ভীষণ রক্তারক্তি কাণ্ড, দুর্দ্দমনীয় বিপ্লব আত্ম-প্রকাশ করিতে পারে। সে যে ধূমায়মান প্রচ্ছন্ন বহ্নির ধূমের গন্ধ পাইতেছিল, তাহা হঠাৎ প্রজ্জ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করিতে পারে, এই আশঙ্কায় সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

ম্যাক্‌গ্রেগর টেলিফোনে কাহারও সহিত দুই চারিটি কথা কহিয়া রিসিভার নামাইয়া রাখিল। বোল্‌টন বলবান ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ প্রহরী হইলেও একাকী সেই অপরিচিত চীনাযুবকের সহিত

মৃতদেহের অদূরে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিল। সার্জেণ্ট ম্যাক্‌গ্রেগর তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিলে সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল।

বোল্‌টন ম্যাক্‌গ্রেগরকে বলিল, "আমি এখানে অসহায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। আজ রাত্রিটা যদি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায় তাহা হইলে যথেষ্ট আরাম লাভ করিব।"

ম্যাক্‌গ্রেগর কোমরবন্দটা কোমরে আঁটিয়া লইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমারও সেই কথা।"

ম্যাক্‌গ্রেগর স্বল্পভাষী এবং সতর্ক পুলিশ-কর্ম্মচারী। বোল্‌টন জানিত তাহার অধিক কথা বলিবার অভ্যাস নাই; অন্যে যে সকল ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া এক শত কথা বলিত, সেখানে তাহার মুখ হইতে সংক্ষিপ্ত দুই একটি মাত্র কথা বাহির হইত; কিন্তু বোল্‌টন তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইল। ম্যাক্‌গ্রেগর দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়াছিল, ইহা সে বুঝিতে পারিল।

অল্পক্ষণ পরে পুলিশের এম্‌বুলেন্স গাড়ীর ইঞ্জিনের শব্দে তাহাদের চিন্তা-স্রোত প্রতিহত হইল। পুলিশের ডাক্তার সেই গাড়ী হইতে দোকান-ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং যে কক্ষে মৃতদেহটি পড়িয়া ছিল সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন। এই ডাক্তারটির বয়স অল্প, চক্ষুতে সোনার ফ্রেমের চশমা; তাঁহার দৃষ্টি চঞ্চল; কিন্তু তিনি গম্ভীর ভাবে যথেষ্ট সতর্কতার সহিত মৃতদেহটি পরীক্ষা করিলেন। সেই সময় তাঁহার যুবাজনসুলভ অধীরতার চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইল না।

তাহারা সকলে মৃতদেহটি দোলায় (strecher) তুলিয়া সেই কক্ষের বাহিরে আনিল। সেই সময় বোল্‌টন সার্জ্জেণ্টের মুখের দিকে

চাহিয়া ভয়-বিহ্বল স্বরে বলিল, "এই স্থানে আসিয়া চারি দিক লক্ষ্য করিয়া আমার বুক দারুণ আশঙ্কায় ছম্-ছম্ করিতেছে! আমার মনে হইতেছে আমাদের পায়ের নিচে একটা ডিনামাইটের বোমা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।"

ম্যাক্‌গ্রেগর সজ্ক্ষেপে বলিল, "এই স্থানের তুলনায় ডিনামাইট অনেক ভাল।"—সে অধিক কথা বলিত না; সুতরাং ইহাই যথেষ্ট।

* * * *

ওয়াকার তাহার পিস্তলটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, যে চাদরখানি দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়াছিল—চক্ষুর সম্মুখ হইতে সেই চাদরখানা ঈষৎ অপসারিত করিয়া সতর্ক ভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিল। যে দুইজন চীনাম্যান বাহির হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, ওয়াকার তাহাদিগকে পূর্ব্বেই দেখিতে পাইয়া ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। ওয়াকার যে লোকটার ঘাড় ভাঙ্গিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণাসূচক আর্ত্তনাদ তাহাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল—এ বিষয়ে ওয়াকারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহারা সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া চীনা ভাষায় কিচি-মিচির করিয়া কি বলিতে লাগিল। চীনা ভাষায় ওয়াকারের অভিজ্ঞতা না থাকায় তাহাদের একটি কথাও সে বুঝিতে পারিল না; কিন্তু সে তাহাদের হাত মুখের ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিল—হত্যাকারী নিকটেই কোথাও লুকাইয়া আছে বলিয়া তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল।

ওয়াকার আগন্তুকদ্বয়ের একজনকে ঘুরিয়া পর্দ্দার দিকে যাইতে দেখিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে ওয়াকারের বক্ষের স্পন্দন স্তম্ভিত হইল। তাহার ধারণা হইল কোয়ান কারাকক্ষ হইতে ফিরিয়া না আসায় সে তাহার সন্ধান করিতে চলিল। সে কয়েক মিনিটের মধ্যে বিপ্লবী-

দলের অন্যতম সহযোগী পুলিশের মহাশত্রু কোয়ানের মৃতদেহটি খুঁজিয়া বাহির করিবে।—তাহার পর?

দ্বিতীয় চীনাম্যানটি কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সেই কক্ষের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। সেই কক্ষের মেঝের উপর কি একটা জিনিস পড়িয়াছিল; তাহা চক্-চক্ করিতেছিল দেখিয়া সে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিল। ওয়াকারও তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই জিনিসটি লক্ষ্য করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল; সে সেই জিনিসটি দেখিয়া বুঝিতে পারিল মেঝের উপর মাদুরনির্ম্মিত যে আস্তরণ প্রসারিত ছিল, হতভাগ্য চীনাম্যানটার ছুরী তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আগন্তুক চীনাম্যানটা নির্নিমেষ নেত্রে তাহাই দেখিতেছিল।

দুই এক মিনিট সেই ছুরীর দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া চীনাম্যানটা 'হাঃ' বলিয়া অস্ফুট শব্দ করিল। তাহার পর ছুরীখানি হস্তগত করিবার জন্য তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। ওয়াকার সেই দুর্লভ সুযোগ নষ্ট করিতে পারিল না। সে চক্ষুর নিমেষে পাতলা কম্বলখানা তাহার মাথার উপর নিক্ষেপ করিয়া চিৎকারের পথ রুদ্ধ করিল, তাহার পর তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া দৃঢ় হস্তে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিল। সে এরূপ জোরে ধরিল যে, সেই চাপে তাহার হাতের শিরাগুলি দড়ার মত ফুলিয়া উঠিল। এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা হইল না; কারণ সে জানিত ধরা পড়িলে তাহার মৃত্যু অপরিহার্য্য। তাহার জীবন ক্ষীণবৃন্তে নির্ভর করিতেছিল। সে যাহাকে সেইভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল তাহার নিদ্রিত সঙ্গীরা তাহার আর্ত্তনাদে হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে ওয়াকারকে তাহাদের সকলের মিলিত আক্রমণে নিহত হইতে হইবে, ইহা সে মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিল। একদল

নরহন্তা গুণ্ডার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাহার সবল বাহু ও সুদৃঢ় পেশীগুলি দ্বারা বিন্দুমাত্র সাহায্য হইবে না—ইহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; বিশেষতঃ তাহার শত্রুদের হাতে তীক্ষ্ণধার ছোরা ও টোটাভরা পিস্তল ছিল। ওয়াকার সেই চীনাম্যানটার গলা দুই হাতে টিপিয়া ধরিয়া এরূপ জোরে তাহার বুকের উপর মাথাটা গুঁজিয়া দিল যে, তাহার ঘাড় দেশলায়ের কাঠীর মত মট্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। চীনাম্যানটার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সবেগে কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণকাল পরে তাহার দেহ অসাড় হইলে ওয়াকার তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এইরূপে ওয়াকার সেই রাত্রে অল্প সময়ের মধ্যে এই তৃতীয় ব্যক্তিকে পরলোকে প্রেরণ করিল। চীনাম্যানটা নিহত হইবার মুহূর্ত্ত কাল পরে তাহার যে সঙ্গী বাহিরে গিয়াছিল—সে সেই কক্ষেফিরিয়া আসিল।

ওয়াকার সেই কক্ষের বাহিরে চীনাম্যানটার থপ্‌-থপ্‌ পদশব্দ এবং সেই সঙ্গে তাহার অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। ওয়াকার বুঝিতে পারিল—সে কারাকক্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছে—ইহা সেই চীনাম্যানটা জানিতে পারিয়াছে। ওয়াকার পূর্ব্বোক্ত ছুরীখানি তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল। সে ছুরীখানি হাতে লইয়া তাহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিল তাহা মালয়দেশীয় ছুরী; তাহার ফলাটি ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ। কিন্তু সে দীর্ঘকাল তাহা দেখিবার অবসর পাইল না, কারণ চীনাম্যানটা মুহূর্ত্ত পরে দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

চীনাম্যানটা সেই কক্ষে পা বাড়াইয়াই পশ্চাতে হঠিয়া গেল। বিস্ময়ে তাহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া কপালে উঠিল; তাহার পর সে মুখব্যাদান করিয়া, নিদ্রিত চীনাম্যানদের সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে চিৎকার করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া কোন

শব্দ নির্গত হইবার পূর্ব্বেই ওয়াকার দুই হাতে তাহার কণ্ঠনালী এরূপ জোরে টিপিয়া ধরিল যে তাহার উন্মুক্ত মুখ-বিবর হইতে একটি শব্দও বাহির হইল না; তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সেই সুযোগে ওয়াকার তাহার বক্ষঃস্থলে এরূপ বেগে ছোরাখানি বিদ্ধ করিল যে, সেই ছোরার ছয় ইঞ্চি ফলাখানির সমস্তই তাহার হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিল। সেই আঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার মৃতদেহ মেঝের উপর পড়িলে শব্দ হইতে পারে, এবং সেই শব্দে অন্যান্য চীনাম্যানের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া অসম্ভব নহে বুঝিয়া, ওয়াকার নিহত চীনাম্যানের ঘাড় ধরিয়া তাহার মৃতদেহ ধীরে ধীরে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিল।

ওয়াকার ধার্ম্মিক খৃষ্টান, তাহার নিষ্ঠার অভাব ছিল না। সে নিহত চীনাম্যানের বক্ষঃস্থল হইতে ছুরীখানি টানিয়া লইয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "ইহাকে লইয়া চারিজনকে সাবাড় করিলাম! হে করুণাময় পরমেশ্বর, আমার এ অপরাধ ক্ষমা কর। আমি নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য এই সকল অপকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইয়াছি। তুমি ত সর্ব্বজ্ঞ, আমি স্বেচ্ছায় নরহত্যা করি না, তাহা তুমি জান।"

ওয়াকার কান পাতিয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু সে দিকে সে আর কাহারও পদশব্দ শুনিতে পাইল না। সে বুঝিতে পারিল তাহার হস্তে দুইজন চীনাম্যান সেখানে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিহত হইলেও তাহাদের অন্য কোন সহযোগীর মনে সন্দেহ-সঞ্চার হয় নাই। ওয়াকার অতঃপর কি করিবে তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে স্থির করিয়া ফেলিল। তাহার ধারণা হইল তাহার হস্তে যে দুই জন চীনাম্যান নিহত হইয়াছিল তাহাদের ফিরিতে না দেখিয়া তাহার সহযোগীরা বুঝিতে পারিবে—সেই ঘরে নিশ্চিতই কোন

বিভ্রাট ঘটিয়াছে; সুতরাং তাহারা সন্দেহক্রমে দলবদ্ধ হইয়া একযোগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে পারে। তাহারা সেই কক্ষে আসিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই সহযোগীদ্বয়ের মৃতদেহ দেখিতে পাইবে; তখন ওয়াকারকে সেই কক্ষ হইতে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে না, এবং তাহারা সকলে একযোগে তাহাকে আক্রমণ করিলে আত্মরক্ষা করা তাহার অসাধ্য হইবে; তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য হইবে। এইজন্য সে শেষ উপায় অবলম্বনে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে স্থির করিল সিঁড়ি দিয়া সে দ্বিতলে উঠিবে, সেখানে আত্মরক্ষার কোন উপায় আবিষ্কৃত হইতেও পারে।

ওয়াকার এইরূপ চিন্তা করিয়া সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু যখন সে অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছে সেই সময় আর একটা কথা তাহার মনে পড়িল। তথাপি সেই চিন্তা ত্যাগ করিয়া সে পুনর্ব্বার উঠিতে লাগিল। ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য তাহার যে আগ্রহ হইয়াছিল তাহা সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিল। সে ভাবিল দোতালায় প্রবেশ করিবার পর যদি সে একাধিক শত্রু কর্ত্তৃক সেখানে আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জ্জন করা বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া কোন গুপ্ত ঘাতকের অস্ত্রে নিহত হওয়া আদৌ প্রার্থনীয় নহে। বিশেষতঃ, সুড়ঙ্গ পথে অগ্রসর হইয়া সে কোথায় কি ভাবে আশ্রয় পাইবে, তাহাও সে জানিত না।

ওয়াকার সিঁড়ির প্রত্যেক সোপানে নিঃশব্দ পদ বিক্ষেপ করিয়া সতর্ক ভাবে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। অবশেষে সে সিঁড়ির একটি সোপানে উঠিয়া থামিল; সে সেই স্থানে উঠিলে দোতালার সম্মুখস্থ কক্ষের মেঝে তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। সে সেই কক্ষের দ্বারে কন

পাতিয়া, কোন দিকে শব্দ শুনিতে পায় কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল ; কিন্তু সে কাহারও কণ্ঠধ্বনি বা পদশব্দ শুনিতে পাইল না। অতঃপর সে পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে উর্দ্ধস্থিত কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে যে দ্বার দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল তাহা সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত না থাকায় তাহাকে কপাট ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হইল ; কিন্তু কপাটের কব্জা-গুলি তৈল দ্বারা মসৃণ করিয়া রাখা হইয়াছিল বলিয়া দ্বার খুলিবার সময় বিন্দুমাত্র শব্দ হইল না। সে দ্বার খুলিয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কারণ সহসা সেখানে শত্রু-কবলিত হইবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইল না। সেই কক্ষে যাহারা বাস করিতেছিল তাহারা পূর্ব্বেই স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল। সেই নির্জ্জন কক্ষে আসিয়া ওয়াকার কতকটা নিরাপদ মনে করিল।

কিন্তু সেই কক্ষের কোন দিকে একটিও বাতায়ন ছিল না। সেই কক্ষে একটা আলো জ্বলিতেছিল বটে,কিন্তু সে সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইবার কোন পথ দেখিতে না পাওয়ায় হতাশ হইয়া পড়িল। সে বুঝিতে পারিল উহা ভিতরের কামরা। (an inner chamber) সেই কক্ষে যাহারা বাস করিত, তাহারা বিপ্লবী দলের পরিচালক ও প্রধান ব্যক্তি, ইহাও সে বুঝিতে পারিল ; কারণ সেই কক্ষটি এরূপ মূল্যবান ও সুদৃশ্য আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত যে, তাহা দেখিয়া ওয়াকারকেও বিস্মিত হইতে হইল। সেই কক্ষের মেঝের উপর যে গালিচা প্রসারিত ছিল, তাহার বর্ণ গাঢ় লাল। তাহার উপর সোনার জরি দিয়া সুদৃশ্য লতা পাতা ও ফুল ফল খচিত। সেই কক্ষের দেওয়ালে মূল্যবান রেশমী পর্দ্দা প্রসারিত ছিল ; তাহাতে নানা প্রকার

সুদৃশ্য চিত্র অঙ্কিত। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি অনুচ্চ বেদী ছিল। সেই বেদী রেশমী আস্তরণ-মণ্ডিত, সেই রেশমের আস্তরণে ড্রাগনের স্বর্ণাভ চিত্র। তাহার কারুকার্য্য অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্ন। ওয়াকার সেগুলি হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার পর সে বিস্ময় ভরে মনে মনে বলিল, "এগুলির মূল্য হাজার হাজার পাউণ্ড। আমার বিশ্বাস এই চীনা বিপ্লবীরা কোন মহা ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহ হইতে এগুলি লুঠ করিয়া আনিয়াছে। ইহাদের অসাধ্য কায নাই! কিন্তু আমরা ইহাদের বিষ-দাঁত না ভাঙ্গিয়া যুদ্ধে বিরত হইব না। গুপ্ত হত্যা দ্বারা কেহ কোন যুগে কোনও মহৎ কার্য্য করিতে পারে নাই; কিন্তু এই বিভীষিকাবাদীরা কি জানে না এইরূপ পাপানুষ্ঠান দ্বারা উহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা নাই?"

ওয়াকার সেই কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে একটা গলাসরু লম্বা বোতল দেখিতে পাইল। বোতলটি শুভ্র তরল পদার্থে পূর্ণ ছিল। সে তাহার কাক খুলিয়া সেই তরল পদার্থের ঘ্রাণ লইল; তাহার পর মনে মনে বলিল, "বোতলে কি আছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু ইহার ঘ্রাণ লইয়া মনে হইতেছে ইহা কোন প্রকার মদ্য। চীনাম্যানদের ব্যবহারযোগ্য প্রাচ্যদেশীয় সুরা হইতে পারে।"

ওয়াকার তখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত; কোন উত্তেজক মদ্য পান করিয়া অবসাদ দূর করিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল। সে সেই বোতলস্থিত তরল পদার্থটি কি তাহা জানিতে না পারিলেও তাহা যে কোন প্রকার বিষ—এরূপ সন্দেহ তাহার মনে স্থান পাইল না। সে প্রথমে সেই বোতলের গলায় আঙ্গুল পুরিয়া দিল এবং বোতলের মধ্য-স্থিত তরল পদার্থে তাহার অঙ্গুলি সিক্ত হইলে সেই অঙ্গুলিটি সে জিহ্বাগ্রে স্পর্শ করিল। জিনিসটি অত্যন্ত তীব্র মনে হইলেও তাহার আস্বাদন

ঈষৎ মিষ্ট। তখন সেই তরল পদার্থ পান করিবার জন্য তাহার প্রবল লোভ হইল। (thc temptation was too yreat) সে মুহূর্ত্ত-কাল ইতস্ততঃ করিয়া বোতলস্থিত সেই শুভ্র তরল পদার্থ গলায় ঢালিয়া দিল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সবটুকু নিঃশেষে পান করিয়া খালি বোতলটা নামাইয়া রাখিল; কিন্তু বোতলের সমস্ত আরোকটা গলাধঃকরণ করিয়া সে মুখ বিকৃত করিল, এবং মুখব্যাদান করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার উভয় চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং অশ্রুরাশি তাহার গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল। বস্তুতঃ, লঙ্কা মরিচ চিবাইলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহার অবস্থাও প্রায় সেইরূপ হইল। তাহার গলার ভিতর হু-হু করিয়া জ্বলিতে লাগিল। (his throat afllame) সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "উঃ, এ যে তরল আগুন! (liquid fire !) কি সর্ব্বনেশে জিনিস! আমার গলা জ্বলিয়া গেল। পেটের ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছে!"

সে সেই 'তরল অনল' পান করিয়া নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিতে লাগিল বটে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা অপেয় নহে। উহা 'চীন দেশীয় ব্র্যাণ্ডি' এবং চীনাম্যানেরা তাহা উৎকৃষ্ট সুরা বলিয়াই মনে করে; এই সুরা এরূপ দুর্লভ ও মূল্যবান যে, ধনাঢ্য চীনাম্যান ভিন্ন অন্য কেহ তাহার আস্বাদন লাভ করিতে পারে না। তাহা এক জাতীয় বৃক্ষের নির্য্যাস, কতকটা তালের তাড়ির মত; কিন্তু সেই নির্য্যাস সুকৌশলে চুয়াইয়া লইয়া এই মহার্ঘ্য সুরা প্রস্তুত হয়। ইহা অত্যন্ত তীব্র ও উত্তেজক। চীনাম্যানেরা ইহার অনুরক্ত হইলেও শ্বেতাঙ্গেরা ইহা সহজে পরিপাক করিতে পারে না। ইহার তীব্রতা সহ্য করা তাহাদের পক্ষে কঠিন। (it is much too strong for consumption by white men.)

কিন্তু সেই সুরা অত্যন্ত উগ্র হইলেও তাহা আকণ্ঠ পানের পর ওয়াকার আপনাকে সবল মনে করিতে লাগিল। তাহার চলিতে কষ্ট হইতেছিল; তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার হৃদয় নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইল; মন প্রফুল্ল হইল। তাহার মনে হইল তাহার শিরার ভিতর দিয়া অত্যুষ্ণ শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

ওয়াকার একটি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল; তাহার সম্মুখে একখানি পর্দ্দা প্রসারিত ছিল। সে সেই পর্দ্দাখানি অপসারিত করিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। কক্ষটি সমাধি-ভূমির ন্যায় নিস্তব্ধ। সে এইরূপ নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ কক্ষে একাকী বিচরণ করিয়া যেন হাঁপাইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যদি সে সময় সে কোন বিপদের সম্মুখীন হইত, তাহাও তাহার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। তাহাতে সে কিঞ্চিৎ নূতনত্বের আস্বাদন লাভ করিত, এবং অতর্কিত ভাবে বিপদকে বরণ করিতে তাহার আপত্তি ছিল না; কিন্তু এই প্রকার বৈচিত্র্যহীন স্তব্ধতা তাহার অসহ্য মনে হইতে লাগিল। সেই সময়ে যে-কোন রকম কায পাইলে সে সুখী হইত। পাশের কক্ষটি নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; সেই অন্ধকারে ওয়াকার শ্মশানচারী প্রেতের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে সে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া, কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু সে তাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাইল না। তাহার মনে হইল সে তাহার বক্ষের স্পন্দন ধ্বনিও শুনিতে পাইতেছিল।

অবশেষে সে আর একটি কক্ষের সম্মুখস্থ পর্দ্দার নিকট আসিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইল। সেই পর্দ্দাখানি অত্যন্ত ভারী; সে তাহা অপসারিত করিবার পূর্ব্বে ক্ষণকাল সেই দ্বারের সম্মুখে উদ্যত

কর্ণে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু সেই কক্ষের ভিতর হইতে কোন শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল না। তখন সেই দ্বারের পর্দ্দা অপসারিত করিয়া সে দ্বার ঠেলিতেই দ্বার খুলিয়া গেল, এবং সেই কক্ষের ম্লান দীপালোক তাহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল। সেই আলোকে সে একজন চীনাম্যানকে কক্ষ মধ্যে দণ্ডায়মান দেখিল। চীনাম্যানটা তাহাকে দেখিবামাত্র দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিল। তাহার হাতে একটি পিস্তল ছিল; ওয়াকার সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই সে সেই পিস্তলের নল তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া প্রসারিত করিল। এই প্রকার আকস্মিক আক্রমণে ওয়াকার সর্ব্বাঙ্গে বৈদ্যুতিক প্রবাহ অনুভব করিল। তাহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, তাহার জিহ্বা নীরস হইল। তাহার মনে হইল এবার আর তাহার পরিত্রাণ নাই। এই কক্ষে আসিয়া আততায়ীর পিস্তলের গুলীতে তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে—ইহা কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও সে কল্পনা করিতে পারে নাই; কিন্তু ইহাই বিধিলিপি, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। সে আত্মরক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া হাতের ছুরিখানি তাড়াতাড়ি মেঝের উপর নিক্ষেপ করিল; কারণ সে ভাবিল—তাহাকে নিরস্ত্র দেখিয়া চীনাম্যানটা তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলী না করিতেও পারে; যুদ্ধে নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইয়া অনেকেই অস্ত্র সংবরণ করে। কিন্তু কোন চীনাম্যানের নিকট সে বীরোচিত ব্যবহার পাইবে—ইহা সে আশা করিতে পারিল না। তথাপি সমুদ্রে যে ডুবিতেছে—সে সম্মুখে তৃণখণ্ড দেখিলেও তাহা অবলম্বন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে;—তখন তাহার সেইরূপ অবস্থা!

কিন্তু চীনাম্যানটা তাহাকে ছুরী ত্যাগ করিতে দেখিয়াও তাহার

বক্ষঃস্থল হইতে পিস্তলের নল অপসারিত করিল না। সে পূর্ব্ববৎ স্থির ভাবে তাহার অদূরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল; তাহার পর বিশুদ্ধ ইংরাজীতে গম্ভীর স্বরে বলিল, "ওহো, তোমাকে ত আমি চিনি! তুমি বিদেশী ভূত (foreipn devil) ওয়াকার?—হো-লি যে দীর্ঘদেহ লোকটির কথা বলিয়াছিলেন, তুমিই সেই লোক? আমাকে তোমার ভয় করিবার কারণ নাই; তুমি আমার অবধ্য; বরং আমি সাধ্যানুসারে তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

চীনাম্যানটা তাহার হাতের পিস্তলটি ওয়াকারের হস্তে অর্পণ করিল।

ওয়াকারের মনে হইল লোকটা তাহাকে এইভাবে উপহাস করিতেছিল। তাহাকে গুলী করিতে উদ্যত হইয়া গুলীবর্ষণ ত করিলই না, তাহার উপর হাতের পিস্তল তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়া স্বয়ং নিরস্ত্র হইল! ওয়াকার পিস্তলটি হাতে পাইয়া তাহাকে হত্যা করিতে পারে—এরূপ চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে স্থান পাইল না! ইহা এতই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলিয়া ওয়াকারের মনে হইল যে, সে প্রথমে ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না, তাহার মনে হইল সে স্বপ্ন দেখিতেছে। স্বপ্ন ভিন্ন কেহ কি এরূপ অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারে?

কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার ভ্রম দূর হইল। পিস্তলটি তাহার হাতে আসিয়াছিল, তাহার কঠিন স্পর্শ সে সুস্পষ্টরূপে অনুভব করিতেছিল; স্বপ্নে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। ওয়াকার পিস্তলটি হাতে লইয়া সতর্কভাবে তাহা পরীক্ষা করিল; তাহার নল খুলিয়া দেখিল তাহা শূন্যগর্ভ নহে। তাহার ভিতর টোটা ভরা ছিল।—ওয়াকার

পিস্তলটি দৃঢ়-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তী চীনাম্যানকে কি বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু সে কাহাকে কি বলিবে? চীনাম্যান কখন তাহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিয়াছিল—তাহা সে জানিতে পারে নাই; সে মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইল—তাহাও সে বুঝিতে পারিল না!—চীনাম্যানটা তাহার শত্রু না মিত্র? শত্রু হইলে, বিপ্লবীদলেরকোন কর্ম্মী হইলে নিশ্চয়ই সে তাহাকে গুলী করিয়া মারিত, তাহাকে সম্মুকে পাইয়া, তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া পিস্তল প্রসারিত করিয়া, কেবল তাহাকে ভয় দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইত না; সে চক্ষুর নিমেষে পিস্তলের ঘোড়া টিপিত, এবং তাহার সেই চেষ্টা বিফল হইত না; কারণ পিস্তলে গুলীভরা টোটা পুরিয়া রাখা হইয়াছিল। তথাপি সে তাহাকে হত্যা না করিয়া পিস্তলটি অসঙ্কোচে তাহার হস্তে অর্পণ করিল; পিস্তলটি হাতে পাইয়া ওয়াকার তাহাকে গুলী করিয়া মারিতে পারে—ইহা বুঝিয়াও সে স্বয়ং নিরস্ত্র হইল! পিস্তলটি তাহার হাতে দিয়া সে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল; তবে কি সে তাহার কোন হিতৈষী মিত্র, সেই শত্রুপুরীতে তাহাকে সাহায্য করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল? চীনাম্যানটা তাহার অপরিচিত। বিপ্লবী চীনাম্যানদের আড্ডায় সে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল? তাহাকে এইভাবে সাহায্য করিয়া নিজের পরিচয় না দিয়াই বা কেন সে অদৃশ্য হইল?—ওয়াকার মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করিয়া এই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর স্থির করিতে পারিল না; কিন্তু সে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, বিপ্লববাদীদের দেশের লোক যদি বিপ্লব দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত না করে, তাহা হইলে কেবল পুলিশের চেষ্টায় দেশের অশান্তি দূর করা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। ওয়াকার সেই অপরিচিত চীনাম্যানের উদ্দেশ্যে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রকাশ করিল। বিপ্লবী

চীনাম্যানদের আড্ডায় আসিয়া একজন চীনাম্যান যে তাহাকে অস্ত্র দ্বারা সাহায্য করিল, তাহার আত্মরক্ষার চেষ্টায় সহায়তা করিল, এজন্য তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। সে বুঝিতে পারিল চীনাম্যানদের দলে এইরূপ লোকও আছে যাহারা গুপ্তহত্যার পক্ষপাতী নহে ; এবং গুপ্তহত্যা দ্বারা দেশের অরাজকতা বর্দ্ধিত হয়, শান্তি শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়, ইহা বুঝিতে পারিয়া পুলিশের অপরিচিত হইলেও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই ঘটনায় তাহার আশা হইল শান্তিপ্রিয় ও আইনানুগত চীনাম্যানদের সাহায্যে সে বিপ্লবীদের দমন করিতে পারিবে। তাহার ধারণা হইল চীনাম্যানদের সকলে বিপ্লববাদী নহে. এবং বিপ্লবীরা গুপ্তহত্যা দ্বারা সমাজের কি অনিষ্ট করিতেছে তাহা অন্যান্য চীনাম্যান বুঝিতে পারিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। অপরিচিত চীনা যুবকের ব্যবহারই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ।

ওয়াকার সেই কক্ষে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা চিন্তা করিতেছিল, সেই সময় অদূরে কাহারও কাহারও কিচ্-মিচ্ কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহার চিন্তাস্রোত অবরুদ্ধ হইল। কোথায় কাহার সহিত কি পরামর্শ করিতেছিল তাহা জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। তাহার অপরিচিত হিতৈষী বন্ধু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে পিস্তলটি তাহার হাতে প্রদান করায় তাহার মানসিক কুণ্ঠা ও সঙ্কোচ অন্তর্হিত হইয়াছিল। অতঃপর চোরের মত লুকাইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে আর তাহার প্রবৃত্তি হইল না; তাহার আশা হইল সে নির্ভয়ে বিপ্লবীদের সম্মুখীন হইতে পারিবে এবং প্রয়োজন হইলে নির্ভীক বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া তাহার মুক্তির পথ সুগম করিবে। হয় ত তাহার পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া সেই গুপ্ত আড্ডার বিভিন্ন কক্ষ হইতে এক দল বিপ্লবী তাহার সম্মুখীন

হইতে পারে; কিন্তু আর তাহাকে কাপুরুষের মত তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে না।

ওয়াকার সেই কক্ষের প্রান্তবর্ত্তী আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার বাতায়ন-পথে অদূরবর্ত্তী পথের আলোক দেখিতে পাইল। তখন তাহার মনে যথেষ্ট সাহসের সঞ্চার হইল। সে বুঝিতে পারিল অতঃপর সেই অট্টালিকা পরিত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে না। যদি তাহাকে গুলী চালাইতে হয় তাহা হইলে সেই শব্দ সহজেই পথের লোকের কর্ণগোচর হইবে, এবং পুলিশের সাহায্য লাভ করাও সম্ভবতঃ অসাধ্য হইবে না। সে বুঝিতে পারিল, পথের পুলিশ পিস্তলের শব্দ শুনিয়া সেখানে উপস্থিত হইবে।

ওয়াকার ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করিল। সে কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাওয়ায় মনে করিল সেই দোতালায় কেহ নাই। যাহারা সেখানে পাহারায় ছিল—তাহাদিগকে সে পূর্ব্বেই হত্যা করিয়াছিল বলিয়া তাহার ধারণা হইল; কিন্তু সে কাহাকেও দেখিতে না পাইলেও তাহার কর্ণকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না; কারণ অদূরে সে একাধিক লোকের কণ্ঠস্বর সুস্পষ্ট রূপে শুনিতে পাইয়াছিল; তাহা অশরীরি আত্মার কথা—ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। এই জন্য সে অন্ধকারে চলিতে চলিতে অন্য একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া সেখানে থমকিয়া দাঁড়াইল; কারণ সেই কক্ষের দ্বারের ফাঁক দিয়া সে আলোকের একটি ক্ষীণ শিখা দেখিতে পাইল। সেই কক্ষে নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার কৌতূহল হইল। সে সম্মুখে ঝুঁকিয়া তাহার জুতার ফিতা খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর জুতার ভিতর হইতে পা বাহির করিয়া জুতা-জোড়াটা ট্রাউজারের পকেটে পুরিল। সে তাহা সেখানে পরিত্যাগ

করিতে পারিত, কিন্তু পথে বাহির হইলে জুতা ব্যবহার করিতে হইবে বুঝিয়া সে তাহা ত্যাগ করিল না।

দ্বার অর্গল রুদ্ধ ছিল না, কিন্তু সে সেই দ্বার ঠেলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই একজন লোক দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া হঠাৎ বাহিরে আসিল। তাহাকে দেখিয়াই সে নিঃশব্দে দ্বারের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সেই সময় যে চীনাম্যান বিশুদ্ধ ইংরাজীতে কথা বলিতেছিল—ওয়াকার তাহার কথা সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইল; সেই কণ্ঠস্বর তাহার পরিচিত। সে বুঝিতে পারিল উহা বিপ্লবাদীদের অন্যতম অধিনায়ক ডাক্তার লুর কণ্ঠস্বর। ডাক্তার লু যাহার সহিত কথা বলিতেছিল ওয়াকার তাহারও কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল, এবং সে স্বরও পরিচিত বলিয়াই তাহার মনে হইল। যে ব্যক্তি সেই কক্ষ হইতে বাহিরে আসিল—সে দীর্ঘদেহ শ্বেতাঙ্গ। সেই ব্যক্তি বাহিরে আসিবামাত্র সেই কক্ষের আলোক উজ্জ্বল হইল; সেই আলোকে সে চিনিতে পারিল—সেই দীর্ঘদেহ শ্বেতাঙ্গটি ডিভট বা জোন্স নামধারী ফেরারী কয়েদী। ওয়াকার জানিত সে কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং তাহাকে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইতে দেখিয়া ওয়াকারের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সেই কক্ষের আলোক ওয়াকারের সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইল, এ জন্য অতঃপর তাহার লুকাইয়া থাকা অসম্ভব হইল। ডিভট ওয়াকারকে সেই ভাবে সেই স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। উভয়েই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক!

দশম তরঙ্গ

ভয়াবহ রাত্রি

ডি ডি উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার হাত পা দৃঢ়রূপে শৃঙ্খলিত ছিল, এ জন্য হাতে পায়ে টান পড়িতেই তিনি অত্যন্ত যন্ত্রনা বোধ করিলেন এবং মুখ বিকৃত করিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিলেন। সেই কক্ষের দীপালোক তাঁহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হইল। সহসা দূরস্থ মিশ্র কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; কিন্তু তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। শত্রুর দণ্ডাঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, মূর্চ্ছাভঙ্গে তাঁহার শোচনীয় অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। তিনি মুক্তি লাভের সুদূর সম্ভাবনাও বুঝিতে পারিলেন না। বিপ্লববাদীরা তাঁহাকেও আক্রমণ করিবে, তাঁহাকে তাহাদের কবলে পড়িতে হইবে—ইহা তিনি পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারেন নাই। তিনি যথাযোগ্য সতর্কতা অবলম্বন করিলে তাঁহাকে এ ভাবে বিপন্ন হইতে হইত না ভাবিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন।

তিনি যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন, সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অদূরে দুইজন লোককে দণ্ডায়মান দেখিলেন। তাহাদের একজন বিপ্লবীগণের অন্যতম অধিনায়ক ডাক্তার লু। ডি-ডি ডাক্তার লুর মুখের দিকে চাহিলে লু দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে দেখিতেছি? তোমাদের জান কি শক্ত! আমি ভাবিয়াছিলাম—তোমার মাথায় যে দুই ঘা বসাইয়া দেওয়া

হইয়াছিল তাহা এরকম নির্ঘাত যে, তাহাতেই শিঙ্গা ফুকিবে ; কিন্তু সেই ঘা বরদাস্ত করিয়াও সামলাইয়া লইয়াছ ! যাহা হউক, সে জন্য আমি দুঃখিত নহি, তোমার জীবন এখন আমাদেরই হাতে। তোমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়াছে ভালই হইয়াছে ; কারণ আমার যে দুই চারিটি কথা বলিবার আছে—তাহা বলিবার সুযোগ পাইলাম। তুমি মরিলে তাহা বলা হইত না।”

ডি ডি তাহার কথা শুনিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না। সেই দুর্দ্দান্ত চীনাম্যানটার কি বলিবার ছিল তাহা শুনিবার জন্যও তাঁহার আগ্রহ হইল না। তাঁহার মস্তকের আঘাত-বেদনার তখনও উপসম হয় নাই ; তাঁহার মাথার ভিতর তখন-টন্ টন্ করিতেছিল। তিনি অতি কষ্টে বলিলেন, “হা পরমেশ্বর !”

ডাক্তার লুর পাশে আর একজন লোক বসিয়া ছিল। সে তাঁহার আক্ষেপোক্তি শুনিয়া খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। ডি ডি মাথা তুলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, সে বিপ্লবাদীদের অন্যতম অধিনায়ক ডিভট।—ডিভটকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

ডিভট তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, “গুড্ ইভ্নিং কমিশনার ! গত বার যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, তখন আমাদের উভয়ের অবস্থা ঠিক এরকম ছিল না ; তুমি ছিলে আমার ভাগ্যনিয়ন্তা, আর আমি ছিলাম তোমার বন্দী ; কিন্তু এখন আমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত; এজন্য কেহ তোমাকে দোষী করিবে না, আমাকে তোমাদের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া পচাইয়া মারিবার জন্য তোমার চেষ্টা যত্ন বা আগ্রহের অভাব ছিল না ; কিন্তু ফল হইল বিপরীত ! সেজন্য আক্ষেপ করিয়া কোন লাভ নাই ; কি বল ছোট কর্ত্তা ?”

ডি ডি তাহার এই বিদ্রূপে বিচলিত হইলেন না ; তিনি জানিতেন হাতী পাঁকে পড়িলে ব্যাঙেও তাহাকে পদাঘাত করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে ; তাহাতে হাতীর মহিমা খর্ব্ব হয় না। তিনি সেই ইতর দস্যুর প্রশ্নের উত্তর দিতে ঘৃণা বোধ করিলেন। দাম্ভিক শত্রুদ্বয়ের সহিত আলাপ করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

ডাক্তার লু তাঁহাকে নীরব দেখিয়া তাহার শ্বেতাঙ্গ সহযোগীকে বলিল, "পুলিশের এই ছোট সাহেবটির গলা শুকাইয়া গিয়াছে ; প্রবল পিপাসা হওয়ায় উহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না ! এ সময় কোন রকম পানীয় পান করিতে পাইলে বেচারার ধড়ে প্রাণ আসিবে। তা আমাদের বোতলে যে'তাড়ি-চুয়ানো আছে—উহা উহাদের ব্র্যাণ্ডি অপেক্ষা শতগুণ উৎকৃষ্ট, উত্তেজক ও স্ফূর্ত্তিদায়ক। ও জিনিস বোধ হয় কোন দিন উহার পেটে পড়ে নাই ; উহারা ব্র্যাণ্ডি হুইস্কিই চেনে, উহাদের ব্র্যাণ্ডি অপেক্ষা এ মদ কত ভাল তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুক। উহারা ভাবে আমরা আফিংএরই গোলাম, আমরা যেন জলপথে চলিতে জানি না ! উহার ভ্রম সংশোধন করা উচিত।"

ডাক্তার লু একটা বোতল হইতে শোধন-করা তাড়ি গ্ল্যাসে ঢালিয়া গ্ল্যাসটি ডি ডির সম্মুখে ধরিল। তিনি পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন, দারুণ অবসাদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়াছিল। সেই তরল পানীয় তিনি বিনা-প্রতিবাদে সাগ্রহ পান করিলেন। একবার তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল উহার সহিত কোন প্রকার বিষ মিশ্রিত নাই ত ? কিন্তু সে সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পাইল না। যাহারা ইচ্ছা করিলে গুলী করিয়া মারিতে পারে, বুকে ছুরী বিঁধাইয়া হত্যা করিতে পারে—তাহারা কোন পানীয় দ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না।

তিনি সেই উগ্র সুরা পান করিয়া তাহার ঝাঁঝে কাশিতে লাগিলেন ; কাশিতে কাশিতে তাঁহার চোখ মুখ রাঙা হইল, তাঁহার চক্ষু হইতে টস্-টস্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া গ্লাসটি নামাইয়া রাখিলেন ; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "উঃ, কি ভয়ানক ঝাঁঝ! ইহার সঙ্গে মরিচের গুঁড়া মিশানো আছে না কি? গলা দিয়া যতদূর নামিল, যেন আগুনের স্রোত চলিয়া গেল! এ মদের নাম কি?"

ডাক্তার লু বলিল, "তোমাদের দেশের মদের মত বিস্বাদ নয়। উহার স্বাদ অমৃততুল্য ; যাহাদের অভ্যাস নাই, তাহাদের একটু কড়া লাগে বটে, কিন্তু তোমাদের ব্র্যাণ্ডি অপেক্ষা অনেক ভাল। উহার নাম না-আ-পি ব্র্যাণ্ডি। আঙ্গুর প্রভৃতির রস চুয়াইয়া তোমরা ব্র্যাণ্ডি প্রস্তুত কর, আর ইহা তাল জাতীয় গাছের মিষ্ট রস চুয়াইয়া তাহাতে নানারকম মশলা দিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার মূল্য এক বোতল ব্র্যাণ্ডির মূল্য অপেক্ষা দশগুণ অধিক। পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা পুষ্টিকর, তেজস্কর পানীয় আর কিছুই নাই।"

ডি ডি তাহার কথা অবিশ্বাস করিলেন না, কারণ তাহা পান করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার দেহে নব বলের সঞ্চার হইল, তাঁহার অবসাদ যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হইল। তাঁহার সকল কষ্ট, দেহের ক্লান্তি অসহ্য যন্ত্রণা প্রসমিত হইল। তাঁহার মস্তিষ্কের বিহ্বলতা ও জড়তা অপসারিত হওয়ায় চিন্তা-শক্তি প্রখর হইল।

ডাক্তার লু তাহার এই পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল। সে তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিয়া বলিল, "তোমার দেহের আবল্য মানসিক জড়তা অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারে ; তাহাতে তোমার আপত্তির আর কোন কারণ

নাই। আশা করি তুমি দীর্ঘ কাল কথাবার্ত্তায় অতিবাহিত করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবে; কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি কথা বলিবে—সেই পর্য্যন্তই তোমার পরমায়ু; যে মুহূর্ত্তে তোমার সকল কথা শেষ হইবে—সেই মুহূর্ত্তই তোমার অন্তিম মুহূর্ত্ত; সেই মুহূর্ত্তেই তুমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইবে, অর্থাৎ তোমাকে নিহত হইতে হইবে। কেবল তুমিই যে একাকী মরিবে, এরূপ নহে; তোমার সহযোগী ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারকেও তোমার সঙ্গে মরিতে হইবে। মরিয়া তুমি নরকে যাইবে। সেখানে একাকী যাইতে তোমার কষ্ট ও অসুবিধা হইতে পারে; এই জন্য আমরা তাহাকেও তোমার সঙ্গে পাঠাইব। সে নীচে আছে, শীঘ্রই তাহাকে এখানে আনাইবার ব্যবস্থা করিব; তাহার পর তোমরা এক সঙ্গে পরলোকের পথে যাত্রা করিবে।”

ডিভি ডাক্তার লুর কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “ওয়াকারকে তোমরা এখানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছ?”—মিঃ পিয়ারসন কোথায় নীত হইয়াছিলেন তাহা তিনি এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিলেন। উহা যে ব্রোঞ্জ ক্রিসান্‌থিমম্‌স ষ্ট্রীটস্থিত হো-মিং সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা এ বিষয়ে তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। হো-লি এই সম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও সে ইহাদের প্রধান আড্ডার সন্ধান জানিত, এবং সে পুলিশের নিকট এই ঠিকানার সন্ধান দিয়াছিল। বিপ্লববাদীদের সন্ধান জানিতে হইলে তাহাদের স্বদেশবাসিদের সহায়তা কিরূপ অপরিহার্য্য তাহা তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। মিঃ পিয়ারসন মনে করিলেন হো-লি স্বার্থপর হইতে পারে, অর্থলোভে সে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছিল—একথাও সত্য হইতে পারে; কিন্তু বিপ্লবদমনে, গুপ্তহত্যা নিবারণে, এবং দেশে শান্তি স্থাপনে তাহার সহায়তা যে অত্যন্ত মূল্যবান, সে প্রকারান্তরে সমাজের হিতসাধন করিতেছিল—ইহা তিনি

অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বিভীষিকাবাদীদের অনুষ্ঠিত অপকর্ম্মে, নিষ্ঠুরতায়, উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের গুপ্ত হত্যায় কাহারও কোন উপকারের সম্ভাবনা ছিল না। তাহার ফল কোন দিক দিয়াই সমাজের পক্ষে হিতকর নহে; অথচ তাহা রাজশক্তিকে পঙ্গু করিবার চেষ্টায়, দেশের শাসন-যন্ত্র অচল করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে, রাজশক্তিকে এরূপ নির্ম্মম এবং এরূপ বিচলিত করিয়া তুলে যে, বিপ্লব-প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য তাহা রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। তাহার ফলে নিরপরাধ নিরীহ ব্যক্তিদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; তাহারা নানা অসুবিধা সহ্য করিতে বাধ্য হয়। হো-লি তাহাদের গুপ্ত-আড্ডার সংবাদ তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিয়া লণ্ডনস্থ চীনাম্যান সমাজের উপকার করিয়াছে—ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিলেন না। বিপ্লবীরা ক্রুদ্ধ হইয়া হো-লিকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। তাহার বিপদের আশঙ্কার তুলনায় তাহার অর্থ-লোভের পরিমাণ কত তুচ্ছ! এ কথা চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে তাহার প্রশংসা করিলেন। কিন্তু তিনি বিপ্লবীগণের হাতে ধরা পড়িয়াছেন হো-লি এই সংবাদ জানিতে পারিয়াছে কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; তবে তাঁহার স্মরণ হইল হো-লি তাঁহাকে বলিয়াছিল তাহার একজন গুপ্তচর বিপ্লববাদীদের দলে মিশিয়া তাহাদের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন হো-লি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সত্যই উৎসুক; সে তাঁহাকে ধাপ্পায় ভুলাইবার চেষ্টা করে নাই। হো-লির যে অনুচর বিপ্লববাদীদের দলে মিশিয়া তাহাদের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কার্য্যের সংবাদ লইতেছিল, সে জানিত ধরা পড়িলে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে; তথাপি যে প্রাণের মায়া

বিসর্জ্জন দিয়া এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—তাহার সাহস ও চাতুর্য্য প্রশংসনীয়। মিঃ পিয়ারসন আশা করিলেন সে তাহার এই বিপদে তাঁহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই সকল কথা চিন্তা করিয়া ডি ডি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। (D. D. took heart.)

ডাক্তার লু পিয়ারসনকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, "আমাদের শক্তি সম্বন্ধে তোমরা অজ্ঞ। শত্রুবধই আমাদের জীবনের ব্রত। ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার নানা ভাবে আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিতেছিল; এজন্য আমরা তাহাকে ধরিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি। তাহার জীবনের আশা নাই; তবে তোমাকে এটুকু আশ্বাস দিতে পারি যে, তোমাকে তাহার বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না, কারণ সে ও তুমি একসঙ্গেই ইহলোক ত্যাগ করিবে। কেহ কাহারও মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশের অবসর পাইবে না। ওয়াকার আমাদের ধ্বংস সাধনের জন্য তোমার সহযোগিতা করিতেছিল; তুমি তোমার সর্ব্বপ্রধান সহযোগীর সহিত একত্র মরিবে—ইহা জানিয়া তুমি সুখী হইবে মিঃ পিয়ারসন!" (Mr. Pearson, you will have the knowledge that you are dying in the best of company.) —ডাক্তার লুর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তাহাতে শ্লেষের আভাস মাত্র ছিল না; কারণ সে জানিত ওয়াকার অসাধারণ সাহসী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং সরকারের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী।

ডি ডি আড় চোখে ডিভটের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু তাঁহার ভূতপূর্ব্ব কেরানী জোন্স (ওরফে ডিভট) তাঁহার দৃষ্টিপাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি পূর্ব্বে কোন দিন সন্দেহ করিতে পারেন নাই যে, তাঁহার আফিসের বহুদর্শী, বিশ্বস্ত, স্বল্পভাষী কেরানীটি বিপ্লবীদের দলের লোক, এবং তাহারই সাহায্যে তাহারা

তাঁহার আফিস-সংক্রান্ত অনেক গুপ্ত সংবাদ জানিয়া লইত। মিঃ পিয়ারসনের হঠাৎ স্মরণ হইল স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের মহাফেজখানার কাগজপত্র-গুলি তাহারই বিশ্বাসঘাতকতায় নষ্ট হইয়াছিল; হোম-সেক্রেটারীর মৃত্যু সংবাদ তাহারই নিকট তিনি সর্ব্ব প্রথমে শুনিতে পাইয়াছিলেন। তথাপি তিনি তাঁহার তাঁবেদার কেরানীটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। সে বিপ্লববাদীদের গুপ্তচর হইলেও দীর্ঘকাল তাঁহার কেরানীগিরি করিয়াছিল; তাঁহার এই বিপদকালে সে তাঁহার উপকার করিতেও পারে ভাবিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহাকে জোন্সের মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া ডাক্তার লু ক্রূর হাসি হাসিয়া (with a cruel smile at his lips) তাঁহাকে বলিল, "পিয়ারসন, বৃথা আশায় প্রলুব্ধ হইও না; তোমার ভূতপূর্ব্ব কেরানী তোমার জীবন রক্ষা করিবে—সে সাধ্য উহার নাই। তুমি হয় ত মনে করিতেছ ডিভট দীর্ঘকাল তোমার কেরানীগিরি করিয়াছে, এখন তোমাকে বিপন্ন দেখিয়া তোমার পলায়নে সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু তুমি এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ কর। তোমাকে নিহত হইতে দেখিলে উহার মনে যেরূপ আনন্দ হইবে, অন্য কাহারও সেরূপ হইবে না। তুমি শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, মিঃ ডিভট আমাকে অনুরোধ করিয়াছে ওয়াকারকে হত্যা করিবার ভার যেন উহারই হস্তে অর্পিত হয়! ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারকে হত্যা করিবার জন্য উহার কিরূপ আগ্রহ হইয়াছে—উহার এই অনুরোধই ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ। ডিভট একথাও বলিয়াছে যে, তাহার এই অনুরোধ রক্ষা করিলে সে অত্যন্ত অনুগৃহীত হইবে। আমি তাহার ন্যায় হিতৈষী গুপ্তচরের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইয়াছি। ওয়াকার সরকারের সাহসী কর্ম্মচারী, তাহার কর্ত্তব্য-

নিষ্ঠা প্রশংসনীয় ; এ অবস্থায় সরকারের কোন পদস্থ কর্ম্মচারীর সম্মুখে মিঃ জোন্সের হস্তে উহাকে পুরস্কৃত হইতে দেখিলে আমরা সকলেই আনন্দ লাভ করিব। কাহারও সুস্থ দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া তাহাকে হত্যা করিলে তাহার যন্ত্রণার সীমা থাকে না, এবং হত্যাকারীও তাহাতে সুখী হইতে পারে না ; এজন্য ওয়াকার মৃত্যুর পূর্ব্বে অধিক যন্ত্রণা ভোগ না করে সেদিকে আমার লক্ষ্য থাকিবে।"

মিঃ পিয়ারসন একথা শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন ; চীনা দস্যুরা কিরূপ যন্ত্রণা দিয়া নরহত্যা করে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি ডাক্তার লুর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিলে লু হাসিয়া বলিল, "ওয়াকারের সঙ্গে তোমাকেও মরিতে হইবে। বলিয়াছি ত তোমাকে তাহার বিরহ সহ্য করিতে হইবে না।"

মিঃ পিয়ারসন বলিলেন, "তাহার পর তুমি নিষ্কণ্টক হইবে, এবং সবুজ ত্রিভুজ সম্প্রদায়কে তোমার ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করিবে ; যাহাকে তোমাদের প্রতিকূলতা করিতে দেখিবে—তাহাকেই গোপনে হত্যা করিবে- এই ত তোমার সঙ্কল্প ?"

ডাক্তার লু বলিল, "তুমি খাঁটি কথা বলিয়াছ। (that is correct) মিঃ পিয়ারসন, তোমরা দু'জনে আমাদিগকে অসীম অসুবিধায় (endless inconvenience) ফেলিয়াছ। তোমাদের ফন্দি ফিকির ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয় পাইয়া আমি সত্যই বিস্মিত হইয়াছিলাম। ককেসিয়ান জাতি এরূপ চতুর ও অনুসন্ধিৎসু ইহা আমার জানা ছিল না। তোমার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার পরিচয়ে এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, তোমার জীবন রক্ষার জন্য সত্যই আমার একটু আগ্রহ হইয়াছিল, কারণ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর জীবন নষ্ট করিতে ইচ্ছা হয় না ; কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছায় কাজ হইবে না। আমাদের সমিতির আদেশ অবশ্যপালনীয় ;

তাহার প্রতিবাদ করিয়া ফল নাই। এইজন্য তোমার প্রাণরক্ষা করা আমার অসাধ্য। তোমার মৃত্যু অপরিহার্য্য।"

মিঃ পিয়ারসনের উভয় হস্ত এবং পদদ্বয় রজ্জুবদ্ধ ছিল। তিনি সেই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিলেন; তাহা দেখিয়া নর-পিশাচ লু হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "কোন ফল নাই মিঃ পিয়ারসন, তুমি অনর্থক ক্লান্ত হইতেছ দেখিয়া আমার ভারী দুঃখ হইতেছে। একজন মালয় নাবিক তোমাকে ঐ ভাবে রজ্জুবদ্ধ করিয়াছে; এই কার্য্যে তাহার অসাধারণ হাত-যশ। সে যাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখে একজন মাত্র সেই সুদৃঢ় বন্ধন মোচন করিতে পারে—সে যম।"

মিঃ পিয়ারসন তাহার কথায় প্রতিবাদ করিলেন না।

ডাক্তার লু তখনও তাঁহার নিকট দর্প করিবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিল, "যদি তুমি সরকারের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বহুদর্শী ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী না হইতে, যদি তোমার চক্রান্তে আমাদের বিপন্ন হইবার আশঙ্কা প্রবল না হইত, তাহা হইলে কিছুদিন তুমি স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিতে; তোমাকে এত শীঘ্র হত্যা করিবার জন্য এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতাম না। ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযুজ্য। তোমাদের দলে আরও অনেক কর্ম্মচারী আছে, আমরা ত তাহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করি নাই। যাহারা সরকারের কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী, যাহারা আমাদিগকে চূর্ণ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প, আমাদের অনিষ্টের জন্য যাহারা বুদ্ধি ও শক্তি পরিচালিত করিতেছে—তাহাদিগকেই আমরা সর্ব্বাগ্রে হত্যার জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছি, এবং ছলে কৌশলে তাহাদিগকে আমাদের সঙ্কল্প-পথ হইতে অপসারিত করিতেছি। তোমরা উভয়ে আমাদের সঙ্কল্প ব্যর্থ করিতে উদ্যত হইয়াছ। তোমাদের বুদ্ধিকৌশলে ও সুনিপুণ কার্য্য-

পদ্ধতিতে আমরা বিপন্ন হইতেছি, পদে পদে বাধা পাইতেছি ; সেই জন্যই তোমাদের মৃত্যু আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছে। আমাদের সমিতি তোমাদের উভয়ের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিয়াছে। তোমাদের উভয়ের মৃত্যুতে আমরা নিষ্কণ্টক হইব বটে, কিন্তু তোমাদের অভাবে ইয়ার্ডের যে ক্ষতি হইবে, সেই ক্ষতি সহজে পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাদের সরকারের দুইজন উচ্চ পদস্থ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারীকে অত্যুৎকট দম্ভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। এবার তোমাদের পালা। তোমাদের মৃত্যুর পর এরূপ জটিল রহস্যপূর্ণ অনেক ব্যাপার ঘটিবে, যাহার তাল সামলাইয়া উঠা তোমাদের কর্ত্তাদের পক্ষে কঠিন হইবে। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই এদেশের কয়েক শত সর্ব্ব-প্রধান ব্যক্তিকে বিনষ্ট হইতে হইবে।"(within the next few weeks several hundred of the greatest men in the land will have perished.)

মিঃ পিয়ারসন তাহার এই নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না ; আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণের ন্যায় তাঁহার ক্রুদ্ধ নেত্র হইতে অনলরাশি উৎসারিত হইল। তিনি স্থান, কাল, নিজের শোচনীয় অবস্থার কথা বিস্মৃত হইয়া ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ওরে কাপুরুষ, ওরে ইতর কশাই, ওরে গুপ্ত-নরহন্তা ! রাক্ষস, পিশাচরাও তোর অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। কি বলিস, আমাকে একাকী পাইয়া আমার মাথায় লাঠী মারিয়া আমার চেতনা নষ্ট করিয়াছিলি, তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া আমার হাত পা বাঁধিয়া রাখিয়াছিস্ ;—এইজন্যই এই সকল কথা আমার সম্মুখে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে তোর সাহস হইল ; কিন্তু যদি আমি কোন উপায়ে

মুক্তিলাভ করিতে পারি—তাহা হইলে আমি তোদের সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিব। এদেশে বিভীষিকাবাদীদের চিহ্নমাত্র রাখিব না। বৃটীশ সরকার কাহারও প্রতি এক বিন্দু দয়া প্রদর্শন করিবেন না। তোরা মনে করিয়াছিস্ কি? তোদের নিষ্ঠুরতায় দুই দশ জন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নির্ভীক কর্ম্মচারী নিহত হইলে কি বিরাট বৃটীশ সাম্রাজ্য অচল হইবে?—যে সকল নিরীহ নির্ব্বিরোধ চীনাম্যান নানাভাবে এদেশে দুই মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিতেছে, বৃটীশের সিংহ-লাঞ্ছিত পতাকাচ্ছায়ায় সপরিবারে নিরুদ্বেগে বাস করিতেছে—তোদের ঘৃণিত পশুবৎ আচরণে তাহাদেরও সর্ব্বনাশ হইবে; তাহাদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে। আমরা জীবিত থাকি আর না থাকি—সরকার এই বিভীষিকাবাদ দৃঢ় হস্তে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিবেন। যে বিরাট শক্তি পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বজ্র মুষ্টিতে সগৌরবে পরিচালিত করিতেছে—সেই অপ্রতিহত শক্তি মুষ্টিমেয় বিভীষিকাবাদীর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে শতবর্ষের বর্ষার বর্ষণে ক্ষয়িতপ্রায় শিথিলমূল জীর্ণ প্রাচীরের ন্যায় ধ্বসিয়া পড়িবে?"

নির্লজ্জ নরপিশাচ লু মিঃ পিয়ারসনের ক্রোধে বিচলিত হইলেও অধীরতা প্রকাশ করিল না; সে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল, "অতঃপর তোমার পক্ষে সব সমান; আমি তোমার বীরত্বের অভিনয় দেখিবার জন্য আর সময় নষ্ট করিতে চাহি না। এখন তোমার সহযাত্রী করিবার জন্য ওয়াকারকে এখানে আনাইবার সময় হইয়াছে। তোমাদের উভয়কে দুইটি বিভিন্ন স্থানে লইয়া গিয়া ইহলোক হইতে বিদায় দান করিতে হইবে; এ অবস্থায় তোমার সহযোগীর নিকট শেষ বিদায় গ্রহণের জন্য তোমার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। আমি তোমাদের এই অন্তিম কামনা পূর্ণ করিব।"

মিঃ পিয়ারসন তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমরা কি তাহাকে উৎপীড়িত করিয়াছ? সে আহত হইয়াছে কি?"

ডাক্তার লু মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সে আহত হয় নাই; তবে কয়েদী অবাধ্য হইলে, দুই এক ঘা পুরস্কার পাইয়া থাকে, সেইরূপ পুরস্কার হয় ত এক-আধটু তাহার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে—তাহার প্রতি তাহা অপেক্ষা অধিক কঠোর ব্যবহার করা হয় নাই। আমার বিশ্বাস, আমাদের ব্যবহারে সে কষ্ট অনুভব করে নাই। দুই একদিন পূর্ব্বে আমি তাহার সঙ্গে একটু আলাপ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমাকে অত্যন্ত অপমানজনক কটু কথা বলিয়াছিল।"

পিয়ারসন বলিলেন, "তোমার সৌভাগ্য যে, সে সময় তাহার পদদ্বয় রজ্জুবদ্ধ ছিল; নতুবা সে তোমাকে জুতাপেটা না করিয়া ছাড়িত না।"

ডাক্তার লু পিয়ারসনের কথায় উষ্মা প্রকাশ না করিয়া ধীরভাবে বলিল, "আমি প্রবলপ্রতাপ হো-মিং সম্প্রদায়ের দলপতি, চীনের প্রাচীন গৌরবের উদ্ধারকর্ত্তা, আমাকে সে জুতাপেটা করিত? গোচর্ম্মের এরূপ সৌভাগ্য কল্পনারও অতীত! কিন্তু সে দুর্দ্দমনীয় লোক! (a stubborn man) আমরা প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম—মিঃ ডিভটকে নিরাপদে ফেরত পাইবার জন্য তাহাকে আটক করিয়া রাখিব, এবং তোমরা তাহাকে মুক্তিদান করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিব। বস্তুতঃ মিঃ ডিভট ঐভাবে বিপন্ন না হইলে আমরা সেই সময়েই ওয়াকারকে হত্যা করিতাম; কিন্তু আমাদের সহকর্ম্মীগণের অদ্ভুত তৎপরতায় ডিভট তোমাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এবং ওয়াকার ও তুমি —তোমরা উভয়েই বন্দী হইয়াছ। এই ভাবে জয়লাভ করায় আমরা স্থির করিয়াছি, তোমাদের উভয়কেই হত্যা করিব; তাহা হইলে

পুলিশ সবুজ ত্রিভুজ সমিতির বিরুদ্ধে সে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা নষ্ট হইবে; কারণ সেই সকল গুপ্তকথা কেবল তোমাদেরই দুইজনের সুবিদিত। তাহা পুলিশের অন্য কোন কর্ম্মচারী জানিতে পারে নাই, এ সংবাদ ডিভটের নিকট শুনিতে পাইয়াছি, এবং তাঁহার কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এ অবস্থায় তোমাদের উভয়কেই হত্যা করা আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

ডাক্তার লু আশা করিয়াছিল মিঃ পিয়ারসন তাহার যুক্তি শুনিয়া প্রাণভয়ে তাহার নিকট জীবন-ভিক্ষা করিবেন; কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরাইলেন। তাহা দেখিয়া ডাক্তার লু তিনবার করতালি দিল। বোধ হয় সে তাহার অনুচরকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিল; কিন্তু কেহই তাহার ইঙ্গিতে সাড়া দিল না।

ডাক্তার লু সক্রোধে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য! শূয়োরটা ঘুমাইতেছে না কি? আমার আদেশ গ্রাহ্য হইল না? মারের চোটে তাহার পিঠের চামড়া উড়িয়া যাইবে।"

তাহার কথা শুনিয়া ডিভট উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং ডাক্তার লুকে বলিল, "যদি আপনি ওয়াকারকে এখানে হাজির করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে এখানে আনিবার জন্য অন্য কাহাকেও পাঠাইবার প্রয়োজন নাই; আমি স্বয়ং তাহার কয়েদখানায় গিয়া তাহাকে লইয়া আসিতেছি। সেই ধূর্ত্ত শিয়াল রজ্জুবদ্ধ হইয়া কিভাবে সেখানে ছটফট্ করিতেছে, তাহা দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।"

ডাক্তার লু বলিল, "বেশ, তোমার এই প্রস্তাবে আমার আপত্তি নাই, তুমি যাইতে পার; কিন্তু সেই গুদামের চাবী কোয়ানের কাছে

আছে। চাবীটা তাহার নিকট চাহিয়া লইবে। তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইলে তোমাকে জুয়ার আড্ডায় যাইতে হইবে। সে পাকা জুয়ারী, একটু ফুরসৎ পাইলেই জুয়া খেলিতে বসিয়া যায়।—আর এক কথা, ওয়াকারকে এখানে আনিবার সময় সতর্ক থাকিবে; সে ভয়ঙ্কর চতুর ও ফন্দিবাজ, কোন কৌশলে যেন সে পলায়ন করিতে না পারে।"

ডিভট হাসিয়া বুকের পকেটে মৃদু করাঘাত করিল, এবং ডাক্তার লুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,"হাঁ, সে চতুর ও ফন্দিবাজ তাহা আমার জানা আছে, কিন্তু এই পকেটে যিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার কাছে কোন চাতুরী বা ফন্দী খাটিবে না। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ, তাহাকে জীবিত অবস্থায় হাজির করিতে না পারি—তাহার মৃতদেহ বহিয়া আনিতে পারিব; তবে সে মিঃ পিয়ারসনের নিকট বিদায় লইবার সুযোগ পাইবে না, ইহাই ক্ষোভের বিষয়। "

ডিভট কঠোর দৃষ্টিতে মিঃ পিয়ারসনের মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর সে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল।

ডিভট প্রস্থান করিলে ডাক্তার লু মিঃ পিয়ারসনকে লক্ষ্য করিয়া নীরস স্বরে বলিল,"তুমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও বন্ধু! কিন্তু স্থির জানিও আমরা প্রথমে ওয়াকারকে সাবাড় করিব; কি ভাবে তাহার মৃত্যু হয় তাহা দেখাইয়া তোমাকে পরলোকে পাঠাইব। তাহার মৃত্যু-যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিলে তুমি আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারিবে। তাহার মৃত্যুর পর তোমাকে মরিতে হইবে; কিন্তু তুমি কি ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে—তাহা আমি জানিতে চাই। তোমার যেরূপ অভিরুচি সেই ভাবেই মরিতে পার; আমরা তোমার সেই আশা অপূর্ণ রাখিব না। বল, তুমি তরবারির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া মরিতে চাও, না বিষের সাহায্যে মৃত্যুই তোমার বাঞ্ছনীয়?"

মিঃ পিয়ারসন তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—এ যাত্রা আর তাঁহার নিস্তার নাই। নরপশু ডাক্তার লু তাঁহাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে; সে তাহার কথা কার্য্যে পরিণত করিবেই। লোকটা ব্যাঘ্রের ন্যায় নিষ্ঠুর ও হৃদয়হীন। (this man was as cruel and inhuman as a tiger.)

মিঃ পিয়ারসন তাহার কথা শুনিয়া তাচ্ছীল্য ভরে বলিলেন, "মৃত্যু যে আকারেই আসুক, তাহা মৃত্যু; (Death is death in any form) সুতরাং অসি বা বিষ—এ উভয়ই আমার নিকট সমান।"

কিন্তু বিষের প্রসঙ্গে কয়েক দিন পূর্ব্বের একটি কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি ঈষৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তুমি যে বিষের একজন বিশেষজ্ঞ, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। তোমার বিষের কারচুপি আমাদের ইয়ার্ডেরও সুবিদিত। তুমি বিষ দিয়াই হউক, আর যে রূপেই হউক, আমাকে এবং ওয়াকারকে হত্যা করিতে পার; কিন্তু ন্যায়বিচারের হস্ত হইতে তোমার পরিত্রাণ নাই। (but you can not escape the hands of Justice.) তোমার স্মরণ থাকিতে পারে অল্পদিন পূর্ব্বে তুমি কোন দুরভিসন্ধিতে কাহাকেও কয়েকখানি বিষাক্ত নোট পাঠাইয়াছিলে; তাহা আমাদের পরিচিত কোন লোকের সাহায্যে আমাদের আফিসে প্রেরিত হইয়াছে। আমাদের ইয়ার্ডের রাসায়নিক পরীক্ষক বিষ-মাখা ব্যাঙ্ক-নোটগুলি পরীক্ষা করিয়া বোধ হয় সেই অদৃশ্য বিষের উপাদান বিশ্লেষণ করিয়াছেন; সুতরাং তুমি নরহত্যার উদ্দেশ্যে কোন্ জাতীয় বিষ ব্যবহার কর তাহা সম্ভবতঃ নির্ণীত হইয়াছে। তোমার বিষের উপাদান আমাদের নিকট আর গোপন রাখিতে পারিবে না।"

ডাক্তার লু মিঃ পিয়ারসনের কথা শুনিয়া অবিশ্বাস ভরে দাঁত বাহির

করিয়া হাসিল, তাহার পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "আমার বিষের উপাদান আবিষ্কার করিবে বলিয়া আমাকে ভয় দেখাইয়া ফল নাই মিঃ পিয়ারসন! আমি স্বীকার করিতেছি আমি যে বিষ আমার কার্য্যোদ্ধারের জন্য ব্যবহার করি—তাহা উদ্ভিজ্জ বিষ; কিন্তু তোমাদের রাসায়নিক পরীক্ষক হাজার বৎসর চেষ্টা করিলেও তাহার উপাদান বিশ্লেষণ করিতে পারিবে না। সে এই বিষ-রহস্য আবিষ্কার করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডে কেবল মাত্র একজন লোক আছে—সেই বিষের 'ফরমুলা' যাহার জানা আছে; সেই একজন—আমি। অন্য কেহ উহার ফরমুলা জানে না। সেই ফরমুলা আমি কোন কারণে কাহারও নিকট প্রকাশ করিব—ইহা তুমি আশা করিতে পার না। যদি কেহ আমাকে উৎপীড়ন করিয়া সেই ফরমুলা জানিয়া লইবার চেষ্টা করে—তাহা হইলেও আমার মুখ হইতে তাহা বাহির হইবে না। আমি মৃত্যুকে বরণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু সেই গুপ্ত কথা প্রকাশ করিব না।"

মিঃ পিয়ারসন তাহার কথা শুনিয়া হতাশ ভাবে অবনত মস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, যদি তাঁহাকে এই নরপশুদের হস্তে নিহত হইতে হয়, তাহা হইলে মৃত্যুকালে তিনি এই সান্ত্বনা লাভ করিবেন যে, যে বিষ উহাদের সাংঘাতিক ও অব্যর্থ অস্ত্র, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের রসায়নবিদেরা সেই বিষের উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া তাহার প্রতিষেধক আবিষ্কারে সমর্থ হইবেন; কিন্তু ডাক্তার লুর কথা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

মিঃ পিয়ারসন তাহার উত্তর শুনিয়া আশ্বস্ত হইতে না পারিলেও বলিলেন, "তোমার এই বিষের বিশেষত্ব কি, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে কি তোমার আপত্তি আছে? আমাকে ত আর অল্পকাল

পরেই জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমি তোমার নিকট এই গুপ্তকথা শুনিতে পারিলেও কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না ইহা বুঝিতে পারিয়াছ; তবে তাহা আমাকে বলিতে বাধা কি? উহা জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে।"

ডাক্তার লু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ পিয়ারসনের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "হাঁ তোমার মৃত্যু অপরিহার্য্য; আমাদের কবল হইতে তোমার নিষ্কৃতি নাই। তোমাকে আর কয়েক মিনিট পরেই জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে, সুতরাং তোমার কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে আমি আপত্তির কোন কারণ দেখি না; বরং তুমি যে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিতে পারিয়াছ, এজন্য আমি তোমার সাহস ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করি। তুমি কাপুরুষ নহ, ইহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি আমার গুপ্তকথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না বুঝিয়া সকল কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি শোন—

"তুমি বোধ হয় তোমাদের এই পাশ্চাত্য মহাদেশের সুবিখ্যাত বিষ কস্তুরেলার নাম শুনিয়াছ। তুমি এই বিষের নাম না শুনিলেও তোমাদের দেশের বড় বড় ডাক্তার ও ভৈষজ্যবিদেরা ইহার নাম জানে; ইহার শক্তিরও পরিচয় তাহাদের অবিদিত নহে। সুপ্রসিদ্ধ বর্জ্জিয়া পরিবার এই সুতীব্র বিষের আবিষ্কারক—এ সংবাদ তোমার জানা না থাকিতে পারে।"

ডাক্তার লুর কথা শুনিয়া মিঃ পিয়ারসনের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল; কিন্তু তিনি তাহার গুপ্ত রহস্য জানিতে পারিলেও তাহা কাহাকেও বলিয়া যাইতে পারিবেন না ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন।

মিঃ পিয়ারসনের হতাশ ভাব দেখিয়া সেই নরপিশাচ উৎসাহিত

হইয়া বলিল, "এই প্রসিদ্ধ বর্জ্জিয়া পরিবারের ন্যায় অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাবান পরিবার বিধাতার আশ্চর্য্য সৃষ্টি! সমগ্র পৃথিবীতে তাঁহাদের তুলনা ছিল না। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ককেশিয় পরিবার আমার নমস্য; আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্যে সাত কুর্ণিশ করি। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এই ককেশিয় পরিবার ভিন্ন অন্য সকল ককেশিয়কে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি। এই ককেশিয় পরিবার যদি আমাদের মধ্যরাজ্যের অধিবাসী হইতেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের গৌরব বর্দ্ধিত হইত; কিন্তু আমাদের ক্ষোভের বিষয় এই যে, তাঁহারা আমাদের অবজ্ঞাত ককেশিয় জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

"যাহা হউক, আমি যে কথা বলিতেছিলাম তাহা সংক্ষেপে শেষ করি; কারণ তোমার মৃত্যুর আর অধিক বিলম্ব নাই। সুতরাং আমার মনের সকল কথাই তুমি এখন জানিতে পারিবে। যে হতভাগ্য মৃত্যুর অন্ধকারপূর্ণ চির-বিস্মৃতিসমাচ্ছন্ন অতলস্পর্শ গর্ভে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে—তাহার নিকট আমার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতে বাধা কি? —আমাদের চীন-দেশোৎপন্ন এক জাতীয় বিষ লইয়া, বহুদিন ধরিয়া আমি তাহার বিশেষত্ব পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সেই বিসটির নাম তোমার নিকট প্রকাশ করিতে আমার আগ্রহ নাই।

"অল্পকাল পরেই তোমার মৃত্যু অপরিহার্য্য, তথাপি তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিব না; এমন কি, আমার পরম বন্ধুর নিকটেও সেই বিষের নাম প্রকাশ করিতে আমার আপত্তি আছে। বিশেষতঃ, সেই নাম শুনিয়া তোমার কোনও লাভ নাই। যাহা হউক, আমার স্বদেশজাত সেই বিষের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া আমার ধারণা হইল, উহা কন্তরেলারই সমধর্ম্মী বিষ, উভয়েরই প্রকৃতি অভিন্ন। এই আবিষ্কারের ফলে আমি সিদ্ধান্ত করিলাম, কন্তরেলা নামক বিষ

আমাদের প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতেই রোম নগরে ও ভাটিকানে আনীত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অতি প্রাচীন যুগে—যে সময় মহাপরাক্রান্ত সিজার ও মার্ক এণ্টনি দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময়েই তাহা পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে নীত হইয়াছিল। তবে ইহা আমার অনুমান মাত্র; আমার এই অনুমানের সমর্থন করিতে পারি—এরূপ কোন প্রমাণ আমি সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, তাহা প্রাচ্য ভূমণ্ডল হইতে পাশ্চাত্য মহাদেশে আসিয়াছিল কি না তাহা জানিয়া তোমারও কোন লাভ নাই।

"আমি পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারি—আমার আবিষ্কৃত বিষ জীবিত ব্যক্তির শোণিত স্পর্শ করিবার পর ঠিক এক ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়। ইহার একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এই বিষ-প্রয়োগে যাহার মৃত্যু হয় তাহার মৃতদেহ—তাহার শোণিত, হৃৎপিণ্ড, পাকাশয় এবং ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া মৃত্যুর কারণ অবধারণ করা অসাধ্য। বিষ-প্রয়োগে মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেহে প্রকাশ পায় না। কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সেই মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিবে না—বিষপ্রয়োগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু কন্তুরেলা নামক বিষ-প্রয়োগে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া সেই বিষের অস্তিত্ব জানিতে পারা যায়; সুতরাং আমার এই বিষ যে, কন্তুরেলা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে মতভেদের কারণ নাই। কন্তুরেলা অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতার আর একটি অকাট্য নিদর্শন এই যে, কন্তুরেলা সুস্থ মনুষ্যের শোণিতে মিশ্রিত হইবার পর দুই ঘণ্টার মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়; অর্থাৎ আমার আবিষ্কৃত বিষ তাহার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই মনুষ্যের প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। কন্তুরেলা পূর্ণ দুই ঘণ্টায় যে কায করে, আমার বিষ এক ঘণ্টা দশ মিনিটেই তাহা

সম্পন্ন করে। আমার আবিষ্কৃত বিষের আরও একটি গৌরবজনক বিশেষত্ব এই যে, ইহা কাহারও দেহে প্রয়োগ করিতে হইলে তাহার অজ্ঞাতসারেই সেই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। অধিক কি, কেহ মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। মানব-দেহে ইহা স্বতঃই কার্য্যকরী হইয়া থাকে; আমার পক্ষে ইহা অল্প সুবিধার বিষয় নহে। আমি যাহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করি সে যেন মন্ত্রবলে নিহত হয়, এবং তাহার এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ কি তাহা কেহই বুঝিতে পারে না; সুতরাং ইহা মন্ত্রৌষধি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই বিষের সাহায্যে আমি যখন যাহাদিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি—তাহারা ঠিক আমার নির্দ্দিষ্ট সময়েই নিহত হইয়াছে, সময়ের এক মিনিটও ব্যতিক্রম হয় নাই; সুতরাং ভবিষ্যতেও আমি সমভাবে কৃতকার্য্য হইব, এ বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। (And I have little doubt but that I shall be equally successful in the future.) তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এই বিষের সাহায্যে যাহাদিগকে হত্যা করিব—তাহাদের মৃত্যুতে আমার সাফল্যের জন্য আমার ক্ষমতার তারিপ্ করিতে (to congratulate me on my success) বা তোমার বন্ধুগণের আত্মীয়বিয়োগ-শোকে শোক প্রকাশ করিতে তুমি জীবিত থাকিবে না। তোমার মৃত্যুর পর আমার বিরাট সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবে।”

তাহার কথায় মিঃ পিয়ারসন অধীর হইয়া গর্জ্জন করিলেন, এবং কঠোর স্বরে বলিলেন, “ওরে হৃদয়হীন নিষ্ঠুর শয়তান!”—সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাতের বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন করিবার চেষ্টায় উভয় হস্ত সবেগে আকর্ষণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। বন্ধন-রজ্জু

তাঁহার মণিবন্ধে অধিকতর আঁটিয়া বসিল, এবং হাত দু'খানি বেদনায় টন্-টন্ করিতে লাগিল।

তিনি বিফল চেষ্টায় মুখ বিকৃত করিলেন দেখিয়া নরপিশাচ লু দাঁত বাহির করিয়া ও মাথা দুলাইয়া হর্ষপ্রকাশ করিল; তাহার পর কপট সহানুভূতি ভরে বলিল, "শেষ মুহূর্তে আর ও সকল চেষ্টা কেন বন্ধু! শীঘ্রই তোমার সকল যাতনার অবসান হইবে। আমার আরও দুই চারিটি কথা বলিবার আছে; কিন্তু সময় অল্প হইলেও তাহা বলিতেছি শুনিয়া লও। তাহা শুনিলে বুঝিতে পারিবে—আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কি অপরিমিত এবং আমাদের সঙ্কল্প-সিদ্ধির সম্ভাবনা কত অধিক। বুঝিতে পারিবে—আমরা আমোদের জন্য বৃথা নরহত্যায় প্রবৃত্ত হই নাই, অকারণে বিশাল ককেশিয় জাতিকে বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করি নাই। তোমার সৌভাগ্য যে, মৃত্যুর প্রাক্কালে তুমি আমার এই সকল গুপ্ত কথা শুনিবার সুযোগ লাভ করিলে। পৃথিবীর আর কোনও ব্যক্তি এরূপ বিস্ময়কর কাহিনী কোন দিন শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারে নাই; কারণ আমি আর কাহারও নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করি নাই। ভবিষ্যতেও কাহারও নিকট এ সকল কথা স্বীকার করিব না। (to no other man would I commit myself.)

"আমি এই বিষপ্রয়োগে যাহাকে হত্যা করি---সে কিছুই জানিতে পারে না; ইহার কারণ যাহাকে হত্যা করিব মনে করি এই বিষ কোন কৌশলে এবং তাহার অজ্ঞাতসারে হয় তাহার শার্টের কলারে, বা তাহার দস্তানায়, অথবা সে যে সকল 'টাকা' বা নোট লইয়া নাড়া-চাড়া করে সেই নোটে, ইহা বিন্দু-পরিমাণে

ব্যবহার করি। কোন উপায়ে তাহার কোন ভৃত্য বা পরিচারিকা কিম্বা পরিবারস্থ কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলেই কিল্লা ফতে! আর এই কাযটি কিছুমাত্র কঠিন নহে। অধিক কি, সেই হতভাগ্য ব্যক্তির ব্যবহৃত রুমাল বা তাহার মোজা সংগ্রহ করিতে পারিলেও কার্য্যসিদ্ধি। আমি তাহার ব্যবহৃত এরূপ কোন একটা জিনিস সংগ্রহ করি যাহা কোন কারণে তাহার দেহে স্পর্শ করিবার প্রয়োজন হয়। ব্যাঙ্ক-নোট সর্ব্বদা কেহ ব্যবহার করে না বটে, কিন্তু যদি বিষ-সিক্ত কোন নোট তাহার হাতে পড়ে এবং সে তাহার এক মুড়াও আঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরে, তাহা হইলে আর তাহার রক্ষা নাই! ঐ বিষ বিন্দু-পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারিলেই যথেষ্ট। (a very little of it is sufficient.) আমার কোন অনুচর বা সহকর্ম্মী যদি আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে এই আশঙ্কায় আমি এই বিষ কখন অধিক পরিমাণে প্রস্তুত করি না। যখন যতটুকু প্রয়োজন তাহাই প্রস্তুত করিয়া লই। এই বিষ প্রস্তুতের 'ফরমুলা' আমি কখন কাগজে লিখি না, কারণ উহা লিখিয়া রাখিলে কখন কোন উপলক্ষ্যে দৈবাৎ অন্যের চোখে পড়িতে পারে; এইজন্য আমি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি; সুতরাং তাহা কাহারও জানিয়া লইবার সুবিধা নাই। আমার মস্তিষ্কই তাহার আধার; এরূপ গোপনীয় আধার পৃথিবীতে দ্বিতীয় নাই। আমার মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমার আরব্ধ কার্য্য শেষ হইবে। আমি জানি আমার কঠিন ব্রত উদ্‌যাপনের পূর্ব্বে আমি মরিব না।

"এই বিষের কার্য্যকারিতা অত্যন্ত সহজ, এবং ইহার প্রভাব অতি অল্প সময়েই বুঝিতে পারা যায়। যে পরিচ্ছদে ইহা ব্যবহৃত হয়, তাহা ব্যবহারের অল্পকাল পরে—যে অঙ্গে তাহা ব্যবহৃত হয় সেই

অঙ্গ ভয়ানক চুলকাইতে থাকে। যদি কোন টাকায় ইহার এক বিন্দু ঢালিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে সেই টাকাটি হাতে লইলেই হাত চুলকাইতে থাকিবে, মনে হইবে আঙ্গুলে বিছুটি লাগিয়াছে; অথচ ঐ ভাবে চুলকাইবার কারণ সে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু চুলকাইতে চুলকাইতে সেই স্থানের ত্বক নখরাঘাতে ছিঁড়িয়া যাইবে, এবং দুই এক বিন্দু রক্তও বাহির হইবে। তাহার পর আর কোন চিন্তা নাই, সেই অলক্ষিত বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইবে; তাহার পর আর কি? এক ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যেই সব শেষ!

"তুমি শুনিয়া বিস্মিত হইবে, তোমাদের হোম-সেক্রেটারী সার রিউপার্ট ফাল্‌কোনার প্রকৃত পক্ষে স্বহস্তে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল। (died at his own hand) কথাটা তবে খুলিয়াই বলি। তাহার টুপির কিনারায় এই বিষ বিন্দু পরিমাণে লিপ্ত হইয়াছিল; কি কৌশলে তাহার টুপিতে ঐ বিষ লাগাইয়াছিলাম, সে সংবাদ না শুনিলেও তোমার ক্ষতি নাই; কিন্তু কাযটি যে আদৌ কঠিন নহে, যৎসামান্য চেষ্টাতেই তাহা পারা যায়—ইহা তুমি বোধ হয় অস্বীকার করিবে না। দস্যুরা সম্রাটের সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য ধনাগার হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে পারে, আর তোমাদের হোম-সেক্রেটারীর মত একজন রাজ-কর্ম্মচারীর নিত্যব্যবহৃত টুপি সংগ্রহ করা কি এতই কঠিন?"

"হাঁ, আমি যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম ঠিক সেই সময়েই সার রিউপার্ট ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিল। আমার একজন কর্ম্মচারী তাহার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে টেলিফোনে—তোমাদেরই আফিসের টেলিফোনে—তোমাকে জানাইয়াছিল কোন্ সময় তাহার মৃত্যু হইবে। সময়টা সে ঠিক বলিয়াছিল তাহা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে।—কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসা করিতে পার—এইভাবে নরহত্যা করিবার কারণ কি?

কেবল নরহত্যাজনিত আনন্দই ইহার কারণ—ইহাই যদি তোমার ধারণা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি মনে করিব—তুমি একটি হস্তী-মূর্খ। কিন্তু তুমি সত্যই তত নির্ব্বোধ নহ; এই জন্যই ইহার প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য তোমার আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। তোমাদের দেশে আসিয়া তোমাদিগকেই বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি; ইহা অনেকেরই নিকট দুর্ব্বোধ্য রহস্য। তোমার অন্তিম কালে তোমার নিকট সেই রহস্যভেদ করিতেছি। আমাদের দেশে নানা সম্প্রদায়ের লোক আছে; সেই সকল সম্প্রদায়ের একদল কর্ত্তৃক সবুজ ত্রিভুজ নামক একটি নবীন রাজনীতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমাদের দেশে যে মধ্যরাজ্য আছে—সেই রাজ্যের অধিনায়কগণের নিকট আমরা প্রতিশ্রুত হইয়াছি—পৃথিবীতে চীনের অপ্রতিহত প্রাধান্য পুনঃ-সংস্থাপিত করিব। চীন সাম্রাজ্যকে জগদ্ব্যাপী গৌরবের অধিকারী করিতে হইবে; সমগ্র সভ্য জগৎ চীনের পদতলে মস্তক অবনত করিবে। কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইবে?—অস্ত্রবলে, বাণিজ্যবলে, রাজনীতিক বুদ্ধিকৌশলে তাহা সম্ভব নহে; কেবল আমার অদ্ভুত আবিষ্কারের ফলে এক দিন তাহা সত্যে পরিণত হইবে। আমি এই বিষের সাহায্যে জগতে বৃটেনের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইব। হাঁ, একমাত্র আমার চেষ্টায় এই অসম্ভব সম্ভব হইবে। আমি ডাক্তার লু সমগ্র জগতে অসাধ্য সাধন করিব। কেহ জানিতে পারিবে না, ইতিহাসে আমার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে না; কিন্তু আমারই চেষ্টায় চীন বৃটেনকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার ন্যায় জগজ্জয়ী শক্তি, প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য অর্জ্জন করিবে। পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে চীনের ড্রাগনাঙ্কিত অপরাজেয় বিজয়-কেতন উড্ডীন হইবে। তোমাদের দেশের বিখ্যাত, দেশপূজ্য অধিবাসীবর্গ, তোমাদের রাজনীতিকগণ, বৈজ্ঞানিক

পণ্ডিতসমূহ, তোমাদের খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ, আইনজ্ঞ ব্যবহারাজীবেরা, এমন কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকমণ্ডলী—যাহারা এদেশের গৌরব, যে সকল কোটীপতি মিলওয়ালা ও ব্যাঙ্কার তোমাদের দেশের অর্থশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, যে সকল বীরেন্দ্রকেশরী বাহুবলে, অস্ত্রবলে তোমাদের দেশকে ক্ষাত্র-শক্তির আদর্শে পরিণত করিয়াছে, তাহাদের সকলেরই উন্নত মস্তক আমার প্রদত্ত উগ্র, অব্যর্থ, অনিবার্য্য বিষে অতি অল্প দিনেই ধূলায় লুটাইবে। হাঁ, যে ভাবে সার রিউপার্ট ফ্যালকোনার মরিয়াছে, সার আর্ণল্ড ফেয়ারফক্সের প্রাণ গিয়াছে, ঠিক সেই ভাবে তাহারা মৃত্যুকে বরণ করিবে। সার রিউপার্টের টুপির কিনারায় যে বিষ-বিন্দু লিপ্ত হইয়াছিল, তাহা তাহার ললাট স্পর্শ করায় ললাট চুলকাইতে আরম্ভ করে; তাহার পর নখরের ঘর্ষণে ললাটে বিন্দু পরিমাণ রক্ত ফুটিয়া বাহির হয়; ইহাই তাহার মৃত্যুর কারণ। বিষ তাহার রক্তে মিশিবার পর এক ঘণ্টা দশ মিনিটের মধ্যে তাহার ইহলীলার অবসান হয়। সার আর্ণল্ড ফেয়ারফক্সের মৃত্যুও প্রায় ঐ ভাবেই ঘটিয়াছিল; তবে তাহার টুপির পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্যে উহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। (a different medium was used,) তাহার 'স্কার্ফ' বিষ-সিক্ত করা হইয়াছিল।"

মিঃ পিয়ারসন বিস্মিতভাবে ডাক্তার লুর প্রলাপোক্তি শুনিতেছিলেন; তিনি তাহার সকল কথা শুনিয়া অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "স্বীকার করিলাম তুমি কৌশলে বিষ-প্রয়োগ করিয়া আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকগুলিকে হত্যা করিলে; কিন্তু তোমার চীন দেশ আজ শত খণ্ডে বিভক্ত, বিভিন্ন প্রদেশের নায়কগণ প্রাধান্য লাভের জন্য পরস্পরের বুকে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত, কেহ কাহাকেও প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত; জাপান মানচুরিয়ায়

তোমাদের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বীরদর্পে রণ-হুঙ্কার ছাড়িতেছে; তাহাদের বজ্রনাদী কামান সমূহের গম্ভীর নির্ঘোষে আজ জল স্থল প্রকম্পিত! প্রশান্ত মহাসাগরের অপর পারে বলদর্পিত, মহা-পরাক্রান্ত মার্কিন তোমাদের চালবাজি দেখিয়া কান ধরিয়া ঘোড়-দৌড় করাইতে উদ্যত। তোমার বৃটিশ-গৌরব বিধ্বস্ত করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে চীনের ড্রাগন উড়াইবে? সম্বল ত তোমার ঐ বিষ? কত ছিলিম চণ্ডু টানিলে এই রকম আকাশ-কুসুমের আবাদ করিতে পারা যায়—তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য। বিষের সাহায্যে গ্রেট বৃটেনের প্রধান্য বিলুপ্ত করিয়া পৃথিবী অধিকারের স্বপ্ন দেখিতেছ! কিন্তু তাল সাম্‌লাইবে কিরূপে? শেষ রক্ষা হইবে কাহার সাহায্যে?"

ডাক্তার লু বলিল, "এইবার সেই কথাই বলিব। তুমি এইরূপ প্রশ্ন করিবে—তাহা জানিতাম। দেশে আমরা আফিং ছাড়িয়াছি, সনাতন টিকী বিসর্জ্জন করিয়াছি, স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়াছি। আমরা তোমাদের দেশের সকল প্রধান ব্যক্তিকে হত্যা করিলে তোমরা নিঃসহায় ও নিরুপায় হইয়া রুসিয়ার পদানত হইতে বাধ্য হইবে। (the country submits to Russian influence) রুসিয়া প্রাচ্য মহাদেশেরই অংশ, এবং প্রাচ্যে রুসিয়াই এখন সর্ব্বপ্রধান শক্তি বলিয়া পরিগণিত। রুসিয়ার সাহায্যেই মহাচীন তাহার পূর্ব্ব-প্রাধান্য অর্জ্জন করিবে। এজন্য অস্ত্রবলের সহায়তা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না। ককেশিয় জাতি অস্ত্রবলেরই প্রাধান্য স্বীকার করে; কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রম (that is a fallacy of the caucasian race) তোমরা অস্ত্রবলে তোমাদের উপনিবেশগুলি হস্তগত করিয়াছ, এবং অস্ত্রবলেই তাহা তোমাদের অধিকারে

রাখিয়াছ ; কিন্তু আমরা চীনাম্যানেরা যুদ্ধের পক্ষপাতী নহি। যুদ্ধজয়ই যে প্রাধান্য লাভের উপায়—ইহা বিশ্বাস করি না। চীনজাতি মনে প্রাণে পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা শান্তিপ্রিয়। আমরা কৌশলের সাহায্যে আমাদের বিলুপ্ত প্রাধান্য উদ্ধার করিব ; কারণ যুদ্ধটা অস্বাভাবিক ব্যাপার।"

ডাক্তার লু নীরব হইয়া মিঃ পিয়ারসনের মুখের দিকে চাহিল ; তাহার পর বিচলিত ভাবে বলিল, "আমাদের বন্ধুটি ওয়াকারকে আনিতে গিয়া এখনও ফিরিল না কেন ? এতক্ষণ ত তাহার এখানে ফিরিয়া আসা উচিত ছিল। আশা করি সে ওয়াকারকে লইয়া বিব্রত হয় নাই।"

তাহার কথা শুনিয়া পিয়ারসনের আশা হইল ওয়াকার হয় ত আত্ম-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছে ; সে যদি শত্রু-কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে—তাহা হইলে তাহার চেষ্টায় তাঁহারও প্রাণ রক্ষা হইতে পারে।"

ডাক্তার লু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। সে হাসিয়া বলিল, "মিঃ পিয়ারসন, তুমি বোধ হয় মনে করিতেছ ওয়াকার কোন কৌশলে ডিভটকে পরাভূত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছে ; কিন্তু এই মিথ্যা আশাকে মনেও স্থান দিও না। কারণ কারা-প্রকোষ্ঠ হইতে ওয়াকারের মুক্তিলাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহাকে যে শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে, সেই শৃঙ্খলের অন্য প্রান্ত সেই কক্ষের দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা আছে।"

ডাক্তার লুর কথা শুনিয়া মিঃ পিয়ারসনের আশার আলোক মুহূর্ত্ত মধ্যে নির্ব্বাপিত হইল।

ডাক্তার লু 'হায়-এ' শব্দে হুঙ্কার ও চটাপট্ শব্দে করতালি দিল ;

কিন্তু তাহার কোন অনুচর কোন দিক হইতে সাড়া দিল না। তাহার মানসিক চাঞ্চল্য চক্ষুতে পরিস্ফুট হইল।

অতঃপর সে উঠিয়া সবেগে সেই কক্ষের প্রান্তস্থিত হল-ঘরে প্রবেশ করিল এবং পকেট হইতে হুইশ্‌ল বাহির করিয়া তাহাতে ফু দিল। মুহূর্ত্ত পরে দুই জন চীনাম্যান হল-ঘরে প্রবেশ করিয়া ডাক্তারের সম্মুখীন হইল।

ডাক্তার লু তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "অবিলম্বে আমার আদেশ পালন কর। যেখানে সেই দীর্ঘকায় বিদেশী ভূতটা বাঁধা আছে তোমরা দুইজন সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাকে এখানে হাজির কর। যত শীঘ্র সম্ভব আমি তাহাকে এখানে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার লুর অনুচরদ্বয় কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ হল-ঘর ত্যাগ করিল; ডাক্তার লু পুনর্ব্বার মিঃ পিয়ারসনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার আদেশ পালনে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে মিঃ পিয়ারসন, এজন্য তুমি বোধ হয় অধীর হইয়াছ; কিন্তু তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। একটু বিলম্ব হইলেও তুমি নির্ব্বিঘ্নেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে। ওয়াকারকে এক মিনিটের মধ্যেই এখানে হাজির করা হইবে।"

ক্ষণকাল পরে সেই কক্ষের পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি দ্বারের সম্মুখস্থ স্বর্ণবর্ণ ড্রাগনের চিত্রাঙ্কিত একখানি স্থূল পরদা অপসারিত করিয়া একখানি সুদীর্ঘ পা বাহির হইল; তাহার পর সেখানে একখানি হাত দেখিতে পাওয়া গেল। অবশেষে একটি দীর্ঘকায় পুরুষ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার হস্তে একটি পিস্তল।

পিস্তলধারী চক্ষুর নিমেষে ডাক্তার লুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পিস্তল দ্বারা তাহার ললাট লক্ষ্য করিল, এবং গম্ভীর স্বরে বলিল, "শীঘ্র তোমার দুই হাত মাথার উপর উঁচু কর।—এই মুহূর্ত্তে।"

ডাক্তার লু বিহ্বল দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া একটি ভীষণদর্শন পিস্তলের নল তাহার ললাটের অদূরে উদ্যত দেখিল। সে আত্মরক্ষার আশায় বুকের পকেটে হাত পুরিবার চেষ্টা করিল; তাহা দেখিয়া তাহার সম্মুখস্থ পিস্তলধারী দৃঢ় স্বরে বলিল, "সাবধান ডাকার লু! পকেটে হাত পুরিয়াছ কি মরিয়াছ। আমার আদেশ পালন না করিলে এই মুহূর্ত্তে পিস্তলের ঘোড়া টিপিব। তোমার ললাট লৌহ-নির্ম্মিত নহে, এবং আমার লক্ষ্য অব্যর্থ, মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার মস্তক বিদীর্ণ হইবে।—শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর উচু কর।"

ডাক্তার লু সেই উদ্যত পিস্তলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘামিয়া উঠিল; তাহার পুরোবর্ত্তী পিস্তলধারী যে তাহাকে পরিহাস করে নাই, সে যে কথা বলিয়াছে—মুহূর্ত্তে সেই কথা কার্য্যে পরিণত করিবে—ইহা সে তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিল। সে ধীরে ধীরে দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? যে শ্বেতাঙ্গ ইন্স্পেক্টর তাহার অনুচরবর্গের হাতে ধরা পড়িয়া অদূরবর্ত্তী গুদাম-ঘরে আবদ্ধ ছিল, যাহার কটিদেশ সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া সেই শৃঙ্খলের অন্য প্রান্ত গুদাম-ঘরের দেওয়ালে গাঁথিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই সুদৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করা তাহার সাধ্যাতীত; তদ্ভিন্ন বিশালদেহ মহা-বলিষ্ঠ গুণ্ডা কোয়ান তাহার পাহারায় নিযুক্ত ছিল; তাহার সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া, দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল লুতাতন্তুর ন্যায় দ্বিখণ্ডিত করিয়া ওয়াকার সেই দুর্ভেদ্য কক্ষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, এবং কোন কৌশলে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছে! ইহা অসম্ভব, বিশ্বাসের

অযোগ্য ব্যাপার বলিয়াই ডাক্তার লুর ধারণা হইল; কিন্তু সে চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের গম্ভীর কণ্ঠস্বর বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ডাক্তার লুর যেন মোহ হইল; তাহার কণ্ঠরোধ হইল। সে নির্ব্বাক ভাবে উর্দ্ধ-প্রসারিত হস্তে ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ওয়াকার তাহার হাতের পিস্তলটি সেইভাবে ধরিয়া-রাখিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিল, "সরিয়া গিয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াও। দেওয়ালে পিঠ রাখ।"

সঙ্ক্ষিপ্ত আদেশ গুলীর ন্যায় সবেগে নিঃসারিত হইল। (the command was short and snapped out like a bullet) ডাক্তার লু মনুষ্য চরিত্রে অভিজ্ঞ ছিল; সে তৎক্ষণাৎ ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের আদেশ পালন করিল। বিষ-প্রয়োগে বৃটেনবাসীদের ধ্বংসের স্বপ্ন মুহূর্ত্ত মধ্যে টুটিয়া গেল; তাহার মনে হইল তাহার হিসাবে কোথাও গলদ রহিয়া গিয়াছে। এক মুহূর্ত্তে তাহার সুবিশাল তাসের প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ডাক্তার লু বুঝিতে পারিল অতঃপর নির্ব্বাক থাকিলে চলিবে না; ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকারের পিস্তল হইতে দড়াম্ শব্দে গুলী বাহির হইয়া তাহার ললাট চুম্বন করিতে পারে; গুলীর সেই প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন বড় সুখস্পর্শ হইবে না। এইজন্য সে জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠ সরস করিয়া কোমল স্বরে বলিল, "তুমি সত্যই অসাধারণ লোক ওয়াকার! আমি তোমাকে পূর্ব্বে ঠিক চিনিতে পারি নাই বন্ধু! এইজন্য তোমার বুদ্ধি ও শক্তি সম্বন্ধে আমার ধারণা তেমন উচ্চ ছিল না ইন্‌স্পেক্টর! তুমি কি আমাদের রুসিয়ান বন্ধুটিকে হত্যা করিয়া

এখানে আমার অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছ? ডিভট তোমারও বন্ধু বলিয়া তোমাকে সমাদরের সহিত এখানে আনিবার জন্য তাহাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাকে ত দেখিতেছি না!"

ডাক্তার লুর কথা শুনিয়া মিঃ পিয়ারসন সবিস্ময়ে বলিলেন, "ডিভট কি রুসিয়ান?"

ডাক্তার লু বলিল, "হাঁ রুসিয়ান, কিন্তু সে বহুকাল হইতে ইংলণ্ড-প্রবাসী; বিশেষতঃ, তাহার মা ছিল ইংরাজ-দুহিতা। এইজন্য সে ইংরাজের ছদ্মবেশে তোমাদের প্রতারিত করিতে পারিয়াছিল। তাহার সহায়তা না পাইলে আমরা তোমাদের ঘরের খবর জানিতে পারিতাম না।"

মিঃ পিয়ারসন দুর্ভেদ্য রহস্যান্ধকারে এবার আলোক দেখিতে পাইলেন। এই সংবাদে অনেক বিষয়ই তিনি পরিস্ফুটরূপে বুঝিতে পারিলেন। (the information made things clearer to him,)

ডাক্তার লু ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ইন্স্পেক্টর ওয়াকারকে বলিল, "ইহার পরে আমি আগে তোমাকে হত্যা করিব, তাহার পর সুযোগ হইলে তোমাকে জেরা করিব; কারণ তুমি ভয়ঙ্কর মতলববাজ লোক!"

ওয়াকার তাহার কথা শুনিয়া বলিল, "ইহার পর তুমি ঐ রকম করিবে? কিন্তু পরে কখন সে সুযোগ পাইবে কি? আমি এই কক্ষ ত্যাগের পূর্ব্বেই তোমাকে স্বহস্তে হত্যা করিব ডাক্তার! আমার সঙ্কল্প বিফল হইবে না। ইহার পর তোমার পক্ষে সব অন্ধকার! মৃত্যুর পর অন্ধকারাচ্ছন্ন যবনিকায় তুমি আচ্ছাদিত হইবে।"

ডাক্তার লু মাথা নাড়িয়া বলিল, "কাহার ভাগ্যে কি আছে কে বলিতে পারে? তোমার আশা পূর্ণ হইবে কি না তাহা তুমি নিশ্চিত

রূপে বলিতে পার না। মানুষ নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না, সে পরের ভাগ্য পরিচালিত করিবে ?”

মিঃ পিয়ারসন বলিলেন, “আর তুমি তোমার বিষের সাহায্যে একটি জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিবে আশা করিয়াছিলে! কিন্তু ওয়াকারের পিস্তলের এক গুলীতেই তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।”

ডাক্তার লু চঞ্চল দৃষ্টিতে ওয়াকারের পিস্তলের নলের দিকে চাহিল; কিন্তু ওয়াকার তাহাকে গুলী না করিয়া পিস্তলটি সেইভাবে উদ্যত রাখিয়াই বাঁ হাতে একখানি ছুরী বাহির করিল; তাহার ফলা রক্তমাখা। সেই রক্তাক্ত ফলায় দীপালোক প্রতিফলিত হইল। সে সেই ছুরীর সাহায্যে মিঃ পিয়ারসনের হাতের বাঁধন কাটিয়া দিল। ডাক্তার লু প্রশান্ত ভাবে এই দৃশ্য দেখিয়া কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। সে বুঝিয়াছিল ওয়াকার তাহার পিস্তলের ঘোড়ায় আঙ্গুলের একটু চাপ দিলেই তাহার মৃতদেহ সেই স্থানে লুটাইয়া পড়িবে।

কিন্তু মিঃ পিয়ারসনকে বন্ধন-মুক্ত দেখিয়া ডাক্তার লু অধিক কাল নীরব থাকিতে পারিল না। সে ইন্স্পেক্টরকে সংযত স্বরে বলিল, “ওয়াকার, তুমি তোমার উপরওয়ালাকে মুক্তিদান করিয়া তাহার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছ সন্দেহ নাই। তোমার ইচ্ছা হইলে আমাকেও তুমি গুলী করিতে পার; কিন্তু তাহা হইলেই যে তোমরা নির্ব্বিঘ্নে মুক্তি লাভ করিবে—তাহার সম্ভাবনা কোথায়? তোমরা কোয়ানকে কি উপায়ে পরাস্ত করিবে? সে থাকিতে তোমাদের পলায়নের আশা পূর্ণ হইবে না; কারণ তোমরা কোয়ানের অজ্ঞাতসারে এই অট্টালিকা ত্যাগ করিতে পারিবে না। তুমি হয় ত ডিভটকে পরাস্ত করিয়াছ; কিন্তু কোয়ানের মত পরাক্রান্ত পালোয়ানকে কায়দা করা তোমাদের

পক্ষে সহজ হইবে না। আমি জানি একবার সে চারিটা হাতীর মত জোয়ানের সঙ্গে লড়িয়া তাহাদের সকলকে ধরাশায়ী করিয়াছিল। তোমরা দু'জন ত তাহার কাছে ফড়িং! তোমাদের দু'জনকে দু'হাতে ধরিয়া সে পিষিয়া মারিবে।"

ওয়াকারকে ভয় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই সে পিস্তলের নলের দিকে চাহিয়া অচঞ্চল স্বরে এই কথাগুলি বলিল; কিন্তু ওয়াকার তাহার কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। ডাক্তার লু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল।

ওয়াকার কথা বলিল; তাহার একটি মাত্র সঙ্ক্ষিপ্ত কথায় ডাক্তার লুর সকল আশা বিলুপ্ত হইল।

ওয়াকার তাচ্ছীল্য ভরে বলিল, "কোয়ান শিঙা ফুকিয়াছে।"

ওয়াকারের কথা শুনিয়া ডাক্তার লু চমকিয়া উঠিল; তাহার বিস্ফারিত নেত্রে আতঙ্ক-চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। কোয়ান মরিয়াছে—এ কথা বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু সে জানিত ওয়াকার তাহাদের প্রবল শত্রু হইলেও মিথ্যা কথা বলে না। ডাক্তার লু ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "কোয়ান মরিয়াছে? তুমি বলিতেছ কি?—তবে কি তুমিই তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী?"

ওয়াকার অচঞ্চল স্বরে বলিল, "সে স্বয়ং তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী। যে ইচ্ছা করিয়া আগুনে হাত দেয়, আগুনে হাত পুড়িলে সেজন্য আগুনকে দায়ী করা উচিত নহে।"

ডাক্তার লু বলিল, "তোমার কথা শুনিয়া বুঝিলাম তুমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছ; একথা কি সত্য?"

ওয়াকার বলিল, "মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন দেখি না।"

ডাক্তার লু বলিল, "কিরূপে সে নিহত হইল? তোমার হাতের ছুরীর ফলায় তাজা রক্ত দেখিলাম। ছুরী বিদ্ধ করিয়া, না গুলী বিদ্ধ করিয়া সেই বীর পুরুষকে হত্যা করিয়াছ—তাহা শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। আশা করি তুমি আমার নিকট একথা প্রকাশ করিতে ভীত হইবে না, কারণ আমি জানি তোমার সাহস আছে।"

ওয়াকার উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তোমার মত ইতর নরহন্তা কাপুরুষকে আমি ভয় করি না, সাপের মত ঘৃণা করি; কারণ তুমি সাপের মত অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া নিঃশব্দে দংশন কর।—তোমার প্রধান সহকর্ম্মী বিভীষিকাবাদী কোয়ানকে তাহার নিষ্ঠুরতার ও অপরাধের দণ্ড দানের জন্য ছোরা বা গুলী ব্যবহারের প্রয়োজন হয় নাই।"

ডাক্তার লু সবিস্ময়ে বলিল, "ইহাও নয়, উহাও নয়! তবে?"

ওয়াকার বলিল, "তাহা বিশ্বাস করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে না; ঘাড়ের হাড় ভাঙ্গিয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

লু বলিল, "অত-বড় জাঁদরেল জোয়ানটার ঘাড়ের হাড় শুক্‌নো পাকাটীর মত ভাঙ্গিয়া গেল?"

ওয়াকার বলিল, "দেশলাইয়ের কাটীর মত বলিলেও চলে।"

লু বলিল, "কে ভাঙ্গিল? তুমি?"

ওয়াকার বলিল, "ভূতে ভাঙ্গিয়াছে।"

লু বলিল, "তুমিই সেই সাদা ভূত। জুজুৎসুর প্যাঁচ?"

ওয়াকার বলিল, "না, হাতের খ্যাঁচ্।"

লু বলিল, "খ্যাঁচ্‌টা কি পদার্থ?"

ওয়াকার বলিল, "কায়দা মত হ্যাঁচ্‌কা টান।"

লু নির্ব্বাক বিস্ময়ে মিনিট-খানেক ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিয়া

বিনীত ভাবে বলিল, তুমি ত সাধারণ লোক নও ইন্‌স্পেক্টর! অত বড় জোয়ানটার ঘাড়ের হাড় একটা হ্যাঁচ্‌কা টানে ভাঙ্গিয়া তাহাকে সাবাড় করিলে? তোমার মত গুণী লোককে হত্যা করিতে হইবে ভাবিয়া আমার দুঃখ হইতেছে।"

মিঃ পিয়ারসন তাঁহার আড়ষ্ট হাত ডলিতে ডলিতে বলিলেন, "তোমার দুঃখিত হইবার কারণ নাই ডাক্তার! কারণ তুমি আর কাহাকেও হত্যা করিবার সুযোগ পাইবে না। আমরা এই স্থান ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই তোমার মৃত্যু হইবে; সেই সঙ্গে তোমার আবিষ্কৃত সেই সাংঘাতিক বিষের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইবে। তাহার প্রস্তুতপ্রণালী আর কাহাকেও শিখাইবার সুযোগ পাইবে না।"

ডাক্তার লু কি বলিতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ সভয়ে আর্ত্তনাদ করিল, কারণ ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ছাদের উর্দ্ধস্থিত একটি গুপ্তদ্বার খুলিয়া একজন চীনাম্যান তাহার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মস্তকে প্রচণ্ডবেগে হাতুড়ির একটা ঘা!

ওয়াকার লুর আততায়ীর মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিল। সে হো-টিং। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে লোহিতবর্ণ কুজ্ঝটিকারাশিতে সেই কক্ষ আচ্ছন্ন হইল; সেই কুজ্ঝটিকারাশির ভিতর দিয়া ওয়াকার আরও তিন জন চীনাম্যানকে পূর্ব্বোক্ত ফুকর হইতে ঝুপ্‌ঝাপ্ করিয়া সেই কক্ষে লাফাইয়া পড়িতে দেখিল। তাহারা লুর অনুচর। মুহূর্ত্ত মধ্যে হো-টিংএর পিস্তল গম্ভীর শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং ডাক্তার লু এক বস্তা ময়দার মত মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইল; কিন্তু শেষোক্ত চীনাম্যানেরা মুহূর্ত্ত মধ্যে লুর আততায়ীকে ও ওয়াকারকে আক্রমণ করিল।

ইন্‌স্পেক্টর সম্মুখস্থ আততায়ীকে পিস্তলের কুঁদা দিয়া সবেগে আঘাত করিতেই সে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। ওয়াকারের অটোমেটিক

দুইবার গম্ভীর গর্জ্জন করিল। তিনজন চীনাম্যান ভূতলশায়ী হইলে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য নিরাপদ হইলেন বটে, কিন্তু সেই কক্ষের দ্বারের দিকে বহু কণ্ঠের গর্জ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল। পর মুহূর্ত্তে দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল। শত্রুরা দ্বার ভাঙ্গিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিবে এই আশঙ্কায় ডি ডি সেই দ্বারে পিঠ বাধাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ওয়াকার তাঁহাকে বলিল, "আপনি এই পিস্তল লইয়া ছাদের ঐ গুপ্ত দ্বারটির পাহারায় থাকুন; ঐ পথে যে কেহ নামিবার চেষ্টা করিবে তাহাকেই গুলী করিবেন।"

মিঃ পিয়ারসন ওয়াকারের আদেশ পালন করিলেন। সেই সময় তাঁহার চক্ষু-প্রান্ত হইতে রক্ত ঝরিতেছিল; তিনি করতল উল্টাইয়া তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। সেই মুহূর্ত্তে পায়জামা-ঢাকা এক জোড়া পা ছাদের গুপ্তদ্বার দিয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িল; মিঃ পিয়ারসন তাহা লক্ষ্য করিয়া ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। লোকটা সেই কক্ষে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে বাঘের মত আক্রমণ করিল; তাহার হাতে তীক্ষ্ণধার দীর্ঘ তরবারি।

মিঃ পিয়ারসনের গুলীতে সে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিহত হইল; কিন্তু বিপ্লবী চীনাম্যানদের দল সেই কক্ষের দ্বারে এরূপ প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিতে লাগিল যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই দ্বার চূর্ণ হইল। দ্বারের ভাঙ্গা তক্তার ফাঁক দিয়া একজন আততায়ী একখানি কুঠার চালাইয়া দিল। মিঃ পিয়ারসন তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলিলেন, এবং তদ্দ্বারা দ্বারপ্রান্তস্থ বিপ্লবীগণকে আক্রমণ করিলেন। সেই দ্বারের কব্জাগুলি পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছিল। মিঃ পিয়ারসন ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন তাহার ললাটের শিরাগুলি দড়ার মত ফুলিয়া উঠিয়াছিল।

একটি গুলী সেই ভগ্নদ্বারের ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল. কিন্তু কেহই আহত হইল না; গুলীটি ঘরের দেওয়ালে বিদ্ধ হইল। পুনর্ব্বার বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ উত্থিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের পথে কেহ আতঙ্কবিহ্বল কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিল।

মিঃ পিয়ারসন আততায়ীগণের অস্ত্রাঘাতে এরূপ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়াছিল; তথাপি তিনি ধরাশায়ী না হইয়া দুর্ব্বল পদে ভর দিয়া অতিকষ্টে দাঁড়াইয়া রহিলেন। (He was too weak to stand on his feet.)

ওয়াকার বন্দুকের সুগভীর বজ্রধ্বনিবৎ নির্ঘোষ শুনিয়া আশ্বস্ত ভাবে বলিল, "রাইফেলের শব্দ বলিয়াই মনে হইতেছে; পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি ইহা যেন পুলিশের বন্দুক-ধ্বনি হয়।"

সেই সময় তাঁহাদের মাথার উপর দোতালায় পদধ্বনি হইল। মুহূর্ত্তপরে ঊর্দ্ধস্থ গুপ্তদ্বারে দুইজন চীনাম্যানের মাথা দেখিতে পাইয়া, ও তাহারা সেই পথে নীচে নামিবার চেষ্টা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া মিঃ পিয়ারসন পিস্তল তুলিলেন, এবং শিকারী তরুশাখাসীন পাখীকে লক্ষ্য করিয়া যে ভাবে গুলী করে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সেই ভাবে গুলীবর্ষণ করিলেন। একটির পর আর একটি গুলী; কিন্তু গুলী ব্যর্থ হইল। সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শূন্যে না মিশিতেই দুইজন চীনাম্যান সেই ফুকর দিয়া নীচে লাফাইয়া পড়িল; মুহূর্ত্ত পরে আরও একজন তাহার অনুসরণ করিল। তাহারা মিঃ পিয়ারসনের গুলীতে আহত না হওয়ায় মেঝের উপর পড়িয়াই তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মিঃ পিয়ারসন চক্ষুর নিমেষে সেই কক্ষের দেওয়ালের কাছে সরিয়া গিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একাকী তিনজনের সহিত যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু একজন আততায়ী তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল; আর একজন

তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছোরা তুলিল। মিঃ পিয়ারসন ছোরার আক্রমণ হইতে মাথা বাঁচাইবার আশায় মাথা নামাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে এক পাশে লাফাইয়া পড়িলেন; কিন্তু ইহাতেও তিনি অব্যাহতি পাইলেন না। তিনি কাঁধে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। তিনি মুদিত নেত্রে দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নড়িতে পারিলেন না। একজন আততায়ী তাঁহাকে মেঝের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল। তাহার পর সে তাঁহার বুকের উপর বসিয়া উর্দ্ধে ছোরা তুলিল!

ওয়াকার মিঃ পিয়ারসনকে এই ভাবে বিপন্ন দেখিয়া এক লম্ফে তাঁহার মস্তকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং পদাঘাতে তাঁহার আততায়ীকে দূরে সরাইয়া দিয়া তাহার হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইল। মিঃ পিয়ারসন সেই চীনাম্যানটার পিঠে ওয়াকারের সবুট পদাঘাতের শব্দ শুনিতে পাইলেন। সে দেওয়ালে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করিল, তাহার পর সে অতি কষ্টে উঠিয়া প্রাণ ভয়ে দ্বারের দিকে পলায়ন করিল। ওয়াকার দেখিল আর এক জন চীনাম্যান একখানি সুদীর্ঘ তরবারি দ্বারা মিঃ পিয়ারসনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ওয়াকার তাহার হাতের কব্জিতে প্রচণ্ড বেগে ঘুসি মারিতেই তরবারিখানি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। সেই তরবারি এরূপ ভারী ও বৃহদাকার যে, উভয় হস্তে তাহা পরিচালিত করিতে হইত এবং তাহা এরূপ তীক্ষ্ণধার যে, তাহার এক আঘাতে একটা প্রকাণ্ড ষাঁড়ের মাথাও স্কন্ধচ্যুত হইতে পারিত। ওয়াকারের সাহস ও তৎপরতাতেই মিঃ পিয়ারসনের প্রাণরক্ষা হইল।

ওয়াকার তরবারিখানি উভয় হস্তে তুলিয়া লইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই আর একজন চীনাম্যান তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। ওয়াকার তরবারিখানি উভয় হস্তে উর্দ্ধে তুলিয়া তাহার স্কন্ধে আঘাত

করিল। সেই আঘাতে চীনাম্যানটার মস্তক স্কন্ধচ্যুত এক পাশে লুটাইতে লাগিল; মুণ্ডহীন দেহটি অন্য পাশে পড়িয়া কয়েকবার হাত পা ছুড়িল; অবশেষে তাহা অসাড় ও নিস্পন্দ হইল।

ওয়াকার তখন বাহ্যজ্ঞান-রহিত; সে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উভয় হস্তে সেই ভীম অসি দ্বারা দক্ষিণে বামে আঘাত করিতে লাগিল। সেই আঘাতে বিপ্লবী চীনাম্যানের দল কাস্তের আঘাতে গোধুম-শীর্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইতে লাগিল (which felled men as wheat falls at the sickle) ওয়াকারের দেহের দশ বার স্থান ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। মিঃ পিয়ারসনের চক্ষুর সম্মুখে যেন কুজ্মটিকারাশি ঘনাইয়া আসিয়াছিল; তিনি স্তিমিত নেত্রে ওয়াকারের অদ্ভুত রণ-কৌশল দেখিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন ওয়াকার সুচতুর ও সুদক্ষ ডিটেক্টিভ; কিন্তু সে যে সম্মুখ সংগ্রামে আহত হইয়াও অকম্পিত হৃদয়ে রণনিপুণ বীরের ন্যায় সুকৌশলে অসি-চালনা করিয়া শত্রুধ্বংস করিতে পারে—ইহা তিনি কোন দিন ধারণা করিতে পারেন নাই।

কিন্তু তাহার সাহস ও শৌর্য্য বীর্য্য যতই অধিক হউক, সে একাকী একদল শত্রুর বিরুদ্ধে কি করিবে? তাহার জীবন বিপন্ন হইল। সে হতাশ ভাবে চারি দিকে চাহিয়া অগণ্য শত্রু-মুণ্ড দেখিতে পাইল; তাহাদের সকলেই তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত। সেই সময় দ্বারের দিকে একটা বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল, এবং একদল চীনাম্যান ঝটিকাবেগে সেই ভগ্নদ্বারের উপর আছড়াইয়া পড়িল। তাহারা বিপ্লবীদের দলের শত্রু হুপ-সিং সম্প্রদায়ের লোক।

হুপ-সিং দলের সাহায্য লাভের পূর্ব্বেই সহকারী কমিশনার পিয়ারসন অস্ত্রাঘাতে ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার যখন চেতনা বিলুপ্ত-

প্রায় সেই মুহূর্ত্তে তিনি অর্দ্ধ-নিমিলিত নেত্রে দেখিলেন তাঁহার পরিচিত একজন বিশালদেহ নীল পরিচ্ছদমণ্ডিত ইয়র্কসায়ারবাসী সার্জ্জেণ্ট তাঁহার অদূরে দাঁড়াইয়া শত্রুদলকে লক্ষ্য করিয়া রাইফেলের গুলী বর্ষণ করিতেছিল। ম্যাক্‌গ্রেগর হো-লির পুত্রের নিকট জানিতে পারে, বিভীষিকাবাদীরা মিঃ পিয়ারসন ও ওয়াকারকে হত্যা করিবার জন্য তাহাদের গুপ্ত আড্ডায় সম্মিলিত হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া সে জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া সদলে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং গম্ভীর হুঙ্কারে বিপ্লবীগণের অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়া নির্ভীক বীরের ন্যায় সেই বিপদ-সাগরে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। সেরূপ ভীষণ রণ-হুঙ্কার করিতে কেবল এক স্কট্‌সম্যানই পারে। (as only a Seotsman can.)

একাদশ তরঙ্গ

বিভীষিকার বিলোপ

চীনাম্যানদের সুখ সমৃদ্ধি ও আয়ুকাল বর্দ্ধিত করিবার জন্য যাহার পূজার্চ্চনাদি অনুষ্ঠানের বিরাম নাই, ভবিষ্যতজ্ঞ বলিয়া চীনাম্যানদের সমাজে যাহার খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না, সেই হো-লি বিপ্লবী-দলের নেতাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, জানিতে পারিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাই-আই-আই, হপ-সিং সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা স্মরণীয় দিন! আমরা এই দিনটিকে হপ-সিংদলের পক্ষে মহা আনন্দের দিন বলিয়াই মনে করিতেছি। আমরা নিরীহ লোক, এবং বিভীষিকাবাদী হো-মিং সম্প্রদায়ের তুলনায় এরূপ শান্ত প্রকৃতির লোক যে, সেই নরহন্তা বিপ্লবীগুলার সঙ্গে বিরোধ করিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারি নাই। তাহাদের দমনের জন্য পুলিশকে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিলে তাহারা আমাদেরও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না।"

ওয়াকার হাসিয়া বলিল, "হাঁ, হো-লি, তোমার এই উক্তি মূল্যবান ও সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই; আমি অন্তরের সহিত ও কথার সমর্থন করি। আমি জানিতে পারিয়াছি হো-মিং নামক বিপ্লবীদলের চুয়াল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া নির্ব্বাসিত করিবার আদেশ হইয়াছে। বিভীষিকাবাদীদের আর মাথা তুলিবার শক্তি নাই। পালের গোদাগুলা ধরা পড়িয়াছে।"

হো-লি মাথা নাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "আই-ইয়া! ইহা সুসংবাদ বটে; কারণ ঐ লোকগুলাও সকলেই অতিশয় মন্দ লোক। তাহাদিগকে কারাগারে শৃঙ্খলিত করায় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

তাহার কণ্ঠস্বরে আনন্দ ও উৎসাহ পরিস্ফুট। সে ক্ষণকাল নত মস্তকে চিন্তা করিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমাদের এইরূপ সাফল্য লাভের প্রধান কারণ এই যে, আমাদের হপ-সিং সম্প্রদায়ভুক্ত কোন লোক এই যুদ্ধে বিপ্লবীগণকে কোন রকম সাহায্য করে নাই। ইহার কারণও বোধ হয় তোমার অজ্ঞাত নহে। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে—কিছুদিন পূর্ব্বে এক দিন রাত্রিকালে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে হো-মিং সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত একখানি ছোরা দেখাইয়াছিলে এবং বিপ্লবীদের দমনে আমার সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলে।"

ওয়াকার বলিল, "হাঁ, সে কথা আমার স্মরণ আছে।"

হো-লি বলিল, "বিপ্লবীরা তোমাকে হত্যা করিবার দুরভিসন্ধিতে যে কায করিয়াছিল, তাহা তুমি এত শীঘ্র ভুলিয়া যাইবে—ইহা কে বিশ্বাস করিবে? বিষয়টি নগণ্য বা তুচ্ছ হইলে কি তাহা স্মরণ থাকিত? এতদ্ভিন্ন যদি কোন মন্দ লোক রটনা করে—হপ-সিং সম্প্রদায়ের লোক বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া পুলিশকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহা হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিব—সে মিথ্যাবাদী। যখন বিপ্লবীদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, সে সময় আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা দূরের কথা, গৃহত্যাগও করি নাই, আমার বাড়ীর রমণীরাই ইহা সপ্রমাণ করিবে।"

ওয়াকার মাথা নাড়িয়া বলিল, "দেখ হো-লি, আমি এ কথা বলিতেছি না যে, তুমি মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি আমি বলি—আমরা

যখন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলাম সেই সময় তোমাদের হপ-সিং সম্প্রদায়ের কোন কোন সশস্ত্র অনুচরকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম, তাহা হইলে তুমি কি বলিবে—উহা আমার দৃষ্টি-বিভ্রম মাত্র ?”

হো-লি গম্ভীর স্বরে বলিল, “হা-ই ! তোমার মত লোকের দৃষ্টি-বিভ্রম ? ইহাও কি সম্ভব ? না, তোমার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই ; তবে অত্যন্ত অধিক ভুল হইয়াছিল’।” (you were very greatly mistaken,)

ওয়াকার বলিল, “যদি বলি, আমার হিতৈষী বন্ধু হো-লির সুযোগ্য পুত্র হো-টিংকে আমি স্বচক্ষে সেই স্থানে বিপ্লবী-নায়ক লুকে আক্রমণ করিতে দেখিয়াছিলাম, তাহা হইলেও কি তুমি বলিবে আমার ভ্রম হইয়াছিল ?”

হো-লি অবিচলিত স্বরে বলিল, “হা-ই ! আমি বলিয়াছি তোমার অত্যন্ত অধিক ভ্রম হইয়াছিল। তোমার এই ভ্রমের সংবাদ প্রকাশিত হইলে হো-টিংএর জীবন বিপন্ন হইতে পারে। সত্যই তোমার ঐরূপ ভ্রম হইয়াছিল ; কারণ আমার সুযোগ্য পুত্র নিরীহ হো-টিং সে সময় আমার অন্তঃপুরে উপস্থিত ছিল, এবং তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া শান্তি-সুখ উপভোগ করিতেছিল। আমার মনে হইতেছে তুমি বিপ্লবীগণের সহিত যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে সাম্-চু পান করিয়াছিলে। এই মদ্য অত্যন্ত উগ্র। ইহা পান করিলে শারীরিক অবসাদ দূর হইয়া দেহে বলের সঞ্চার করে বটে, কিন্তু ইহার প্রভাবে অনেক অদ্ভুত দৃশ্য নয়নগোচর হয়, এমন কি, ভুত প্রেতগুলাকে পর্য্যন্ত সম্মুখে দেখিতে পাওয় যায় !”

ওয়াকার বলিল, “হাঁ, তোমার এ কথা সত্য ; আমি সাম্-চু নামক

মদ্য পান করিয়াছিলাম বটে। তোমার ভবিষ্যৎদৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর, হো-লি!"

ওয়াকার রহস্য ভেদে অসমর্থ হইয়া হো-লির গৃহত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

ওয়াকার প্রস্থান করিলে হো-লি কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল, এবং শিং-বাঁধানো চশমার ভিতর দিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল।

দীর্ঘকাল পরে সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাই-আই-ই, লোকটি খুব খাঁটি লোক; কিন্তু এই সকল ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে কায করাই হো-টিংএর উচিত ছিল। হুপ-সিং দলের লোক সেই রাত্রে বাহিরে গিয়া বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল, এই সংবাদ আমি গোপন রাখাই বাঞ্চনীয় মনে করি। সত্য গোপন করায় ইন্‌স্পেক্টর মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল বটে, কিন্তু উপায় কি? বিপ্লববাদীদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য আমাদের দলের লোক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে, পুলিশ তাহাদের সাহায্যে কৃতকার্য্য হইয়াছে; কিন্তু সে কথা প্রকাশ করিয়া লাভ কি? বিপ্লবীদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য পুলিশকে সাহায্য করা আমাদের অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু তাহা গোপন রাখা নানা কারণে সঙ্গত, এমন কি, অপরিহার্য্য। ইন্‌স্পেক্টরের নিকট সত্য কথা প্রকাশ করিলে তাহা চারি দিকে প্রচারিত হইত; আমরা বিপন্ন হইতাম।"

"স্ত্রী, ওখানে আছ কি?" বলিয়া হো-লি কোমল স্বরে আহ্বান করিতেই তাহার প্রিয়তমা পত্নী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

হো-লি বলিল, "আমার হুঁকাটা আনিয়া দিয়া যাও। তোমরা দুই সতীনে—আমার দুই হারামজাদী স্ত্রী (pigs of wives) আসিয়া

আমার দুই পাশে দাঁড়াইয়া আমাকে পাখা কর; যেন আমায় বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়! যাও, তাহাকে ডাকিয়া আনো।”

কী মাথা নাড়িয়া বলিল, “হি হাউ!”

হো-লি কয়েক মিনিট ধূমপান করিয়া শয্যায় শয়ন করিল। তাহার দুই পাশে চন্দনকাঠের দুইখানি পাখা আন্দোলিত হওয়ায় সে আরামে ঘুমাইতে লাগিল, কিন্তু পাখার আন্দোলন মন্দীভূত হওয়ায় হঠাৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে পাশ ফিরিয়া শুইয়া মুদিত নেত্রে মনে মনে বলিল, “এই হারামজাদীরা আমাকে ঘুমাইতে দেখিলেই তাহাদের হাতের কায বন্ধ করিবে। (these pigs of women will desist from their labour as soon as I seek slumber.) কিন্তু আমিও কম চালাক নহি, আমি ঘুমাইয়াছি এইরূপ ভান করিয়া পড়িয়া থাকি; যখন দেখিব তাহারা আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছে, তখন—তখন আর কি? উহাদের এক একটাকে ধরিয়া উত্তমরূপ প্রহার দান করিব।” (I shall give them each a fine beating.)

এইরূপ চিন্তায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে করিতে ভবিষ্যৎদর্শী দার্শনিকপ্রবর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল।

* * *

ডি ডি বিপ্লবী চীনাম্যাদের সহিত যুদ্ধে আহত হওয়ায় কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন; এজন্য তিনি তিন মাসের ছুটী লইয়া দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার বন্ধুবর্গ ও সহকর্ম্মীরা তাঁহাকে সবল ও কর্ম্মক্ষম দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।

ওয়াকার আফিসে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে তিনি প্রথমেই

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিভট তাহার অপকর্ম্মের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে ?"

ওয়াকার বলিল, "হাঁ তাহার প্রাণদণ্ডের সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আজ ঠিক একমাস হইল তাহার ফাঁসি হইয়াছে।"

ডি ডি বলিলেন, "আর বিষতত্ত্ববিশারদ ডাক্তার লু—যে তাহার আবিষ্কৃত অমোঘ বিষের সাহায্যে গ্রেট ব্রিটেনের জগদ্ব্যাপী আধিপত্য, ব্রিটেনের জ্ঞান-গরিমা, শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প, বাণিজ্য এবং শক্তি—যে শক্তিতে গ্রেট ব্রিটেন আজও অক্ষুন্ন গৌরবে সমুদ্র-তরঙ্গ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, (rules the waves) এ সমস্তই বিধ্বস্ত করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এক পাশ্চাত্য জাতির আশ্রয়ে ড্রাগনাঙ্কিত পতাকা উত্তোলনের স্বপ্ন দেখিতেছিল—তাহারও ত মৃত্যু হইয়াছে ? আমার বিশ্বাস, ডাক্তার লুর মৃত্যুর সঙ্গেই সবুজ ত্রিভুজ নামক বিভীষিকাবাদীদের সমিতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার বলিল, "এইরূপই ত আশা করি ; কিন্তু বিপ্লবী চীনাম্যানগুলা হো-লির গুপ্তচর আউ-সামকে হত্যা করিয়া প্রতিহিংসার পরিচয় দিয়াছে। হো-লির সম্প্রদায়ভুক্ত শান্তিপ্রিয় চীনাম্যানদের সাহায্য না পাইলে আমরা বিভীষিকাবাদীদের দমন করিতে পারিতাম না ; সম্ভবতঃ দীর্ঘকাল আমাদের চেষ্টা বিফল হইত ; আর একথাও সত্য যে, আউ-সাম বিপ্লবীদের দলে মিশিয়া ও ভাবে আমাকে পিস্তল দিয়া সাহায্য না করিলে আমি কখন তাহাদের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতাম না।" (I should never escaped)

ডি ডি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়াকারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "দেখ ওয়াকার, পুলিশ আমাদের সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে সাহায্য

করিবার জন্য বিপ্লবীদের আড্ডায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। যদি তাহারা আর এক মিনিটও বিলম্ব করিত—তাহা হইলে তাহাদের সকল চেষ্টা বিফল হইত। "(another minute and they would have been too late)

ওয়াকার হাসিয়া বলিল "কিন্তু যে সময় আমাদের জীবন বিপন্ন হইয়াছিল, আমরা আত্মরক্ষায় হতাশ হইয়াছিলাম, এবং মৃত্যুর অন্ধকার আমাদের অবসাদ-শিথিল চক্ষুর উপর ঘনাইয়া আসিতেছিল,—যে সময় আমরা সাহায্যের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম, তাহার প্রায় দুই মিমিট পরে আমরা পুলিশের সাহায্য লাভ করিয়াছিলাম; সুতরাং সেই সঙ্কট-সঙ্কুল দুই মিনিট কাল আমরা পুলিশের সাহায্যে বঞ্চিত ছিলাম। সেই সময় হুপ-সিংএর দল সেই আড্ডা আক্রমণ করিয়াছিল; কারণ তাহারা বিপ্লবীদিগকে দেশের ও সমাজের শত্রু মনে করিত। বস্তুতঃ, তাহারাই বিপ্লবীদের সেই প্রধান আড্ডা আক্রমণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই অট্টালিকা হইতে উৎসারিত করিয়াছিল (they practically wiped every man on the premises) হো-লির পুত্র হো-টিং চীনাম্যান, কিন্তু সে বিপ্লবী চীনাম্যানগুলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় আমরা সেই সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম। তাহাদের সাহায্যেই আমরা বিভীষিকার অস্তিত্ব লোপ করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

ডি ডি বলিলেন, "সম্ভবতঃ সে সময় আমার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তুমি হো-লিকে একথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাইয়াছিলে কি? হুপ-সিং দলের আক্রমণ সম্বন্ধে সে কি বলে?"

ওয়াকার বলিল, "সেই বুড়া শয়তান মনে করিয়াছে আমি বিপ্লবীদের আড্ডায় অত্যন্ত উগ্র সুরা পান করিয়া মদের ঝোঁকে অপ্রকৃত দৃশ্য

দেখিয়াছিলাম। সে সত্যই ঐরূপ মনে করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না; তবে সে আমাকে ঐ কথাই বলিয়াছিল বটে।"

ডি ডি হাসিয়া বলিলেন, "আমাকে ইতিমধ্যে এক দিন তাহার বাড়ী গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ উপহার দিব বলিয়াছিলাম; আমাকে সেই অঙ্গীকার পালন করিতে হইবে।"

ডি ডি কি কারণে হো-লিকে পাঁচশত পাউণ্ড উপহারের আশা দিয়াছিলেন, তাহা ওয়াকারের নিকট সেই দিন প্রকাশ করিলেন।

ওয়াকার নিস্তব্ধ ভাবে সহকারী কমিশনার ডানিয়েল ডি পিয়ারসনের সকল কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "বুড়া রাস্কেলটা আপনার নিকট পাঁচশো পাউণ্ড আদায় করিবে? তাহার ভাগ্য ভাল। সে পরের ভাগ্যফল গণিয়া বলিতে পারে কি না জানি না; কিন্তু নিজের ভাগ্যফল গণনায় তাহার ভুল হয় নাই। পাঁচ-শো পাউণ্ড!"

মিঃ পিয়ারসন বলিলেন, "দেখ ওয়াকার, গুপ্তহত্যার ফল কখন ভাল হয় না। মানব-সভ্যতার ইতিহাস খুঁজিয়া এমন নজীর কোথাও পাইবে না যে, গুপ্তহত্যা দ্বারা কোন পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; কোন স্বাধীন জাতিকে পদানত করিতে,—তাহাদের শক্তি সামর্থ্য, প্রভাব প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করা ত দূরের কথা, বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ করিতে পারিয়াছে। ইহাতে কেবল রাষ্ট্রীয় অশান্তি বর্দ্ধিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের আক্রোশ অসংবরণীয় হইয়া উঠে। নরহত্যা, স্বদেশপ্রেম, বা স্বজাতিপ্রীতির নিদর্শন নহে। নরহত্যা দ্বারা কোন শক্তিশালী প্রতিষ্ঠাপন্ন জাতিকে যাহারা সঙ্কল্পচ্যুত করিবার আশা করে, তাহারা বিকৃতমস্তিষ্ক; তাহারা কেবল সমাজের নহে, মানবজাতির শত্রু। তাহাদের বিকৃত মনোবৃত্তির ফলে কতকগুলি নির্ব্বিরোধ,

নিরপরাধ ব্যক্তি অকারণ প্রাণ হারায়, নিহত ব্যক্তির স্ত্রীপুত্রাদি নিরাশ্রয় হয়, এবং এই অত্যাচারের প্রতিফল প্রদানের জন্য মৃতের আত্মা অলক্ষ্য ইঙ্গিতে প্রবল রাজশক্তিকে বিচলিত করে ; তখন উদ্যত রাজদণ্ড হইতে প্রকৃত নিরীহেরাও মুক্তিলাভ করিতে পারে না ; একের অপরাধে বহু লোক দণ্ড ভোগ করে। এ অবস্থায় অপরাধীরা যে জাতির লোক সেই জাতির প্রতিষ্ঠাপন্ন, স্বদেশের কল্যাণপ্রার্থী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা অপরিহার্য্য। তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টায় বিপ্লবদমন অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হওয়াই সম্ভব। আমি স্বীকার করি হো-লির অনেক দোষ—কিন্তু সে আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। হো-মিং নামক সম্প্রদায়ভুক্ত বিপ্লবীদের সহিত হুপ-সিং সম্প্রদায়ের শত্রুতা থাকায় সে বিপ্লবী উচ্ছেদের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু আমরা তাহার নিকট যে উপকার পাইয়াছি —তাহা অস্বীকার করিব না, এই জন্যই আমি অঙ্গীকার পালন করিব। সেই বুড়ো রাস্কেলের চেষ্টা সফল হওয়াতেই আমি বিশ্রাম-ভোগের জন্য তিন মাসের ছুটী পাইয়াছিলাম ; এজন্য সে আমার নিকট উৎসাহ লাভের যোগ্যপাত্র। হো-লি হো-মিং সম্প্রদায়কে নির্ম্মূল করিবার সুযোগ পাওয়ায় খুসী হইয়াছিল, তাহার উপর এই পাঁচ শো পাউণ্ড ফাউ!" (Ho-Lee gets the satisfaction of having cleaned up the Ho-Ming and five hundred pounds to boot.

ওয়াকার বলিল, "তাহা হইলে কোন্ সম্প্রদায়ের লোক বিপ্লববাদের সমর্থন করে না, তাহাদিগকে শত্রু মনে করে, তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ?"

মিঃ পিয়ারসন বলিলেন, "হাঁ তাহাই প্রয়োজন ; কিন্তু বিপ্লবীদের

গুলীর ভয়ে যাহারা কাতর, তাহারা দূরে থাকিবারই চেষ্টা করিবে। হো-লির গুপ্তচর আউ-সাম বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হইয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত পুরস্কার দান করিলে কোন দেশেই আউ-সামের অভাব হয় না। যাহা হউক, বর্ত্তমান বিভীষিকা-দমনের ফলে আমি ত কিছু পুরস্কার লাভ করিয়াছি; তুমি এজন্য প্রথম হইতেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছ; তোমার ভাগ্যে কি জুটিয়াছে?" (what did you get out of it?)

ওয়াকার পকেট হইতে একটি 'কার্ড-কেস' বাহির করিল; তাহাতে সুদৃশ্য বাঁকা বাঁকা অক্ষরে তাহার নাম ছাপা ছিল। সে সেই 'কার্ড-কেস' খুলিয়া একখানি কার্ড তুলিয়া লইল এবং তাহা উৎসাহে সহকারী কমিশনার পিয়ারসনের ডেস্কের উপর রাখিয়া দিল।

মিঃ পিয়ারসন কৌতূহল ভরে তাহা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিলেন—

সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট জন ওয়াকার ও. বি. ই.
স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড।

মৃদু হাস্যে মিঃ পিয়ারসনের ওষ্ঠ সুরঞ্জিত হইল। সরকারের অনুগ্রহে তাঁহার সহকর্ম্মী ইন্‌স্পেক্টর ওয়াকার আজ তাঁহারই সমপদস্থ। ওয়াকারের এই সম্মানে তিনি আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "যদি বিপ্লবীদের কেহ এখনও জীবিত থাকে, তাহা হইলে হত্যার জন্য চিহ্নিত নামগুলির তালিকায় তোমার নামটি সকলের নামের উপরে স্থান পাইবে।"

ওয়াকার বিনয় প্রকাশ করিয়া বলিল, "আপনার নাম চিরদিনই আমার নামের উপরে আছে। বিপ্লবীরা যদি পুলিশ-কর্ম্মচারীদের হত্যা করিবার জন্য কোন নূতন তালিকা প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা

হইলে আমার নাম আপনার নামের উপরে বসাইয়া আপনার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করিবে—ইহা বিশ্বাস করা কঠিন; কিন্তু যদি করে—তাহাতে আমি দুঃখিত হইব না। কারণ আপনার অভাবে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের যত ক্ষতি হইবে, আমার অভাবে সেরূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে ডাক্তার লু ও প্রধান নায়কগণের অভাবে ঘৃণিত বিভীষিকা-বাদের অবসান হইয়াছে এরূপ আশা করিতে পারি।"

সমাপ্ত

গ্রাহকবর্গের অবশ্য পাঠ্য

অতঃপর 'রহস্য-লহরী'র মাসিক উপন্যাস-যুগল মাসান্তে প্রকাশিত হইবে ;

তন্মধ্যে প্রথম উপন্যাস

রবার্ট ব্লেকের ফাঁসি ?

অভূতপূর্ব্ব রহস্যময় ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে লোমাঞ্চিত দেহে শেষ পর্ব্বের প্রতীক্ষা করিবেন।

'রহস্য-লহরী'র পৌনে দুই শত উপন্যাসের মুকুটমণি এই—

রবার্ট ব্লেকের ফাঁসি ?

শেষ পর্ব্ব পাঠের পূর্ব্বে পাঠক-পাঠিকার কল্পনা এই দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না। যাঁহারা রবার্ট ব্লেক-সংক্রান্ত একখানিও উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা পাঠের সুযোগ ত্যাগ করিবেন না।